বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২

মানবাধিকার সুরক্ষায়
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

১ দারিদ্র বিলোপ

২ ক্ষুধা মুক্তি, উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

৩ সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

৪ সকলের জন্য সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

৫ জেন্ডার সমতায় সকল নারীর ক্ষমতায়ন

৬ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা

৭ সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি সহজলভ্য করা

৮ শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

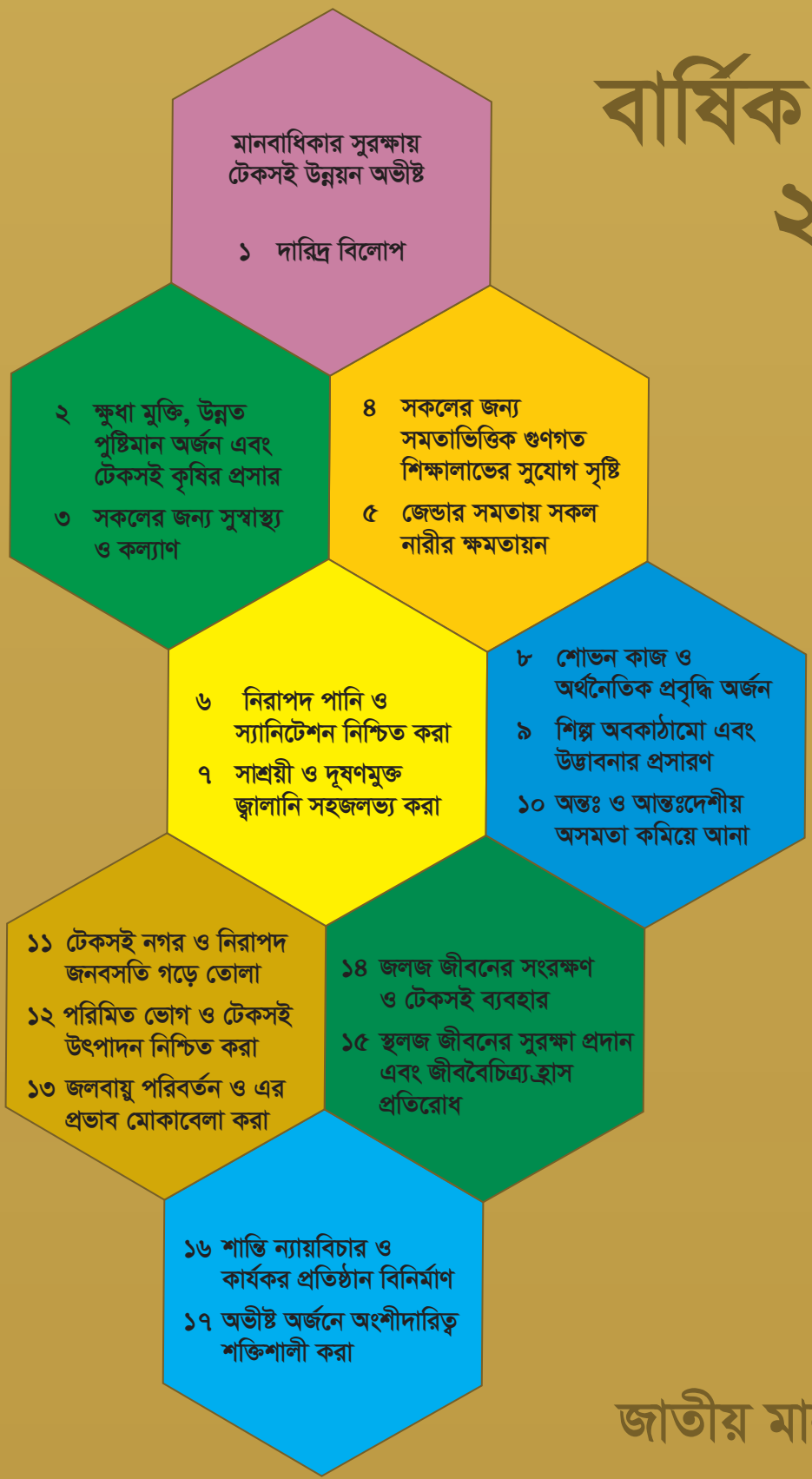

৯ শিল্প অবকাঠামো এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ

১০ অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা

১১ টেকসই নগর ও নিরাপদ জনবসতি গড়ে তোলা

১২ পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা

১৩ জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলা করা

১৪ জলজ জীবনের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার

১৫ স্থলজ জীবনের সুরক্ষা প্রদান এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ

১৬ শান্তি ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ

১৭ অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বাংলাদেশ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

এ প্রকাশনাটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ১ জানুয়ারি ২০২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদিত কার্যাবলীর ওপর প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ২২(০১) ধারা অনুসারে কমিশন এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে দাখিল করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

উপদেষ্টা মণ্ডলী

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ	সভাপতি
মোঃ সেলিম রেজা	সদস্য
মোঃ আমিনুল ইসলাম	সদস্য
ড. বিশ্বজিৎ চন্দ	সদস্য
কংজরী চৌধুরী	সদস্য
ড. তানিয়া হক	সদস্য
কাওসার আহমেদ	সদস্য

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ প্রস্তুতকরণ কমিটি

ক) নারায়ণ চন্দ্র সরকার, সচিব	আহ্বায়ক
খ) মোঃ আশরাফুল আলম, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	সদস্য
গ) কাজী আরফান আশিক, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	সদস্য
ঘ) সুস্মিতা পাইক, উপপরিচালক	সদস্য
ঙ) ফারজানা নাজনীন তুলতুল, উপপরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	সদস্য
চ) মো. আজহার হোসেন, উপপরিচালক	সদস্য
ছ) ফারহানা সাঈদ, উপপরিচালক	সদস্য সচিব

সম্পাদনা পরিষদ

নারায়ণ চন্দ্র সরকার, সচিব	সম্পাদক
ফারহানা সাঈদ, উপপরিচালক	সহযোগী সম্পাদক

কপিরাইট

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

প্রকাশনা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd
পিএবিএক্স: ০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮; ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd
হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

ডিজাইন ও প্রিন্ট

ক্রিয়েটিভ মিডিয়া লিমিটেড

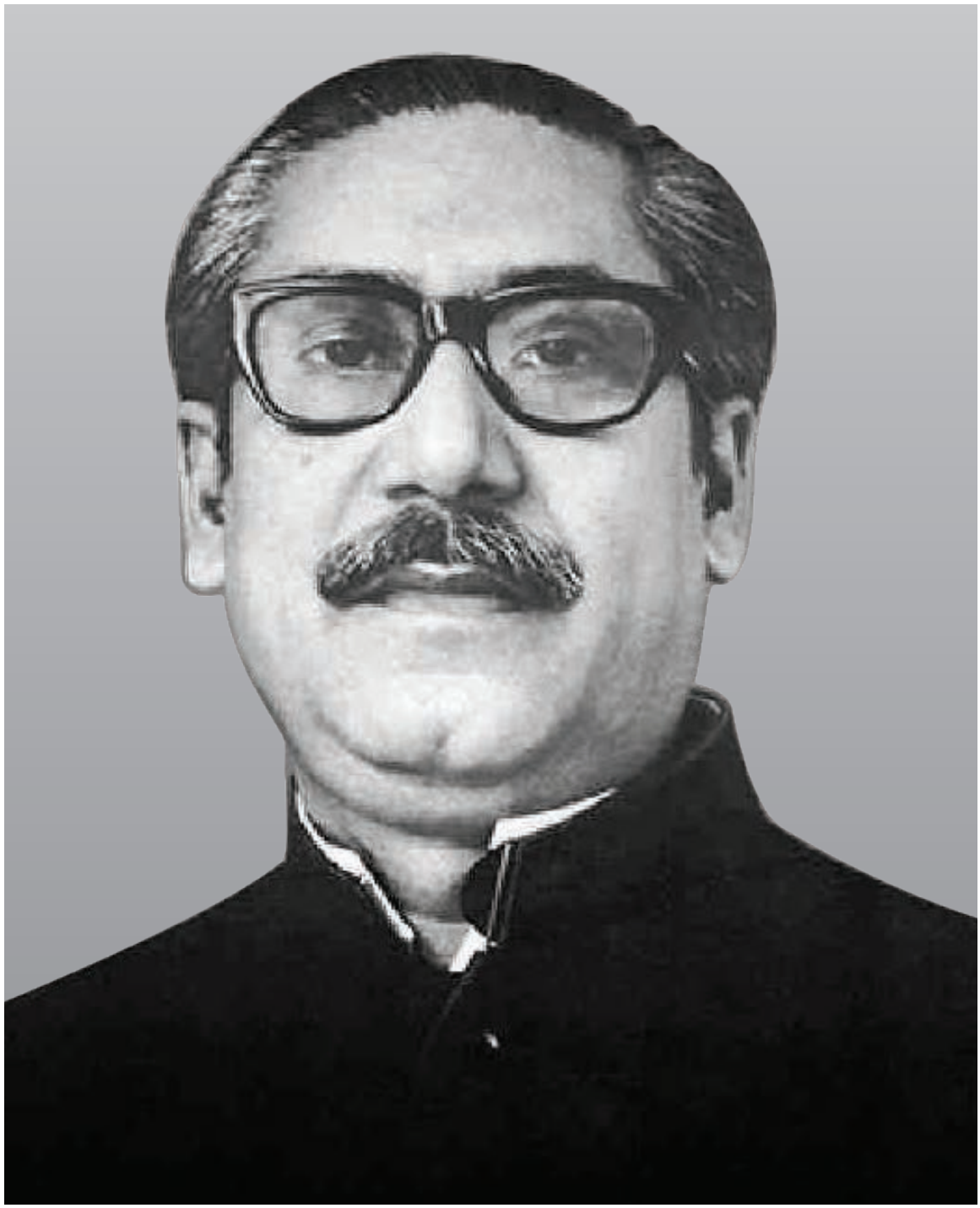

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে নবগঠিত কমিশনের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন

মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সাথে নবগঠিত কমিশনের সৌজন্য সাক্ষাৎ

সূচিপত্র

চেয়ারম্যানের প্রাক্‌কথন ০৯

সার্বক্ষণিক সদস্যের বার্তা ১১

সম্পাদকীয় ১৩

পরিচালকদ্বয়ের নিবন্ধ ১৫

সারসংক্ষেপ ১৯

অধ্যায় ১ : ২২
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিচিতি

অধ্যায় ২ : ২৮
২০২২ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন

অধ্যায় ৩ : ৩২
অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা

অধ্যায় ৪ : ৬০
২০২২ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

অধ্যায় ০৫ : ৭৪
কমিশনের বর্তমান প্রতিবন্ধকতা এবং আগামীর পথচলা

সংযুক্তি:

০১: কমিশনের সদস্যবৃন্দের নাম, টেলিফোন ও ইমেইলের তালিকা ৭৭
০২: কর্মকর্তাদের নাম, টেলিফোন ও ইমেইলের তালিকা ৭৮
০৩: কমিশনের অর্গানোগ্রাম ৭৯
০৪: বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহের তালিকা ৮০
০৫: পূর্বতন কমিশনারবৃন্দ ৮১
০৬: জেলা কার্যালয়সমূহ ৮২
০৭: তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৮৩
০৮: ফটো গ্যালারী ৮৪

চেয়ারম্যানের প্রাক্‌কথন

মানবাধিকার শব্দটি শাশ্বত। ন্যায্য দাবীর প্রকাশই অধিকার। মানব শিশুর জন্মগত অধিকারের স্বীকৃতিই পৃথিবী কর্তৃক তাকে স্বাগত জানানো। তাই জন্মের পরই শিশুর কান্না খাবার ও যত্নের অধিকারের দাবীতে। চলাফেরার জন্য হাত পা ছোড়া থেকে একটু বড় হয়ে কথা বলা এবং ক্রমেই অধিকার অর্জনের জগতে তার প্রবেশ। যা কবি সুকান্তের ভাষায় "যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে তার মুখে খবর পেলুম সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক।" তাই মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে অধিকারের নিবিড় সম্পর্কের কারণেই 'মানবাধিকার' সর্বজনীন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবাধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায়, যা ১৯৪৮ সালে ৩০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনায় সুনির্দিষ্ট করা হয়। ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন একটি সেমিনারের মাধ্যমে ধরণের প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ও কার্যাবলী সম্পর্কে একটি খসড়া নীতিমালা তৈরী করে। পরবর্তীতে খসড়াটি তৎকালীন জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন ও সাধারণ পরিষদ অনুমোদন করে। সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে এ ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯১ সালে প্যারিসে মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিষয়ে প্রথম কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, গঠন ও কার্যপ্রণালী বিষয়ে বিস্তারিত নীতিমালা তথা 'প্যারিস নীতিমালা' গৃহীত হয়। প্রকৃতপক্ষে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠান হচ্ছে একটি স্বাধীন সংস্থা, যা মানুষের পাশে দাঁড়ায়, মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষায় সরকারের বাধ্যবাধকতা পূরণে সরকারকে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপরিশ ও দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এজন্য জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলত "পরামর্শ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান" হিসেবে অভিহিত করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বা সংবিধানের মাধ্যমে এ ধরণের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের ১২০টি দেশে ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং নিয়োজিত রয়েছে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ওয়াচডগ হিসেবে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতিবিদদের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি রাষ্ট্রনীতি ও জাতিগত বৈষম্য ও দমননীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠী ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পরিবর্তে নব্য ঔপনিবেশিক শাসনে পতিত হয়েছে। উপনিবেশ হিসেবে ইংরেজ শাসকরা এ অঞ্চলে যত না মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি ও ব্যাপকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা বাঙালিরা শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছে। তাই, ১৯৭১ সালে

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে প্রবর্তিত ও গৃহীত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনবদ্য দলিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়: "বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতা, মানবসত্তার মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।" পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে প্রনীত সংবিধানেও সমসাময়িক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ধারণার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এরই ধারাবাহিকতায় মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইনের শাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার মর্যাদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯" দ্বারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়।

১০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ মানবাধিকার দিবস উদযাপনের মাধ্যমে আমরা ৬ষ্ঠ কমিশন দায়িত্বভার গ্রহণ করি। বর্তমান কমিশনের সকল সদস্য মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞ এবং কমিশনের মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নবগঠিত কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষায় আরও কার্যকর ভাবে কাজ করার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশের মানুষকে মানবাধিকারের বিষয়সমূহে সচেতন করা ও সমাজে মানবাধিকার সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে যেখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে, কমিশন সোচ্চার থাকবে। আমার বিশ্বাস, নবগঠিত কমিশনের সদস্যগণ নিজেদের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের মানুষের অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে সমর্থ হবেন। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর নাগরিক সমাজ, জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ ও গণমাধ্যমের বিশিষ্ট সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করে আমাদের অগ্রাধিকার নির্ণয় করছি। ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় আমরা পরিদর্শন এবং রাঙ্গামাটিতে গনশুনানি সম্পন্ন করেছি। বান্দরবানের লামা উপজেলায় ম্রো জাতিসত্তার মানুষদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনায় ক্ষোভ এবং শংকা প্রকাশের পাশাপাশি ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করেছে কমিশন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাতকড়া ও ডাণ্ডা বেড়ি পরা অবস্থায় মায়ের জানাজা পড়ানোর ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য এ ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও ভবিষ্যতে এধরনের কাজে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণে যত্নবান হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে কমিশন। এছাড়াও, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আইনি সহায়তায় চট্টগ্রামে ডায়ালাইসিস ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া মুস্তাকিমকে বিজ্ঞ আদালত হতে জামিনে মুক্ত করে কমিশন।

আমরা জানি, বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের মূল চেতনা জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র যা পরবর্তীকালে সংবিধানের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকার। সম্প্রতি কিছু কুচক্রী মহল দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে প্রতীয়মান। যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এসব ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তি প্রদান করা না হলে এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। উক্ত ঘটনায় যে বা যারা জড়িত থাকুক তাদের অনতিবিলম্বে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি কমিশন আহ্বান জানায়।

পরিশেষে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গণমাধ্যমসহ সকল অংশীজনের সঙ্গে অংশীদারত্বমূলক সম্পর্কে বিশ্বাস করে। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক বা সেরিমনিয়াল প্রতিষ্ঠান নয়, যে কোন প্রকারের দীর্ঘসূত্রীতা অতিক্রম করে কমিশন মানুষের অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে আরো জোরালো ভূমিকা রাখতে চায়। সেলক্ষ্যে সকলের সহযোগিতায় কমিশন তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

সার্বক্ষণিক সদস্যের বার্তা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ২২ (০১) অনুচ্ছেদ অনুসারে ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে আমরা আনন্দিত। এবছর কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নবনিযুক্ত সদস্যগণ মানবাধিকার সুরক্ষায় তাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আরও বৃহৎ পরিসরে মানবাধিকার সুরক্ষায় অবদান রাখতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

মানবাধিকার সর্বজনীন। এ অধিকার কেউ কখনো কেড়ে নিতে পারেনা। মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনস্বরূপ মানবাধিকার সংক্রান্ত ০৯ টি কনভেনশনের মধ্যে ০৮ টিতে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত ছিলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে, "আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে"। এই লক্ষ্য পূরণের অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে।

এবছর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বেশ কিছু ঘটনায় কমিশনের পদক্ষেপ বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কমিশনের ইতিহাসে প্রথমবারের মত গঠিত নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গঠিত ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত এবং তার আলোকে সুপারিশসমূহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষার্থীদের মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে মানবাধিকার বিষয়ক অনলাইন কোর্স চালু করা হয়েছে। ২০২২ সালে পূর্ববর্তী বছরে জের এবং বছরওয়ারী গৃহীত অভিযোগসহ মোট ৯৬২টি অভিযোগের মধ্যে ৫৯৮টি (৬২%) অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসনে সংশ্লিষ্টদের করণীয় বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন, সরকারের সচিবদের সাথে মানবাধিকার বিষয়ক মতবিনিময় সভাসহ বিভিন্ন এডভোকেসি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি, অনলাইনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভার মাধ্যমে দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণে বিভিন্ন ধারণার আদান-প্রদান ঘটেছে। এসব আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

অভিযোগ দায়ের হতে নিস্পত্তি পর্যন্ত প্রক্রিয়াসমুহ দ্রুত ও সহজ, সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য কমিশন ডিজিটাল কমপ্লেইন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, এর মাধ্যমে কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে। পরিশেষে, আমি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সকল সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনকে তাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ সেলিম রেজা

সম্পাদকীয়

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। কমিশনের কার্যপ্রবাহের অংশ হিসেবেই বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতি বছর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় সমীপে উপস্থাপনে কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত। মাননীয় চেয়ারম্যান এবং মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্যের দিকনির্দেশনা এই প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রতিবেদনের সার্বিক কাঠামো রচনায় পূর্ববর্তী বছরগুলোর অবয়ব- কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম (কমিশনের পরিচিতি)এবং পঞ্চম (প্রতিবন্ধকতা এবং উত্তরণের উপায়) অধ্যায় রচনার ক্ষেত্রে খুব বেশি পরিবর্তন সাধন করা হয়নি যেহেতু কমিশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং কার্যাবলী অপরিবর্তনীয় এবং কমিশনের অনেক প্রতিবন্ধকতাই এখনও রয়ে গেছে। তবে, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের তথ্যসমূহ সম্পূর্ণ নতুন এবং উক্ত অধ্যায়সমূহই ২০২২ সালের কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর প্রতিফলন। অনেকেরই বিশেষত মানবাধিকার কর্মী এবং সাংবাদিকগণের বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিশনের মতামত জানার আগ্রহ বেশি থাকে; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের ২০২২ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতির একটি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনার একটি বিস্তারিত প্রতিফলন রয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

এবছর মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ- এর নেতৃত্বে ষষ্ঠ কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ২০২২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর মাসে ৫ম কমিশনের মেয়াদ শেষ হয় এবং ০৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত কমিশন শুন্য থাকে। ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস উদযাপনের মাধ্যমে নবগঠিত কমিশন যাত্রা শুরু করে। তাই, এই প্রতিবেদনে দুই কমিশনের কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে মূল্যবান দিক- নির্দেশনা প্রদান করায় আমি মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য এবং অবৈতনিক সদস্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তথ্যসমূহ প্রাপ্তিতে আমাকে আমার সহকর্মীগণ সহযোগিতা করায় তাদের সকলের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের যে সকল কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ ২০২২ সালে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে সকল কার্যক্রম নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করেছেন তাদের প্রত্যেককে এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নারায়ণ চন্দ্র সরকার
সচিব
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আইনী লড়াই

২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনের ১২ (দ) ধারা বলে কমিশন অসহায় দরিদ্র আবেদনকারীদের বা কমিশন মনে করিলে স্বেচ্ছায় ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে কোন পক্ষকে কমিশনের প্যানেলভুক্ত আইনজীবী নিয়োগ করিয়া সহায়তা করিতে পারেন। কমিশন আইনের ৩(২) ধারার ক্ষমতা বলে কমিশন নিজে "ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে" তেমনিভাবে কমিশন আইনের ১৯(৬) ধারা বলে "মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় বা আইনগত কার্যধারায় পক্ষ হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকার কমিশনের আছে" অর্থাৎ কমিশন ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে কোন আবেদনকারী বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করিয়া সহায়তা দান, কমিশন নিজে বাদী হইয়া আদালতে মামলা দায়ের বা মানবাধিকার লঙ্ঘন জনিত ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় পক্ষভুক্ত হইয়া আইনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন। অপরদিকে কমিশন এর কোন আদেশ দ্বারা বা কর্ম দ্বারা বা আচরণে কেউ ক্ষুব্ধ হইলে সেই সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

বর্তমান কমিশন দায়িত্ব গ্রহণের পরে দুস্থ-অসহায় ব্যক্তিদের মানবাধিকার লঙ্ঘন হইলে তাহাদের আইনী লড়াই করিবার জন্য কমিশন নিজ খরচে কমিশনের প্যানেলভুক্ত আইনজীবী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গত ১০.০১.২০২৩ ইং তারিখে চট্রগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে কিডনি ডায়ালাইসিস এর ফি বাড়ানোয় রোগী ও তাদের স্বজনরা প্রতিবাদ করেন এবং হাসপাতালের ফটকের সামনে কবি ফজলুল কাদের সড়ক অবরোধ করেন। তখন পুলিশ আসিয়া তাহাদের বাঁধা দেন এবং মারধর করিয়া তাহাদের ছত্রভঙ্গ করেন। কিডনি রোগী নাসরিন আকতারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলে মোস্তাকিমকে সরকারী কাজে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করিয়া চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানায় একটি মামলা রুজু করেন। বিষয়টি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে তিনি সাথে সাথে ঐ আসামীকে কমিশনের আইনজীবী নিয়োগ এর মাধ্যমে জামিনে মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেন। সেই মতে কমিশনের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হয় এবং আসামী মোস্তাকিমকে বিজ্ঞ আদালত হইতে জামিনে মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পূর্বেও ভুল নামে জেলে থাকা আসামীকে কমিশন আইনজীবী নিয়োগের মাধ্যমে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। বর্তমান কমিশন গত ১০.১২.২০২২ ইং তারিখে দায়িত্ব গ্রহণের পর হইতে এযাবৎ ৬টি মামলায় প্রার্থী পক্ষে আইনী লড়াই এর জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হইয়াছে। অনেক দরখাস্তকারীকে সরকারী খরচে আইনী সেবা গ্রহণের জন্য জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

কমিশন আইনী সহায়তা দিলেও কমিশনের বিরুদ্ধেও মামলা হইতে পারে। "মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন সংস্থা" নামে একটি বেসরকারী সংগঠন মানবাধিকারের নাম নিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ আত্মসাৎ করিলে

কমিশনে খুলনা ১৫৭/২০১৬ নং অভিযোগ দাখিল হয়। কমিশন অভিযোগটি আমলে লইয়া খুলনা জেলা প্রশাসককে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট প্রদান করিতে বলিলে জেলা প্রশাসক অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত উভয় পক্ষকে শ্রবণ করতঃ ঘটনার সত্যতা পাইয়া কমিশনে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করেন। উক্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পরে কমিশনের তিন সদস্য বিশিষ্ট গঠিত বেঞ্চ গত ১৯.০৯.২০২১ ইং তারিখের আদেশে সংস্থাটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের জন্য সুপারিশ করেন। উক্ত সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে "যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমুহের পরিদপ্তর" গত ১৬.০১.২০২২ ইং তারিখে পত্রযোগে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিয়া কমিশনকে পত্র মারফৎ অবগত করেন। উক্ত রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া অভিযুক্ত সংস্থাটি মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রিট মামলা নং ৬৮৭৬/২০২২ দায়ের করেন, যেখানে কমিশনের চেয়ারম্যানকে ২ নং প্রতিপক্ষ করা হয়। কমিশন উক্ত রীট মামলাটি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। মানবাধিকার সুরক্ষা করা যেমন কমিশনের দায়িত্ব তেমনিভাবে কেউ যেন মানবাধিকারের নামে মানুষের সহিত প্রতারণা করিতে না পারে তাহা প্রতিহত করাও কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব।

"বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন" নামে একটি সংস্থা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নামের সাথে মিল থাকায় দেশে-বিদেশে নিজেদের সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কমিশন মনে করাইয়া প্রতারণা শুরু করিলে তাহা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি গোচর হয়। তখন কমিশন দেশের সাধারণ মানুষকে প্রতারণার হাত হইতে বাঁচানোর জন্য এবং বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি যাহাতে ক্ষুন্ন না হয় সেই জন্য কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সংস্থাটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিলে এবং বাতিল করার জন্য নোটিশ প্রদান করিলে সংস্থাটি মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে দুইটি রীট মামলা দায়ের করেন। আবার উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রতারণার বিষয়গুলি মাননীয় হাইকোর্ট এর দৃষ্টিতে আনয়নের জন্য জনৈক বিজ্ঞ আইনজীবী মোঃ আবু হানিফ একটি রীট পিটিশন দায়ের করেন। উক্ত রীট পিটিশন তিনটির মধ্যে ৫৩৪৫/২০২০ এ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে ১১ ও ১৪ নং প্রতিপক্ষ করিলেও অপর দুইটিতে কমিশনকে পক্ষভুক্ত করা হয় নাই। কমিশন উক্ত রীট পিটিশন দুইটির বিষয়ে অবহিত হইয়া জনস্বার্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রয়োজন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং বিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগের মাধ্যমে কমিশন ইতোমধ্যেই পক্ষভুক্ত হইয়াছে।

রাজারবাগের ভন্ডপীর দিল্লুর রহমান এর বিরুদ্ধে মানুষকে হয়রানী ও সম্পদ আত্মসাতের জন্য মুরিদ/ভক্তদের ব্যবহার করিয়া সারা দেশে বিভিন্ন ধরনের হয়রানীমূলক মামলা প্রদান করেন মর্মে সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় খবর প্রচারিত হইলে তাহা কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং কমিশন নিজে তাহা তদন্তের সিদ্ধান্ত নেন। তদন্তকালে তদন্ত কমিটি ঘটনার সত্যতা পাইয়া কতিপয় সুপারিশসহ কমিশন বরাবর রিপোর্ট প্রদান করিলে কমিশন উক্ত রিপোর্ট পর্যালোচনাপূর্বক গ্রহণ করিয়া রিপোর্টটি কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিলে উক্ত তদন্ত রিপোর্টের দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া কতিপয় ব্যক্তি রিপোর্টটি কমিশনের ওয়েবসাইট হইতে অপসারণের জন্য মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে কমিশনকে প্রতিপক্ষ করিয়া তিনটি রীট পিটিশন দায়ের করেন। কমিশন ইতোমধ্যেই উক্ত রীট মামলা তিনটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করে। অর্থাৎ জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষায় কমিশন দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিয়া সকল স্তরে কার্যকর ভূমিকা রাখার চেষ্টা করিয়া যাইতেছে। মানবাধিকার বিষয়ে জনগণ/প্রশাসনকে সচেতন করা হইতেছে। সেই সাথে মানবাধিকারের নামে কেউ যাহাতে কাহারো সহিত প্রতারণা করিতে না পারে সেই বিষয়েও সচেতনতা সৃষ্টিসহ জোরালো আইনী পদক্ষেপ চলমান। মানবাধিকারের প্রশ্নে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত করিতে মানবাধিকার কমিশনের সক্রিয় অংশগ্রহণ অব্যাহত আছে। বাংলাদেশ সরকারসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহায়তায় এবং কমিশনের দৃঢ় পদক্ষেপে বাংলাদেশের মানুষের মানবাধিকার কাঙ্খিত মানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।

মোঃ আশরাফুল আলম
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
জেলা ও দায়রা জজ

মানবাধিকার উন্নয়ন ও ইউপিআর

ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিও (ইউপিআর) হল একটি অনন্য প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জাতিসংঘের ১৯৩ টি সদস্য রাষ্ট্রের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। এই পর্যালোচনার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করার মাধ্যমে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। বর্তমানে ইউপিআর ব্যতীত এ ধরনের অন্য কোন সর্বজনীন প্রক্রিয়া বিদ্যমান নেই। এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল সমগ্র বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘন মোকাবেলা করা ও সর্বত্র মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন করা। জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে এই ইউপিআর প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়। এটি ২০০৬ সালের ১৫ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে চালু হয়। যা স্বয়ং হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল গঠন করে, যার সদস্য সংখ্যা ৪৭ টি রাষ্ট্র। এই প্রক্রিয়ায় প্রতি চার বছরে একবার জাতিসংঘের ১৯৩ টি সদস্য রাষ্ট্রের মানবাধিকার রেকর্ড অন্য সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। ইউপিআর সম্পর্কিত ওয়ার্কিং গ্রুপ (৪৭ টি সদস্য রাষ্ট্র) এই প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করে।

ইউপিআর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সকলের মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। রাষ্ট্রসমূহকে তাদের মানবাধিকারের অঙ্গীকার ও বাধ্যবাধকতা পূরণে উৎসাহিত ও সহায়তা করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সুশীল সমাজের সংগঠন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠনগুলি স্বতন্ত্র বা যৌথভাবে ২০০৯ সালের প্রথম সাইকেল/চক্র ইউপিআর থেকে শুরু করে ২০১৩ সালে দ্বিতীয় ও ২০১৮ সালে তৃতীয় ইউপিআর এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। বাংলাদেশের ইউপিআর রিভিউ এর প্রথম চক্রে ৪২ টি, দ্বিতীয় চক্রে ১৬১ টি এবং তৃতীয় চক্রে ২৫১ টি মানবাধিকার বিষয়ক সুপারিশ করা হয়। যার মধ্যে বেশির ভাগই বাংলাদেশ সমর্থন করে ও সামাজিক ও ধর্মীয় স্পর্শকাতর বিষয়ক কিছু সুপারিশ বাংলাদেশের সমর্থন পায় না। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন শুরু থেকেই ইউপিআর প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত আছে এবং রাষ্ট্র, সুশীল সমাজের সংগঠন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। এক্ষেত্রেও হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল কর্তৃক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনায় প্রদানকৃত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রাষ্ট্রকে সর্বাধিক সংখ্যক সুপারিশ সমর্থনের যুক্তি প্রদান ও সুপারিশ প্রদান করে। যার ফলে দেখা যায়, ইউপিআর ওয়ার্কিং গ্রুপ এর চুড়ান্ত রিপোর্টে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ সমর্থন করে।

আমরা মনে করি, ইউপিআর সম্পর্কিত অন্যান্য সম্পৃক্ততাসহ এই ধরণের এডভোকেসি বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে ও সকলের মানবাধিকার সুরক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন UPR Info নামক একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রি-সেশনে যোগদান করে যার ফলে জেনেভায় অবস্থিত বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে

ভারসাম্যপূর্ণ একটি চিত্র পেয়ে থাকে। UPR Info আয়োজিত সেশনে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথেও মতবিনিময় করার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং কমিশন তার বক্তব্য উপস্থাপন করে। মানবাধিকার উন্নয়নে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পৃক্ততা।

আমরা মনে করি, মানবাধিকার উন্নয়নে শুধুমাত্র ইউপিআর নয় বরং SDG's (যার ৯২% ভাগ মানবাধিকারের মানদন্ডের সাথে সম্পৃক্ত) এবং রাষ্ট্রের কর্মপরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই কর্মপরিকল্পনা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সক্রিয়ভাবে মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ ও দীর্ঘমেয়াদে মানবাধিকার বিষয়ক অ্যাডভোকেসিতে সহায়তা করবে।

পরিশেষে বলতে চাই, আমরা আশা করি ইউনিভার্সল পিরিওডিক রিভিও (ইউপিআর) সকলের মানবাধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

কাজী আরফান আশিক
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সারসংক্ষেপ

'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯' অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ উপস্থাপন করা হয়। এবছর ২২শে সেপ্টেম্বর ৫ম কমিশন ০৩ বছর মেয়াদ শেষ করে এবং ১০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ মানবাধিকার দিবস উদযাপনের মাধ্যমে নবগঠিত ৬ষ্ঠ কমিশন দায়িত্বভার গ্রহণ করে। নবগঠিত কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা এবং অবৈতনিক সদস্যবৃন্দ হলেন মোঃ আমিনুল ইসলাম, ড. বিশ্বজিৎ চন্দ, কংজরী চৌধুরী, ড. তানিয়া হক, কাওসার আহমেদ। প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও কমিশন তার প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বগুলো পালনে সচেষ্ট ছিল। এই প্রতিবেদনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০২২ সালের সার্বিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষত এই প্রতিবেদনে জনগণের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসহ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ বছরেও বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও), সুশীল সমাজ, শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং অধিকার অর্জনের উপায় নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে গোলটেবিল বৈঠক, সেমিনার-কর্মশালা ও দেশব্যাপী রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকারি-বেসরকারি দপ্তর ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে ১২টি থিমেটিক কমিটি পুনর্গঠন করেছে। মাননীয় চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনায় যথাক্রমে ফুলবেঞ্চ, বেঞ্চ-০১, বেঞ্চ-০২ ও আপোষ বেঞ্চ শিরোনামে চারটি বেঞ্চ পুনর্গঠন করেছে। এবছরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল মানবাধিকার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার লক্ষ্যে অনলাইন মানবাধিকার কোর্স চালুকরণ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধকল্পে গঠিত ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটির সুপারিশসমূহ সরকারের নিকট প্রেরণ।

সর্বোপরি, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২- এ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিস্তৃত কার্যক্রমের অধ্যায় ভিত্তিক সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হলো:

অধ্যায়-১: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিচিতি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গঠন, পটভূমি, সদস্যবৃন্দের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও কমিশনের ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় স্বদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবাধিকারের সংগ্রামের ফসল হিসেবে; এই ফসল ফলিয়েছেন আমাদের জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতা, মানবসত্তার মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়। আর এগুলোর সমষ্টিই মানবাধিকার। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র দশ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত ৩০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকারের দর্শনের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে।

দেশ ও দেশের বাইরের সুশীল সমাজ এবং স্টেকহোল্ডারদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্যারিস নীতির আলোকে নারী-পুরুষ, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের আলোকে ভারসাম্যপূর্ণ

একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এক দশক আগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়। এছাড়াও এই অধ্যায়ে কমিশনের ম্যাণ্ডেট, এজেণ্ডা, বিষয়ভিত্তিক থিমেটিক কমিটিসমূহের বিবরণ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম ও কর্ম কৌশলসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায়-২: ২০২২ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন

বাংলাদেশ এবছরও জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। এ পর্যন্ত পাঁচবার বাংলাদেশ এই সদস্যপদ অর্জন করেছে, যা নিঃসন্দেহে দেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। ২০২২ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হলেও রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে। এই অধ্যায়ে ২০২২ সালের বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ইস্যুভিত্তিক উপস্থাপনা, যেমন- রোহিঙ্গা সংকট, বিচার-বর্হিভূত হত্যাকান্ড, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু, নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ, শিশুর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা, দলিত, হিজড়া, প্রতিবন্ধি ব্যক্তিসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায়-০৩: অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা

মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক অভিযোগ ও তদন্ত কার্যক্রম সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ ও তদন্ত কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট ও তথ্য বহুল বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত, সাধারণ মানুষের মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ব্যাপক প্রচারের কারণে বিগত কয়েক বছরে দায়েরকৃত অভিযোগের পরিমাণ এবং সেগুলোর নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ্যযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক অভিযোগ দাখিলের নির্দিষ্ট ফরম রয়েছে; এছাড়া পত্র, ইমেইল, টেলিফোন, ফ্যাক্স ও কমিশনের হেল্পলাইন নম্বর ১৬১০৮ এ ফোন করেও অভিযোগ করা যায়। পাশাপাশি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রাপ্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় কমিশন চেয়ারম্যান সুয়োমোটো অভিযোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেন এবং সে মতে সুয়োমোটো গ্রহণ করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন সংবাদ মাধ্যম/সংবাদ সংস্থায় প্রকাশিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়মিতভাবে পরিবীবক্ষণ করা হয়। প্রায় ১৬টি গণমাধ্যম হতে সংগৃহিত তথ্য উপাত্তের সমন্বয়ে মাসিক/বার্ষিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। ২০২২ সালে পূর্ববর্তী বছরে জের এবং বছরওয়ারী গৃহীত অভিযোগসহ মোট ৯৬২টি অভিযোগের মধ্যে ৫৯৮টি (৬২%) অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়। ২০২২ সালের সর্বমোট চলমান ৩৬৪টি নথির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ২০১২ সালের ০১ টি, ২০১৩ সালের ০৬টি, ২০১৪ সালের ০৪টি, ২০১৫ সালের ০৪টি, ২০১৬ সালের ০৫টি, ২০১৭ সালের ০৮টি, ২০১৮ সালের ১৬টি, ২০১৯ সালের ১৮টি, ২০২০ সালের ১৮টি, ২০২১ সালের ৩৮টি এবং ২০২২ সালের ২৪৬টি।

অধ্যায়-৪: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০২২ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯ অনুসারে কমিশনের যেসব দায়িত্ব রয়েছে তা সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার বিষয়টি এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। ২০২২ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গঠিত ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটির প্রতিবেদন দাখিল এবং কমিটির সুপারিশসমূহ সরকারের নিকট প্রেরণ। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে শান্তিপূর্ণ

প্রত্যাবাসনে সংশ্লিষ্টদের করণীয় বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন, সরকারের সচিবদের সাথে মানবাধিকার বিষয়ক মতবিনিময় সভাসহ বিভিন্ন এডভোকেসি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। এছাড়াও, কমিশনের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে অনলাইন মানবাধিকার কোর্স চালু করা হয়। পাশাপাশি, অনলাইনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভার মাধ্যমে দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণে বিভিন্ন ধারণার আদান-প্রদান ঘটেছে। এসব আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিশনের ভবিষ্যত কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট করা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার কাজটি কমিশন করে চলেছে, তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাবে এ অধ্যায়ে।

অধ্যায়-৫: কমিশনের বর্তমান প্রতিবন্ধকতা ও আগামীর পথচলা

এই অধ্যায়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাফল্যের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাসমূহের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। অনেকগুলো সাফল্য অর্জন সত্ত্বেও, কমিশন বেশকিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, এরমধ্যে অন্যতম হলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিদ্যমান আইন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে কার্যকর ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্যারিস নীতিমালার আলোকে একে সংশোধন করা জরুরি। এছাড়া অপ্রতুল জনবল, সম্পদ এবং উপকরণের অভাবও বিদ্যমান। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনে প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে যা বলা হয়েছে আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে তা যথাযথভাবে চর্চা করা যাচ্ছে না। কমিশন মনে করে যে, বাংলাদেশের মত একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, যেখানে বহু ধর্মের, বহু ভাষার এবং নৃ-গোষ্ঠীর সহাবস্থান রয়েছে, সেখানে সকলের মানবাধিকার সুরক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কমিশন তার সীমিত সম্পদ দিয়ে নীতি বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে যৌথ উদ্যোগে এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের চেষ্টা করছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে যৌথ প্রচেষ্টায় কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব সফলভাবে পালনের ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ী। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিশ্বাস করে যে, এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সরকার, উন্নয়নসহযোগী, স্টেকহোল্ডার কমিশনের ২০২২ সালের অর্জনগুলো সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও সামগ্রিক ধারণা পাবে। পাশাপাশি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আগামী পথ-পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারবে।

অধ্যায়ঃ ১

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিচিতি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিচিতি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি:

আমাদের প্রিয় স্বদেশ 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবাধিকারের সংগ্রামের ফসল হিসেবে। আর এই ফসল ফলিয়েছেন জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতা, মানবসত্তার মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়। আর এগুলোর সমষ্টিই হল মানবাধিকার। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত ৩০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকারের দর্শনের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে। এছাড়াও, আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, 'আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে'। যদিও মানবাধিকারের ধারণা ও আদর্শ ১৯৭২ সালেই বাংলাদেশের সংবিধানে সঠিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল তবুও দেশে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণে যথেষ্ট দীর্ঘ সময়ই লেগে গিয়েছিল।

বর্তমান সরকারই ১৯৯৬ সনে তাদের যুগান্তকারী রাজনৈতিক উত্থানের পর দেশে একটি মানবাধিকারের পরিবেশ সৃষ্টি এবং পূর্বসূরীদের অনুসৃত বিচারহীনতার সংস্কৃতি তিরোহিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করতে পেরেছিলেন। জাতীয় নির্বাচনে কষ্টার্জিত গৌরবময় বিজয় অর্জনের পর নতুন সরকারকে অসংখ্য কর্মোদ্যোগ গ্রহণের ভার বহন করতে হয়েছে। সেগুলো ছিল গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন করা, প্রশাসন যন্ত্র ও কর্ম-পদ্ধতিসমূহের পুনর্বিন্যাস এবং দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচি সমূহের পরিমার্জন ও পুনর্গঠন। এছাড়াও, সরকার সমাজে একটি ব্যাপক-ভিত্তিক মানবাধিকারের সংস্কৃতি বিনির্মানে মনোনিবেশ করেন। তদনুসারে, একটি কমিশন গঠনের জন্য ১৯৯৮ সনে ইউএনডিপির সহায়তায় একটি খসড়া আইন প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু কমিশন গঠনের বিষয়টি দীর্ঘসময় পর্যন্ত অপেক্ষমান ও বিবেচনাধীন থাকে। অবশেষে ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৭ জারীর মাধ্যমে একটি কমিশনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১ ডিসেম্বর ২০০৮ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন কার্যারম্ভ করে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কেবল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমেই পূর্ণ অবয়বে সৃষ্ট হয় এবং বেশিরভাগ জনগণের দৃষ্টিগোচর হয়। আইনটির দ্বারা বলীয়ান হয়ে ২০১০ সালের জুন মাসে কমিশন পূর্ণশক্তিতে কার্যারম্ভ করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর অধীনে দ্বিতীয় কমিশন ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত দু'মেয়াদে কাজ করে। চতুর্থ কমিশন আগস্ট ২০১৬ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে। পঞ্চম কমিশন ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ যাত্রা শুরু করে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে। বর্তমান কমিশন হচ্ছে ষষ্ঠ কমিশন যেটি ১০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ মানবাধিকার দিবস উদযাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। কমিশন একজন চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক সদস্য ও অন্যান্য ৫ জন অবৈতনিক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত।

রূপকল্প

বাংলাদেশে মানবাধিকার সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আইনের শাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা।

কমিশনের অভীষ্ট লক্ষ্য

কমিশন আইনের অধীন কার্য পরিধির আলোকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে দেশব্যাপী একটি ব্যাপক-ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে কমিশনের অভীষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে-

- দরিদ্র, দুর্বল, প্রান্তিক ও ঝুঁকিগ্রস্থ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন, বৈষম্য, নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, সহিংসতা, পাচার ইত্যাদি প্রতিরোধ ও অন্যান্য ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা;
- শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষ করে শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, যৌন নিপীড়ন, সহিংসতা, পাচার, শিশু শ্রম, বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তি ইত্যাদি প্রতিরোধ;
- প্রতিবন্ধী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘুর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ধর্মীয় সংখ্যালঘু পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষ করে ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি;
- রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলা ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অ্যাডভোকেসি করা;
- সহিংসতা ও চরমপন্থা মোকাবেলা, মাদকাসক্তি, মাদক ব্যবসা এবং পাচার মোকাবেলায় অ্যাডভোকেসি করা;
- অভিবাসী কর্মীদের অধিকার বাস্তবায়নে অ্যাডভোকেসি করা;
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হয়রানি, নির্যাতন, হেফাজতে নির্যাতন ইত্যাদি সহিংসতা মোকাবেলায় অ্যাডভোকেসি করা;
- জলবায়ু পরিবর্তন, মানব-সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা মানবাধিকার লঙ্ঘনে ভূমিকা রাখে তার মোকাবেলায় অ্যাডভোকেসি করা;
- কর্পোরেট ও ব্যবসা ক্ষেত্রে মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বিশেষ করে কর্ম-পরিবেশ, নিরাপত্তা, কর্মীর অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করা;
- প্রবীণদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অ্যাডভোকেসি করা;
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাস্তবায়নে অ্যাডভোকেসি করা;
- সর্বোপরি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার সংস্কৃতি বিনির্মাণে জন-সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন সভা-সমাবেশ-সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা।

১.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ম্যান্ডেট

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনি ক্ষমতাবলেই দেশব্যাপী মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপকভাবে কাজ করার জন্য ম্যান্ডেট প্রাপ্ত। কমিশনকে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, আইনি কাঠামো, মানবাধিকার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও কনভেনশনসমূহ ইত্যাদি পর্যালোচনাসহ প্রচুর সংখ্যক বিষয়েই হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং সে কারণেই কমিশনের ম্যান্ডেট অনেক বিস্তৃত। কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ম্যান্ডেটগুলো নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায়:

১.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন ভূমিকা

নজরদারি: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সর্বাগ্রে তার নজরদারি ভূমিকায় অবতীর্ণ। কমিশনের প্রধান কাজই হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের উপর দৃষ্টি রাখা এবং দেশের বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতির ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও এর উপর গবেষণা করা।

অ্যাডভোকেসি: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, দাতা ও উন্নয়ন সহযোগী প্রভৃতির সাথে বিভিন্ন বিষয়ে অ্যাডভোকেসিতে লিপ্ত হয়, যার মূল উদ্দেশ্যই থাকে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি, জনমত গঠন এবং ক্ষেত্র বিশেষে সরকার ও কর্তব্য-সম্পাদনকারীদের উপর চাপ প্রয়োগ বা প্রভাব বিস্তার করা। কমিশন কর্তৃক সরকারের প্রতি সুপারিশ ও নির্দেশনা প্রেরণ এবং দেশের কল্যাণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট পরিস্থিতি তুলে ধরা, ব্যাখ্যা করা তথা সাহায্য-সহযোগিতার আহবান জানানোও অ্যাডভোকেসির পর্যায়ে পড়ে।

অনুঘটক: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন ইস্যুতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে একক প্রচেষ্টায় অথবা অংশীজনদের সাথে যৌথভাবে প্রভাব বিস্তারকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

অগ্রনায়ক: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকারের উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক ক্যাম্পেইনসমূহ পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে; নতুন ধারণা ও চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, বিশেষ বিষয়ে ও সময়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি জনসমক্ষে তুলে ধরে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কমিশনের প্রবণতাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক বা আলোচনাকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসা এবং মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কাউন্টারপার্ট বা আগন্তুকদের সাথে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় লিপ্ত হওয়া।

সেতুবন্ধ রচনা: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বহু স্টেকহোল্ডারদের জন্যই একটি সাধারণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। কমিশন অনেক ব্যক্তি ও সংগঠনকে মানবাধিকার ইস্যুতে একত্রে এক মঞ্চে নিয়ে আসে এবং এনজিও ও সুশীল সমাজের সাথে সরকারের একটি সেতুবন্ধ তৈরী করে দেয়, যাতে যৌথভাবে কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয়।

সমন্বয়কারী: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জনগণের দাবী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নীতি, আইন ও কনভেনশনের সাথে সমন্বয় করে আইনের সংস্কার বা নতুন আইনের খসড়া প্রস্তুতির উদ্যোগ গ্রহণ করে। কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে যৌথ প্রচেষ্টায় আইন সংস্কারে এগিয়ে আসে এবং বিভিন্ন সময়ে আইসিসিপিআর, আইসিইএসসিআর, ভিএডাব্লিউ, সিডো- এর নতুন অগ্রগতি বা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে।

পরিদর্শন: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের পেছনের মূল কারণ উদঘাটন এবং প্রকৃত পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য প্রায়শই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গঠন করে এবং মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন করে। কমিশন জেলখানা, কিশোর অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র, সেইফহোম, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদিসহ মানবাধিকার-বিরোধী অপরাধ সংঘটনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

মুখপাত্র: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সর্বদাই সোচ্চার কণ্ঠ। কমিশন মানবাধিকার ইস্যুতে সুনির্দিষ্ট দাবি পূরণে প্রয়োজনে আন্দোলন রচনায় এগিয়ে আসতে এবং ঐক্যবদ্ধ হতে অন্যান্য মানবাধিকার কর্মীদেরও অনুপ্রাণিত করে। মানবাধিকার ইস্যুতে কোন বিশেষ পরিস্থিতিকে পরিণতি প্রদানে কমিশন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং সময়ের দাবি অনুযায়ী আরব্ধ কাজে বিভিন্ন অংশীজন, মিডিয়া এবং সরকারকেও সম্পৃক্ত করে।

সহযোগী: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে যৌথভাবে কাজ করে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন এনজিও, সিএসও, সিবিও-দের সাথে যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ উদ্দেশে বিভিন্ন সংস্থার সাথে কমিশন এমওইউ স্বাক্ষর করে।

ভরসার জায়গা: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রায়শই জনগণের ভরসার জায়গায় পরিণত হয়। দরিদ্র এবং ঝুঁকিগ্রস্থ জনগণের জন্য কমিশন বিচার অন্বেষণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হতেই পারে। কমিশন জনগণের অধিকারকে সম্মান, সুরক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করায় সদা সচেষ্ট। জাহালম-এর মামলা তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদেছে এবং তারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্মরণাপন্ন হয়েছে বিচার প্রাপ্তির শেষ ভরসা হিসেবে। গণমাধ্যমে 'আসামি না হয়েও জেল খাটছেন ভুলনার সালাম ঢালী' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত আমলে নিয়ে বাগেরহাটের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তার মুক্তির জন্য আবেদন করে। এর প্রেক্ষিতে আদালত সালাম ঢালীকে মুক্তির আদেশ দেন।

১.৩ বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহ

- মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক আইন, চুক্তি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির বিষয়ে সুপারিশ প্রদান
- ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি
- প্রতিবন্ধি ব্যক্তি ও অটিজম বিষয়ক কমিটি
- শিশু অধিকার ও শিশু শ্রম বিষয়ক কমিটি
- ব্যবসা ও মানবাধিকার এবং কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বিষয়ক কমিটি
- জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটি
- প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার এবং মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটি
- মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত করার লক্ষ্যে ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত কমিটি
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি
- প্রবীণ অধিকার বিষয়ক কমিটি
- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটি
- অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক কমিটি

১.৪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম ও কর্মকৌশল

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার কর্ম-সম্পাদনের জন্য নিজস্ব কৌশলগত পরিকল্পনা অনুসরণ করছে; একটি বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা যাকে এখন বাৎসরিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) নামে অভিহিত করা হয়েছে তাতে অন্তর্ভূক্ত কাজগুলো নির্দিষ্ট অর্থ-বছরের (জুলাই-জুন) মধ্যে সম্পাদনের জন্য পূর্বেই প্রস্তুত করা হয়। কৌশলগত পরিকল্পনার অগ্রাধিকার এবং সমসাময়িক মানবাধিকার পরিস্থিতি ও সময়ের দাবি অনুযায়ী কমিশন যে কাজগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিবেচনা করে সেগুলোই বাৎসরিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কমিশনের কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখিত গুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে কিন্তু সেগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়:

- মানবাধিকার সম্পর্কিত ইস্যুগুলো পর্যালোচনা ও চিহ্নিত করা (মিডিয়া রিপোর্ট, বৈশ্বিক তুলনামূলক গবেষণা, আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন, ইউপিআর প্রতিবেদন, নাগরিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে);
- দেশের বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা;
- মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের তথ্যাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;
- আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক হয়রানি, অবৈধ আটক, হেফাজতে নির্যাতনসহ সকল ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রতিবাদ জানানো;
- মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে যেসব অভিযোগ কমিশনে দায়ের হয় সেগুলোর ওপর আইনি দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে তদন্ত ও অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করা;
- গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহ কমিশন স্বপ্রনোদিত অভিযোগ হিসেবে গ্রহণ করে;
- কোন কোন ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের পক্ষ হয়ে কাজ করা বা প্রয়োজনে উচ্চ আদালতে রিট দায়ের করা;
- ভুক্তভোগীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমঝোতা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে অভিযোগের নিস্পত্তি করা;
- দরিদ্র, ঝুঁকিগ্রস্থ ও ভুক্তভোগীদের আইনি সেবা প্রদান করা (আইনি সেবা সম্প্রসারনের জন্য সারা দেশে প্রতিটি জেলায় প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে);
- জেলখানা, সেইফহোম, কিশোর অপরাধ শোধনাগার, শিশু যত্ন-কেন্দ্র, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিসহ কর্পোরেট অফিস ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রতিকার চেয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ ও নির্দেশনাসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা;
- জনগণকে সচেতন ও আলোকিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক সভা, সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন করা:
- সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সংস্থা, দাতাগোষ্ঠী, মানবাধিকার কর্মী, এনজিও-সহ অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা এবং সরকারের সাথে তাদের সেতুবন্ধনে ভূমিকা রাখা;
- কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পুলিশ, আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহে অংশগ্রহণ করা;
- ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর)-এ অংশগ্রহণ করা এবং এ বিষয়ে সরকারের নিকট বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণ করা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উত্থাপিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া, যাতে সরকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পরিস্থিতির সাথে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে;
- মানবাধিকার বিষয়ে প্রকাশনা ও প্রচারণা (ডকুমেন্টারি, নিউজলেটার, বিশেষ প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রেস রিলিজ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি);
- মানবাধিকার ইস্যুতে আইন, নীতিমালা ইত্যাদির পর্যালোচনা, সংস্কার, নতুন আইনের খসড়া প্রণয়ন এবং সে উপলক্ষ্যে পরামর্শ সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন এবং সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ (কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যেই বৈষম্য বিলোপ আইন এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইনের খসড়া তৈরী করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে);
- মানবাধিকার বিষয়ক অনলাইন কোর্স এবং রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন ইত্যাদি।

অধ্যায়ঃ ২

২০২২ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন

২০২২ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন

করোনা ও ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক সংকটের কারণে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার পরিস্থিতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। দু'বছরের কোভিড ও কোভিড পরবর্তী রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে দেশে জিডিপি কমা, বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি তথা দৈনন্দিন নানা নিত্যপণ্যের মূল্য ক্রমবর্ধমান ছিল। তবে পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোসহ সারা পৃথিবীতে বেকারত্ব বা মুদ্রাস্ফীতি এখন তুঙ্গে। নানান চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে চলতি বছর বাংলাদেশ আগের চেয়ে চার ধাপ এগিয়ে ১২৯তম অবস্থানে রয়েছে। এছাড়া, পৃথিবীর ১২১টি দেশের ভেতর বাংলাদেশ কোভিড-১৯ টিকাদানের সাফল্যে পঞ্চম স্থান অধিকারী। এবছর প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনার বাংলাদেশ সফর করেন। হাইকমিশনার বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে সমালোচনার পাশাপাশি তা থেকে উত্তরণের জন্য কিছু সুপারিশও করেন। সেই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন ঘিরে মেরূকরণ এবং সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিতে সব পক্ষের মধ্যে আলোচনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। দেশের অভ্যন্তরে মানবাধিকার নিয়ে শত সমালোচনা সত্ত্বেও জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে ৫ম বারের মত সদস্য নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। পাশাপাশি, বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন, নারী ও শিশু মৃত্যু কমানো, খাদ্য, পানি ও স্যানিটেশনের পর্যাপ্ত সরবরাহ- এসকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রশংসনীয় অর্জন রয়েছে। এবছর বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের অন্যতম দুইটি মাইলফলক পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেলের উদ্বোধন করা হয়েছে; যা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম নিদর্শন। এতোসব ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি, নাগরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যা মানবাধিকার সুরক্ষার পথে অন্তরায়। এই অধ্যায়ে ২০২২ সালের বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হল:

২.১ রোহিঙ্গা সংকট

২০১৭ সালে মিয়ানমার থেকে যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি ব্যাপকভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ শুরু করে, তার ৫ বছর পূর্ণ হয়েছে এবছর। রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমারের গণহত্যার অভিযোগে গাম্বিয়ার মামলার বিরুদ্ধে যে আপত্তি তুলেছিল মিয়ানমার, সেগুলো খারিজ করে দিয়ে মামলা চলার পক্ষে রায় দিয়েছে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ বিচারিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস বা আন্তর্জাতিক বিচার আদালত। গণহত্যার অভিযোগে গাম্বিয়া মামলা করার পর অভিযোগ অস্বীকার করার পাশাপাশি কয়েকটি আপত্তি জানিয়েছিল মিয়ানমার সরকার। মিয়ানমারের দাবি ছিল, গাম্বিয়ার এই মামলা করার অধিকার নেই এবং এই আদালতের বিচার করার এখতিয়ার নেই। তবে দীর্ঘ শুনানির পর আদালতের রায়ে মিয়ানমারের সেসব আপত্তি খারিজ করে দেয়া হয়েছে। এর ফলে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে যে মামলা করেছে গাম্বিয়া, তার বিচারকার্য অব্যাহত থাকবে। এটাকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃঢ় প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে।

২০১৭ সালের পর থেকে প্রায় ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়ার ফলে দেশের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, যা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর হুমকি স্বরুপ। বর্তমানেও এ অবস্থার উত্তরণ ঘটেনি। এবছর বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম ইউনিয়নে তুমব্রু সীমান্তে মিয়ানমার থেকে আসা মর্টার শেলে কয়েকজন আহত হওয়ার ঘটনা সারাদেশে বেশ আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া, তমব্রু সীমান্তে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গোলাগুলিতে একজন নিহত হবার পর কয়েকবার গোলাগুলির ঘটনাও ঘটেছে। কক্সবাজার জেলার উখিয়ায় একটি শরনার্থী শিবিরে দু'জন রোহিঙ্গা নেতাকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

এর আগেও বহুবার গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে এবং তাতে অনেকেই হতাহত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়াকে কমিশন ইতিবাচক বলে মনে করে। সরকারের পাশাপাশি কমিশনও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে এডভোকেসি চালিয়ে আসছে। গত ০৮ই জুন কমিশন "বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসনঃ প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে মিয়ানমারের সাথে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের মানবিক মর্যাদা ও মানবাধিকারসহ মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করার উদ্যোগ নেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

২.২ বিচার-বহির্ভূত হত্যাকান্ড

২০২২ সালে বিচার- বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা অনান্য বছরের তুলনায় কমলেও কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি ও মাদকসহ ২৩টি মামলার আসামি এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর 'তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী'শাহীন মিয়া ওরফে সিটি শাহীন এবং সাংবাদিক মহিউদ্দিন সরকার নাঈম হত্যার আসামি রাজু নিহত হন। কমিশন মনে করে, বিচারবহির্ভূত যেকোন হত্যাই মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। রাষ্ট্রকেই এই লঙ্ঘন ঠেকাতে হবে। এ ধরনের হত্যাকাণ্ড যেন শুন্যের কোঠায় নেমে আসে সেজন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশন এডভোকেসি চালিয়ে যাচ্ছে।

২.৩ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার পরিস্থিতিঃ

এবছর ২৬ এপ্রিল লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ সেখানকার ম্রো জনগোষ্ঠীর ফসল কেটে পুড়িয়ে দেয়। এর মধ্যে লাংকমপাড়া, রেঙেনপাড়া ও জয় চন্দ্রপাড়ার মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেখানে ম্রো ও ত্রিপুরারা প্রায় ৪০০ একর জমি জুমচাষ করেছিলেন। সে জমির মধ্যে বেশিরভাগই অর্থাৎ প্রায় ৩৫০ একর জমিতে চাষাবাদ করা জুম ফসল তারা কেটে দেয় এবং সেগুলো কেটেই ক্ষান্ত হয়নি, তা পুড়িয়েও দেয়। সে সময় খাদ্যকষ্ট ও অর্থকষ্টে পড়েছিল সেই এলাকার মানুষ। তবে সেই সময় কোম্পানির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে করা মামলায় কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও এগিয়ে এসেছিল। সেই আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া এবং ম্রো ও ত্রিপুরাদের পুনর্বাসনের জন্য জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারকে সে সময় নির্দেশ দিয়েছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

অপরদিকে, এবছরও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, গত ১৫ জুলাই ২০২২ তারিখে নড়াইল জেলার লোহাগড়ার সাহাপাড়া গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের বাড়ি, মন্দির, দোকানপাটের ওপর আক্রমণ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। কমিশন মনে করে, বাংলাদেশের মত একটি অসাম্প্রদায়িক দেশে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দেশে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এধরনের ঘৃণ্য অপরাধ বারবার সংঘটিত হচ্ছে। কেউ ধর্মকে অবমাননা করলে তাকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করা সমীচীন।

২.৪ হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু

কমিশন মনে করে, হেফাজতে যেকোনো ব্যক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করা পুলিশের আইনি দায়িত্ব। পুলিশ হেফাজতে থাকা ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যই গুরুতর ঘটনা, তাই এর পূর্ণাঙ্গ সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া উচিত। হেফাজতে মৃত্যু যেভাবেই হোক না কেন, গুরুত্ব দিয়ে প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটন করতে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা সমীচীন। এবছর চুরির মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া হাতিরঝিল থানায় সুমন শেখ নামের এক তরুণের মৃত্যু সারাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সুমনের স্ত্রী দাবি করেন, পুলিশ তাঁকে আটকের পর থানায় নিয়ে মারধর করেছে। এতে তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ স্বজনেরা থানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। কমিশনও এ ঘটনায় সরকারের নিকট প্রতিবেদন চায়। পরবর্তীতে সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যায়, পরনে থাকা ট্রাউজার দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন সুমন। এ ঘটনায় ডিউটি অফিসার হেমায়েত হোসেন ও হাজতের প্রহরী মো. জাকারিয়াকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

আরেক ঘটনায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) হেফাজতে থাকা সিদ্দিক আহাম্মেদ নামের এক ব্যক্তি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মারা যান। ডিবি পুলিশ রাজধানীর রমনা এলাকা থেকে এক হাজার ইয়াবাসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার হওয়া সিদ্দিকের পেটে ইয়াবা বড়ি ছিল, সেগুলো গলে তিনি মারা গেছেন। পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয় যে, এ ঘটনার পর হেফাজতে যেন কোনো নির্যাতনের ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে নতুন করে আবারও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ডিএমপির সবগুলো থানায় রাতে দায়িত্ব পালন করা সেন্ট্রি এবং অফিসারদের আরও সতর্ক থাকার বিষয়ে কমিশনারের পক্ষ থেকে বার্তা পাঠানো হয়েছে।

২.৫ মত প্রকাশের স্বাধীনতা

চিন্তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা একটি সাংবিধানিক অধিকার। সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্রতি সম্মান জানানো সকলের কর্তব্য। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে যাচ্ছেতাইভাবে ব্যবহার করা যেমন সমীচীন নয় তেমনি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার কারণে কারও মানবাধিকার লঙ্ঘন করাও কাম্য নয়। ২০২২ সালেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগ করে সাংবাদিকদের হয়রানির সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কমিশন এসকল ঘটনায় নিন্দা প্রকাশের পাশাপাশি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে বিচার নিশ্চিতের সুপারিশ জানায়। পাশাপাশি, কমিশন মনে করে, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টকে আন্তর্জাতিক মানের আলোকে করার জন্য এই অ্যাক্ট রিভিউ করা দরকার।

২.৬ নারীর প্রতি সহিংসতা

বছরজুড়ে নারীর প্রতি সব ধরনের নির্যাতন ছিল ঊর্ধ্বমুখী। নরসিংদী রেলওয়ে স্টেশনের ঘটনা একটা বড় উদাহরণ। একজন শিক্ষার্থী নারীকে তার পোশাকের জন্যে নরসিংদী রেলওয়ে স্টেশনে একদল লোক হামলা করেছে। সেই হামলায় নেতৃত্বের ভূমিকায় দেখা গেছে আবার একজন নারীই। তেজগাঁও সরকারি কলেজের শিক্ষিকা ড. লতা সমাদ্দার টিপ পরায় পুলিশ বাহিনীর এক সদস্য অশ্লীল গালিগালাজ ও তার পায়ের উপর বাইক চালিয়ে দেওয়ার ঘটনাও সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সাভারের আশুলিয়ায় এক নারী নিরাপত্তাকর্মীকে মেসে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ, খুলনার কয়রা উপজেলায় এক গৃহবধূকে নির্যাতনের পর অ্যাসিড নিক্ষেপসহ সারা দেশে ধর্ষণ, যৌন নির্যাতনের নানান ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এবং কমিশন এসব ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি পদক্ষেপও নিয়েছে। কমিশনের এডভোকেসির ফলে গণপরিবহনে যাতে নারীরা নিরাপদ থাকে সেলক্ষ্যে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

কমিশন মনে করে, ধর্ষণের মূল কারণ বের করতে পারলে প্রতিরোধের কার্যকর উপায় বের করা সম্ভব হবে। আর তাই, প্রথমবারের মত কমিশন ধর্ষণের কারণ চিহ্নিত করে সরকারের নিকট কার্যকর সুপারিশ করার জন্য একটি ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন করে ৩৭ টি সুপারিশ ১৭ টি মন্ত্রণালয়/ দপ্তরের নিকট প্রেরণ করেছে। ঘরের ভেতরে ও বাইরে যৌন নিপীড়কদের হাত থেকে নারী নিরাপদ থাকুক- কমিশন এটাই প্রত্যাশা করে।

২.৭ শিশু নির্যাতন

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের কর্ণধার; জাতির ভবিষ্যৎ। তারাই আগামীতে বিশ্ব পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শিশু অধিকার সুরক্ষায় সরকারের নানাবিধ কার্যক্রম থাকলেও অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও শিশুর প্রতি নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যাকান্ডের ঘটনা ছিল উদ্বেগজনক। ২০২২ সালে পানিতে ডুবে শিশুমৃত্যুর হার আশঙ্কাজনক মাত্রায় বেড়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে সড়ক দুর্ঘটনা, হত্যাকাণ্ডে শিশুর মৃত্যুর সংখ্যাও। বেড়েছে ছেলেশিশু যৌন নির্যাতনের ঘটনা। কমিশন মনে করে, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে এ ধরণের ঘৃণ্য অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে। শিশু নির্যাতনকারী সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা আবশ্যক বলে মনে করে কমিশন।

অধ্যায়ঃ ৩

অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা

অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা

৩.১ ২০১১-২০২২ পর্যন্ত গৃহীত অভিযোগের পরিসংখ্যানঃ

বছর	পূর্ববর্তী বছরের জের	বছরওয়ারী গৃহীত অভিযোগ	সর্বমোট অভিযোগ (১+২)	বছরওয়ারী নিষ্পত্তি	বছরওয়ারী চলমান/ অনিষ্পন্ন (৩-৪)
কলাম নং	১	২	৩	৪	৫
২০১১	৬৪	২৩৩	২৯৭	২৮৫	১২
২০১২	১২	৬৩৫	৬৪৭	৪৭২	১৭৫
২০১৩	১৭৫	৪৭৭	৬৫২	৪৬৭	১৮৫
২০১৪	১৮৫	৬৬০	৮৪৫	৫২৪	৩২১
২০১৫	৩২১	৫৬৭	৮৮৮	৩৮৯	৪৯৯
২০১৬	৪৯৯	৬৯২	১১৯১	৪৩০	৭৬১
২০১৭	৭৬১	৬৪৪	১৪০৫	৬০৪	৮০১
২০১৮	৮০১	৭৩৩	১৫৩৪	১০৮০	৪৫৪
২০১৯	৪৫৪	৭৭৯	১২৩৩	৬৬৯	৫৬৪
২০২০	৫৬৪	৪৮১	১০৪৫	৩৪৭	৬৯৮
২০২১	৬৯৮	৫৭৩	১২৭১	৯৭২	২৯৯
২০২২	২৯৯	৬৬৩	৯৬২	৫৯৮	৩৬৪
মোট	৪৮৩৩	৭১৩৭	১১৯৭০	৬৮৩৭	৫১৩৩

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ধারা ১২ এর আলোকে দেশের নাগরিকগণ কমিশনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণ নিষ্পত্তি করে আসছে। ২০১১-২০২২ সাল পর্যন্ত অভিযোগের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, গত ১২ বছরে কমিশনে ৭১৩৭টি অভিযোগ দায়ের করা হয়। ২০১১-২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কারনে অনিষ্পন্ন ও চলমান অভিযোগসমূহ ২০১৮ সালে নিষ্পত্তি করা হয়। ফলে, ২০১৮ সালে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ (১০৮০) নিষ্পত্তি হয়। করোনা মহামারির কারনে ২০২০ সালে অভিযোগের সংখ্যা তুলনামুলকভাবে কম (৪৮১) ছিল তবে অনলাইনে দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান থাকায় এসকল অভিযোগের বেশিরভাগই (৩৪৭) নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। ২০২২ সালে পূর্ববর্তী বছরে জের এবং বছরওয়ারী গৃহীত অভিযোগসহ মোট ৯৬২টি অভিযোগের মধ্যে ৫৯৮টি (৬২%) অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়। ২০২২ সালের সর্বমোট চলমান ৩৬৪টি নথির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ২০১২ সালের ০১ টি, ২০১৩ সালের ০৬টি, ২০১৪ সালের ০৪টি, ২০১৫ সালের ০৪টি, ২০১৬ সালের ০৫টি, ২০১৭ সালের ০৮টি, ২০১৮ সালের ১৬টি, ২০১৯ সালের ১৮টি, ২০২০ সালের ১৮টি, ২০২১ সালের ৩৮টি এবং ২০২২ সালের ২৪৬টি।

৩.২ ২০১১ থেকে ২০২২ পর্যন্ত গৃহীত অভিযোগসমূহের বিভিন্ন বৎসরে নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান

২০১১ সালে মোট ২৩৩ টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়; যার মধ্যে ২২১ টি ২০১১ সালেই নিষ্পত্তি হয় এবং ১২ টি অভিযোগ ২০১২ সালে নিষ্পত্তি করা হয়। এছাড়া, ২০১২ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত গৃহীত অভিযোসমূহ নিষ্পত্তির সাল ও সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

২০১২ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যান:
মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৬৩৫
২০১২ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ৪৬০
অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-

সন	সংখ্যা
২০১৩	১২১
২০১৪	১৭
২০১৫	০৩
২০১৬	০৫
২০১৭	০১
২০১৮	২৪
২০১৯	০
২০২০	০
২০২১	২
২০২২	১

২০২২ সালে চলমান রয়েছে ০১টি।

২০১৩ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যান:
মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৪৭৭
২০১৩ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ৩৪৬
অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-

সন	সংখ্যা
২০১৪	৮৯
২০১৫	০৮
২০১৬	০৭
২০১৭	০৩
২০১৮	১৩
২০১৯	০২
২০২০	০
২০২১	২
২০২২	১

২০২২ সালে চলমান রয়েছে ০৬টি।

২০১৪ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যান:
মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৬৬০
২০১৪ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ৪১৮
অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-

সন	সংখ্যা
২০১৫	১৩৫
২০১৬	৩০
২০১৭	০৫
২০১৮	৪৬
২০১৯	০৭
২০২০	০
২০২১	১২
২০২২	০৩

২০২২ সালে চলমান রয়েছে ০৪টি।

২০১৫ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যান:
মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৫৬৭
২০১৫ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ২৪৩
অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-

সন	সংখ্যা
২০১৬	১৪৮
২০১৭	৪৫
২০১৮	৯১
২০১৯	১৫
২০২০	০৩
২০২১	১৮
২০২২	০

২০২২ সালে চলমান রয়েছে ০৪টি।

২০১৬ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যানঃ
মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৬৯২
২০১৬ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ২৪০
অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-

সন	সংখ্যা
২০১৭	২১৬
২০১৮	২০৩
২০১৯	১৭
২০২০	০১
২০২১	০৮
২০২২	০২

২০২২ সালে চলমান রয়েছে ০৫টি।

২০১৭ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যানঃ
মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৬৪৪
২০১৭ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ৩৩৪
অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-

সন	সংখ্যা
২০১৮	২০৬
২০১৯	৫৯
২০২০	০৩
২০২১	২৯
২০২২	০৫

২০২২ সালে চলমান রয়েছে ০৮টি।

২০১৮ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যানঃ
মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৭৩৩
২০১৮ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ৪৯৭
অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-

সন	সংখ্যা
২০১৯	১৫৯
২০২০	০৩
২০২১	৫২
২০২২	০৬

২০২২ সালে চলমান রয়েছে ১৬টি।

২০১৯ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যানঃ
মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৭৭৯
২০১৯ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ৪১০
অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-

সন	সংখ্যা
২০২০	২০৬
২০২১	১২৮
২০২২	১৭

২০২২ সালে চলমান রয়েছে ১৮টি।

২০২০ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যানঃ
মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৪৮১টি
২০২০ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ১৩১টি
অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-

সন	সংখ্যা
২০২১	৩১২
২০২২	২০

২০২২ সালে চলমান রয়েছে ১৮টি।

২০২১ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যানঃ
মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৫৭৩টি
২০২১ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ৪০৯টি

সন	সংখ্যা
২০২১	৩১২
২০২২	২০

২০২২ সালে চলমান রয়েছে ৩৮টি।

২০২২ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যানঃ
মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৬৬৩টি।
২০২২ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ৪১৭টি।
অনিষ্পন্ন- ২৪৬টি।

৩.৩ মোট প্রাপ্ত অভিযোগের পরিসংখ্যান-২০২২

(০১ জানুয়ারি ২০২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরন	মোট অভিযোগ	নিষ্পত্তি	চলমান	প্রক্রিয়াধীন (পরবর্তী বেঞ্চের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান)
০১	হত্যা	০৮	০৪	০৩	০১
০২	ধর্ষণ	১৪	১১	০১	০২
০৩	যৌতুকের জন্য নির্যাতন	১৪	০৯	০৩	০২
০৪	যৌন হয়রানি	০৫	০২	০২	০১
০৫	পারিবারিক সহিংসতা	১১	০৯	০১	০১
০৬	নারীর প্রতি সহিংসতা	০২	০	০১	০১
০৭	পারিবারিক বিষয়: (দাম্পত্যকলহ, তালাক, ভরণপোষণ, ইত্যাদি)	৫৩	৩৯	০৬	০৮
০৮	শিশু হত্যা	০	০	০	০
০৯	শিশু ধর্ষণ	০	০	০	০
১০	শিশু নির্যাতন	০	০	০	০
১১	শিশু শ্রম	০	০	০	০
১২	বাল্য বিবাহ	০১	০	০১	০
১৩	গৃহকর্মী নির্যাতন	০	০	০	০
১৪	শারীরিক নির্যাতন/স্কুল কলেজ শাস্তি	০৩	০১	০২	০
১৫	নিখোঁজ/গুম	০৩	০৩	০	০
১৬	হেফাজতে মৃত্যু	০১	০১	০	০
১৭	হেফাজতে নির্যাতন	০৩	০২	০১	০
১৮	বিচার বহির্ভূত হত্যা	০	০	০	০
১৯	পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ	১৭	০৭	০৯	০১
২০	মিথ্যা মামলার অভিযোগ	৩৮	২৮	০৩	০৭
২১	অপহরণ	০৩	০৩	০	০
২২	সাংবাদিক নির্যাতন	০১	০	০১	০
২৩	সংখ্যালঘু নির্যাতন	০	০	০	০
২৪	ক্ষুদ্র-নৃ-তাত্ত্বিক/দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার	০৫	০২	০২	০১

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরন	মোট অভিযোগ	নিষ্পত্তি	চলমান	প্রক্রিয়াধীন (পরবর্তী বেঞ্চের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান)
২৫	স্বাধীনভাবে চলাচলে বাধা/ মত প্রকাশে বাঁধা	০১	০১	০	০
২৬	বিনা বিচারে আটক/সাজার মেয়াদ শেষ হলেও মুক্তি না পাওয়া	০১	০১	০	০
২৭	নিরাপত্তা ও হুমকি	১১	০৭	০২	০২
২৮	চাকরি/বেতন-ভাতা/ইউনিয়ন/কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ	৪৫	২৫	১১	০৯
২৯	শ্রমিক নির্যাতন	০	০	০	০
৩০	জমিজমা/সম্পত্তি দখল	১০৬	৭৮	০৮	২০
৩১	হাসপাতাল/চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত	০৪	০১	০১	০২
৩২	বিভিন্ন ভাতা সম্পর্কিত	০	০	০	০
৩৩	আত্মহত্যা	০১	০	০	০১
৩৪	প্রবীণ ব্যক্তির অধিকার	০১	০	০১	০
৩৫	প্রবাসী শ্রমিক	০৩	০২	০১	০
৩৬	মানব পাচার	০২	০১	০	০১
৩৭	আইনগত সহায়তা	০৪	০	০১	০৩
৩৮	ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সংঘাত	০৯	০৭	০	০২
৩৯	প্রতিবন্ধির অধিকার	০৩	০	০২	০১
৪০	সম্পত্তির উত্তরাধিকার	২৬	১৪	০৮	০৪
৪১	পরিবেশ সংক্রান্ত	০১	০	০১	০
৪২	দুর্নীতি সংক্রান্ত	২৫	১৭	০৬	০২
৪৩	বৈষম্য	০৪	০১	০৩	০
৪৪	আর্থিক লেনদেন	২৮	২২	০৩	০৩
৪৫	বেসরকারী মানবাধিকার সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ	০৪	০১	০	০৩
৪৬	অন্যান্য	১২৫	৮৪	২০	২১
	মোট =	**৫৮৬**	**৩৮৩**	**১০৪**	**৯৯**

৩.৪ মোট গৃহীত সুয়োমটো অভিযোগের পরিসংখ্যান-২০২২

(০১ জানুয়ারি ২০২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরন	মোট অভিযোগ	অভিযোগের উৎস			নিষ্পত্তি	চলমান
			পত্রিকা	টেলিভিশন	অন্যান্য		
০১	হত্যা	০২	০২	০	০	০২	০
০২	ধর্ষণ	০৫	০৩	২	০	০৩	০২
০৩	যৌতুকের জন্য নির্যাতন	০	০	০	০	০	০
০৪	যৌন হয়রানি	০১	০১	০	০	০	০১
০৫	পারিবারিক সহিংসতা	০	০	০	০	০	০
০৬	নারীর প্রতি সহিংসতা	১	০১	০	০	০১	০
০৭	পারিবারিক বিষয়: (দাম্পত্যকলহ, তালাক, ভরণপোষণ, ইত্যাদি)	০	০	০	০	০	০
০৮	শিশু হত্যা	০	০	০	০	০	০
০৯	শিশু ধর্ষণ	০২	০২	০	০	০১	০১
১০	শিশু নির্যাতন	০	০	০	০	০	০
১১	শিশু শ্রম	০	০	০	০	০	০
১২	বাল্য বিবাহ	০	০	০	০	০	০
১৩	গৃহকর্মী নির্যাতন	০১	০	০১	০	০	০১
১৪	শারীরিক নির্যাতন/স্কুল কলেজ শাস্তি	০৩	০৩	০	০	০৩	০
১৫	নিখোঁজ / গুম	০১	০	০	০১	০	০
১৬	হেফাজতের মৃত্যু	০২	০১	০১	০	০১	০১
১৭	হেফাজতে নির্যাতন	০	০	০	০	০	০
১৮	বিচার বহির্ভূত হত্যা	০	০	০	০	০	০
১৯	পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ	১৩	০৪	০৯	০	০১	১২
২০	মিথ্যা মামলার অভিযোগ	০	০	০	০	০	০
২১	অপহরণ	০	০	০	০	০	০
২২	সাংবাদিক নির্যাতন	১	০১	০	০	০	০১
২৩	সংখ্যালঘু নির্যাতন	০	০	০	০	০	০
২৪	ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক/দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার	০	০	০	০	০	০

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরন	মোট অভিযোগ	অভিযোগের উৎস			নিষ্পত্তি	চলমান
			পত্রিকা	টেলিভিশন	অন্যান্য		
২৫	স্বাধীনভাবে চলাচলে বাধা/ মত প্রকাশে বাঁধা	০	০	০	০	০	০
২৬	বিনা বিচারে আটক/সাজার মেয়াদ শেষ হলেও মুক্তি না পাওয়া	০১	০	০১	০	০১	০
২৭	নিরাপত্তা ও হুমকি	০১	১	০	০	০	০
২৮	চাকরি/ বেতন-ভাতা/ইউনিয়ন/ কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ	০১	০	০১	০	০	০১
২৯	শ্রমিক নির্যাতন	০	০	০	০	০	০
৩০	জমিজমা/সম্পত্তি দখল	০১	০১	০	০	০১	০
৩১	হাসপাতাল/চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত	১১	০৮	০৩	০	০৭	০৪
৩২	বিভিন্ন ভাতা সম্পর্কিত	০	০	০	০	০	০
৩৩	আত্মহত্যা	০১	০১	০	০	০১	০
৩৪	প্রবীণ ব্যক্তির অধিকার	০১	০১	০	০	০১	০
৩৫	প্রবাসী শ্রমিক	০২	০	০১	০১	০২	০
৩৬	মানব পাচার	০১	০১	০	০	০১	০
৩৭	আইনগত সহায়তা	০	০	০	০	০	০
৩৮	ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সংঘাত	০	০	০	০	০	০
৩৯	প্রতিবন্ধীর অধিকার	০৩	০১	০১	০১	০১	০২
৪০	সম্পত্তির উত্তরাধিকার	০১	০১	০	০	০	০১
৪১	পরিবেশ সংক্রান্ত	০৩	০২	০১	০	০	০৩
৪২	দুর্নীতি সংক্রান্ত	০১	০	০১	০	০১	০
৪৩	বৈষম্য	০	০	০	০	০	০
৪৪	আর্থিক লেনদেন	০১	০১	০	০	০	০১
৪৫	বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ	০	০	০	০	০	০
৪৬	অন্যান্য	১৬	১১	০৩	০১	০৬	১০
	মোট=	৭৭	৪৭	২৫	০৫	৩৪	৪৩

৩.৫ ক্ষতিপূরণের সুপারিশসমূহ

নিরপরাধ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো সংক্রান্ত ঘটনায় কমিশনের পদক্ষেপ

নামের মিল থাকায় এজাহারভুক্ত আসামীর পরিবর্তে নিরপরাধ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো সংক্রান্ত ঘটনায় প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি সিসিবি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার মোঃ আব্দুল হালিম জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কমিশন উক্ত ঘটনাসমূহ তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, আসামীর সাথে নামের মিল থাকায় ০৮ টি কারাগারে ১০ জন কারাবাস করেছেন এবং এদের ০৯ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কমিশন মনে করে পুলিশের ভুলে আসামী না হয়েও কারাভোগের মাধ্যমে নিরপরাধ এসকল ব্যক্তির মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হয়েছে; তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে; পরিবারের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি'র সভাপতিত্বে গত ২১ জুলাই ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ফুল বেঞ্চ সভায় উক্ত ঘটনাসমূহে সর্বশেষ শুনানি শেষে কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশসহ রায় ঘোষণা করে।

ক) প্রতিবেদনে উল্লিখিত মিজানুর রহমান জামিনের ২৬দিন পর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন এবং সিটি স্ক্যানে তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়; তার অসহায় ও দরিদ্র মাতাকে সাময়িক সাহায্য হিসেবে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং প্রতিবেদনে উল্লিখিত ভুক্তভোগী ১) মোঃ আব্দুল আজিজ (৬১), ২) রেখা (৪৬), ৩) মোঃ শাহীনুর রহমান (২৪), ৪) এস.এম রবিউল ইসলাম, ৫) মোঃ রফিকুল ইসলাম, ৬) মোঃ রুবেল আলী, ৭) মোঃ জসিম উদ্দিন ৮) মোঃ সালাম ঢালী (৫৪) কে সাময়িক সাহায্য হিসেবে প্রত্যেককে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করতঃ কমিশনকে অবহিতকরণ, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অভিযুক্তদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করা হয়।

খ) প্রতিবেদনে উল্লিখিত জুয়েল রানা (আব্দুল কাদের) সম্পর্কীয় ঘটনার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় একজনের শাস্তি অন্যজন ভোগ করেছেন কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এ ধরণের প্রমাণ পাওয়া গেলে উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পুলিশ মহাপরিদর্শক-কে সুপারিশ করা হয়।

গ) ভুল ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ঘটনা খুলনা অঞ্চলে বারংবার ঘটছে মর্মে বেঞ্চের নিকট প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চলে বিশেষ নজরদারী রাখতে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ উপ মহাপরিদর্শক (ডিআইজি)-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে সুপারিশ করা হয়।

ঘ) একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক সমগ্র বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে তথ্যগত ভুলের কারণে নিরপরাধ মানুষ কারাভোগ করছে কি-না তা খতিয়ে দেখতে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগকে সুপারিশ করা হয়।

চ) পুলিশ কর্তৃক কোনও ব্যক্তির নামের পূর্বে অমর্যাদাকর শব্দ (তোতলা, কানকাটা ইত্যাদি) জুড়ে না দেয়ার এবং ব্যবহার না করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করতে পুলিশ মহাপরিদর্শক-কে সুপারিশ করা হয়। এবং

ছ) তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশসমুহ যৌক্তিক বিবেচনায় তা বাস্তবায়নে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগের সচিবদ্বয়কে সুপারিশ করা হয়।

'পুলিশ ফাঁড়িতে ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ' সংক্রান্ত ঘটনায় কমিশনের পদক্ষেপ

'পুলিশ ফাঁড়িতে ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি আইন ও সালিশ কেন্দ্র জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার ভেণ্ডাবাড়ী পুলিশ ফাঁড়িতে সামছুল ইসলাম নামের এক ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার বিষয়ে তদন্তক্রমে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য পুলিশ সুপার, রংপুরকে বলা হয়। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, কমিশনের আদেশের পূর্বে পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক অভিযোগের সত্যতা পাওয়া সত্ত্বেও অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের লঘু সাজা প্রদান এবং একজনের সাজা স্থগিত

করা হয়। অন্যায়ভাবে আটক ও হেফাজতে মৃত্যুর মত গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যে সাজা প্রদান করা হয়েছে তা যথেষ্ট নয় মর্মে কমিশন মনে করে বিধায় অভিযুক্তদের যথাযথ শাস্তি প্রদান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়। কমিশন মনে করে, একজন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে হাজতখানায় আটক ও পরবর্তীকালে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় একদিকে যেমন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হয়েছে অন্যদিকে হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন-২০১৩ এর ২ (৬) ধারা মতে একটি ফৌজদারী অপরাধও সংগঠিত হয়েছে। গত ২১ জুলাই ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ফুল বেঞ্চ সভায় উক্ত ঘটনায় নিম্নলিখিত সুপারিশসহ রায় ঘোষণা করা হয়:

এক্ষেত্রে প্রতিবেদন আলোকে কার কী দায় রয়েছে? বা দায়িত্বে গাফিলতি রয়েছে তা নিরূপণ করতঃ নিম্নবর্ণীত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে সুপারিশ করা হয়।

(ক) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ১৯ (২) ধারা মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা সাময়িক সাহায্য মঞ্জুর করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন-২০১৩ এর বিধান আলোকে ফৌজদারী মামলা দায়ের করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

এবং

(গ) তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদনে উল্লিখিত নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১) থানা/তদন্ত কেন্দ্রের হাজতখানায় সার্বক্ষণিকভাবে আসামির গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সি.সি টিভি স্থাপন করা।

(২) তদন্ত কেন্দ্র কর্তৃক গ্রেফতারকৃত আসামিকে অধিকতর নিরাপত্তার স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব সংশ্লিষ্ট থানা হাজতে প্রেরণ করার নির্দেশ দেওয়া।

(৩) প্রতিটি মাদক অভিযান নুন্যতম পক্ষে সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জ/সার্কেল অফিসার কর্তৃক সরাসরি তদারক নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া।

(৪) পুলিশের সোর্স ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরনের নির্দেশনা প্রদান করা।

(৫) থানা/তদন্ত কেন্দ্রে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক/শারীরিকভাবে অক্ষম পুলিশ সদস্যদের পদায়ন না করা।

"Schoolboy, shot by BSF, Likely to lose eyesight" শীর্ষক ঘটনায় কমিশনের পদক্ষেপ

"Schoolboy, shot by BSF, Likely to lose eyesight" শীর্ষক শিরোনামে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অভিযোগটি জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামকে দিয়ে তদন্ত করানো হয়। তদন্তে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা প্রতীয়মান হয়। গত ৩০ এপ্রিল ২০১৮ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গরুর ঘাস কাটতে গিয়ে ভারতীয় বি.এস.এফ এর রাবার বুলেটে নবম শ্রেণীর ছাত্র মো: রাসেল মিয়া আহত হন। এতে তার ডান চোখে দুইটি, বাম চোখে একটি সহ কান, মাথা ও সমস্ত মুখ মণ্ডলে ৪৮ টি পিলেট স্প্রিন্টার আঘাত হানে। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর ভিকটিমের বাম চোখে কিছুটা আলো ফিরলেও ডান চোখের আলো ফিরানো সম্ভব হয়নি। ভিকটিম রাসেল মিয়ার বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করে তার জন্য যথোপযুক্ত চিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে ফুল বেঞ্চের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুপারিশ করা হয়। মন্ত্রণালয় থেকে এবিষয়ে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মতে, বিএসএফ এর গুলিতে রাসেল মিয়ার চোখ নষ্ট হওয়ার বিষয়টি জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়। এছাড়াও, চিকিৎসা সেবা প্রদান বিষয়টি স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতাধীন হওয়ায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ-কে অনুরোধ করা যায় মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। কমিশন মনে করে জনগণকে নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের পক্ষে জননিরাপত্তা বিভাগের তা এড়িয়ে যাবার অবকাশ নেই। আইন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে এই আর্থিক

সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ দিয়েছে। অতএব ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সুপারিশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯-এর ১৯ ধারা অনুযায়ী প্রত্যাখান করার সুযোগ জননিরাপত্তা বিভাগের নাই। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে গত ২১ জুলাই ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ফুল বেঞ্চ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯-এর ১৯ (২) ধারা মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্থ রাসেল মিয়াকে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা সাময়িক সাহায্য মঞ্জুর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে সুপারিশ করা হয়।

৩.৬ স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগের কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য

অভিযোগ নং- সুয়োমটো ঢা.২৮/২২

গত ২০ আগস্ট ২০২২ তারিখ গণমাধ্যমে "হাতিরঝিল থানায় হাজতির মৃত্যু" শিরোনামে প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় পুলিশ হেফাজতে সুমন শেখ নামে এক হাজতির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। নিহতের স্ত্রী জান্নাত অভিযোগ করেন, ৫ লাখ টাকা ঘুষ দাবি করেছিল পুলিশ। রাতে বাদীর মাধ্যমে সে টাকা চাওয়া হয়েছিল। সকাল ১০ টা নাগাদ থানায় গেলে তাদেরকে আদালতে যাওয়ার কথা বলে হাতিরঝিল থানা পুলিশ। আদালত থেকে ফিরে এসে তারা জানতে পারেন, শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটায় হাজতেই মারা গেছেন সুমন। এরপর স্বজনদেরকে হাজতের সিসিটিভি ফুটেজ দেখায় পুলিশ। সে ফুটেজে আত্মহত্যার কোনো আলামত না দেখার অভিযোগ করেছেন নিহতের স্ত্রী। এদিকে, মর্গের ডোম জানিয়েছেন আত্মহত্যার আলামত পাওয়া গেছে। তবে নির্যাতনের কোনো চিহ্ন আছে কিনা এ বিষয়ে মুখ খোলেননি কেউ। থানা থেকে স্বজনদের জানানো হয় মর্গ থেকে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন-২০১৩ এর অধীনে দায়ী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়।

অভিযোগ নং- সুয়োমটো ঢা.৩০/২২

গত ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ একাত্তর টিভিতে "পথচারীর পকেটে ইয়াবা ভরে আসামি বানালো পুলিশ" শিরোনামে প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, পথচারীর পকেটে মাদক দিয়ে তাকে মামলার আসামি বানালো পুলিশ। ক্যামেরায় ধরা পড়েছে সেই অভিনব চিত্র। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, নগরীর খিলক্ষেত থানায় পল্লবী থানার সাদা পোশাকধারী এএসআই মাহবুবুল আলম একজন সোর্সের কাছ থেকে ইয়াবার প্যাকেট নিয়ে খলিলের পকেটে পুরে দিয়ে উল্টো খলিলকেই মাদক মামলায় আটক করে। তারপর তাকেই মারধর করতে করতে একটি অটো রিকশায় তুলে নেন। পুলিশ জানায়, তারা খলিলুর রহমান নামে একজন চিহ্নিত মাদক কারবারীকে ধরেছেন। যার কাছে ১৩৫ পিস ইয়াবা পাওয়া গেছে। খলিলুরের দাবী তার কাছে কোনো মাদক ছিলো না। পরে এএসআই মাহবুবুল আলম দাবী করেন, কয়েকদিন ধরেই খলিলকে ধরতে তারা অভিযান চালিয়ে আসছিলো। সবশেষ খিলক্ষেত এলাকায় তাকে ধরতে সক্ষম হয়।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিকট নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্টিকরণ প্রয়োজন-

ক) সাদা পোশাকে কাউকে গ্রেফতার করা যাবেনা মর্মে মহামান্য হাইকোর্টের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কেন পল্লবী থানার এএসআই মাহবুবুল আলম সাদা পোশাকে মাদক অভিযানে গেলেন;

খ) পল্লবী থানার এএসআই তার সোর্সসহ নিজ থানার অধিক্ষেত্রের বাইরে গিয়ে খিলক্ষেত থানায় মাদক অভিযান পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এ সম্পর্কিত যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন কিনা;

গ) গণমাধ্যমের ক্যামেরায় প্রকৃত ঘটনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেও নিরীহ নিরপরাধ ভিকটিম খলিলুর রহমানকে এরপরও কেন পুলিশের হেফাজতে আটকে রাখা হল; কেন অন্যায়ভাবে গ্রেফতারকৃত খলিলকে মুক্ত করা হলোনা;

ঘ) গণমাধ্যমের ক্যামেরায় পুলিশ তার সোর্সের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইয়াবা ভিকটিম খলিলের পকেটে ঢুকিয়ে দেয়ার দৃশ্য দেখার পরেও তাদের বিরুদ্ধে আইনের অপব্যবহারে কোন মামলা দায়ের হয়েছে কি না?

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত বিষয়গুলো তদন্তপূর্বক ভিকটিম খলিলুর রহমানকে অতিসত্ত্বর মুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ পল্লবী থানার এএসআই মাহবুবুল আলম ও কথিত সোর্স রুবেল এর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়।

অভিযোগ নং- সুয়োমটো ঢা.৩২/২২

গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ সময় টিভিতে "দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় শীর্ষে ঢাকা" শিরোনামে প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রচারিত সংবাদে দেখা যায় যে, জনবহুল শহর ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে। ১৮ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৭টায় ঢাকার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) স্কোর রেকর্ড করা হয়েছে ২৭৮, যা বাতাসের মান 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' বলে নির্দেশ করছে। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ার এ তালিকা প্রকাশ করেছে। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকার বায়ুদূষণের তিনটি প্রধান উৎস হলো: ইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণ সাইটের ধুলো।

এ অবস্থায়, ঢাকা শহরে বায়ূ দূষণের জন্য যে সকল বিষয়গুলো প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে সে বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞকে কমিটিতে অর্ন্তভূক্ত করে তদন্তপূর্বক বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর-কে বলা হয়।

একই সাথে লক্ষ্য করা যায়, যানবাহনের ধোঁয়া, নির্মাণ কাজ ও নির্মাণ সাইটের ধুলো বায়ূ দূষণের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। এ অবস্থায়, ঢাকা শহরে যানবাহনের ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষকে বলা হয় এবং নির্মাণ সামগ্রী যাতে যত্রতত্র পড়ে থেকে পরিবেশের জন্য আরও হুমকি হয়ে না দাঁড়ায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে অবহিত করতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-কে বলা হয়।

অভিযোগ নং- সুয়োমটো ঢা.৩৩/২২

গত ২১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় "নরসিংদী কারাগারে বাড়ছে বন্দি নির্যাতন, হাত বাড়ালে মিলছে মাদক" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, নরসিংদী জেলা কারাগারে প্রতিনিয়ত বন্দি নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে। অভিযোগ দিলেও সুষ্ঠু তদন্ত না হওয়ায় তা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে বলে দাবি করেছে সাধারণ বন্দিরা। এমনকি ফজর আলী নামের এক বন্দির মৃত্যুও নির্যাতনের কারণে বলে দাবি করেছে পরিবার। যদিও কারা কর্তৃপক্ষের দাবি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই বন্দির মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এ ঘটনার সময় দায়িত্ব পালন করা কারারক্ষীর লিখিত জবানবন্দিতে নির্যাতনের বিষয়টি উঠে এসেছে। বর্তমানে নরসিংদী জেলা কারাগার যেন অপরাধের স্বর্গরাজ্য। কারাগারে বসে নগদ টাকা থাকলে হাত বাড়ালেই মিলছে মাদক ইয়াবা ও গাঁজা। নরসিংদী জেলা কারাগারের সুপার শফিউল আলম ও সুবেদার হেলাল উদ্দিন সিন্ডিকেটের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে হাজতিদের ওপর চলে অমানুষিক নির্যাতন। নতুন আসামিদের আমদানি ওয়ার্ডে কেনাবেচা, সিট

বাণিজ্য, ক্যান্টিন বাণিজ্য, মোবাইল কল বাণিজ্য, মাদক বাণিজ্য, বন্দি কেনাবেচা বাণিজ্য-সবই যেন ওপেন সিক্রেট।

প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনে কারাঅভ্যন্তরে বন্দি নির্যাতনসহ অন্যান্য অবৈধ কার্যক্রম, অনিয়ম ও দুর্নীতির যে ভয়ংকর চিত্র ফুটে উঠেছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। গণমাধ্যম ও অন্যান্য সূত্রে দেশের বিভিন্ন কারাগার সম্পর্কে এ ধরণের তথ্য আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করে থাকি। কারাগার একটি অত্যন্ত সুরক্ষিত স্থান হওয়ার পরও সেখানে এ ধরণের কার্যক্রম জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কারাঅভ্যন্তরে বন্দি নির্যাতনসহ অন্যান্য অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে অতি দ্রুত কঠোর ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে কমিশন মনে করে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে অভিযোগের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়।

অভিযোগ নং- সুয়োমটো ঢা.৩৭/২২

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় "টাঙ্গাইলের ঘাটাইল, এক ভাটায়ই দিনে পোড়ে ৮ টন কাঠ" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, আইন অনুযায়ী, কাঠ দিয়ে ইট পোড়ানো নিষিদ্ধ থাকলেও টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে ইটভাটাগুলোতে প্রকাশ্যে কাঠ দিয়ে ইট পোড়ানো হচ্ছে। আর এসব ইটভাটা সংরক্ষিত বন এলাকার পাশেই গড়ে উঠেছে। এসব ভাটার লাইসেন্স ও পরিবেশ ছাড়পত্র কোনোটাই নেই। এ কারণে বন ও পরিবেশ দুটোই ধ্বংস হচ্ছে। অথচ পরিবেশ অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনের এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেই। ইটভাটা মালিক সমিতির দেওয়া তথ্য মতে, ঘাটাইল উপজেলায় এ বছর চালু করা ভাটার সংখ্যা ৪৫টি। এর মধ্যে লাইসেন্স রয়েছে মাত্র ১৩টির। বাকি ৩২টি ভাটার কোনো লাইসেন্স নেই।

আইন অনুযায়ী ইট পোড়াতে জ্বালানি কাঠের ব্যবহার সম্পূর্ণ বেআইনী ও নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এক ধরণের অসাধু লোকের তৎপরতায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে এর কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ফলশ্রুতিতে মানবদেহের জন্য ভয়ানক পরিণতি বয়ে আনে। সংরক্ষিত বন এলাকার পাশে লাইসেন্স ও পরিবেশ ছাড়পত্র ছাড়া কীভাবে ইট ভাটা গড়ে উঠলো এবং বর্তমানেও কীভাবে ভাটাগুলো কাঠ দিয়ে ইট পোড়ানোর মাধ্যমে তাদের অবৈধ কার্যক্রম চালিযে যাচ্ছে তা কমিশনের নিকট বোধগম্য নয়। এধরণের আইনবিরুদ্ধ কাজের সাথে জড়িতদের তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন। এমতাবস্থায়, তদন্তপূর্বক এ কাজে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর-কে বলা হয়।

অভিযোগ নং- সুয়োমটো ঢা.৩৯/২২

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ দৈনিক সমকাল পত্রিকায় "সাভারে বখাটেদের উৎপাতে অতিষ্ঠ পোশাক শ্রমিকরা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, সাভার সদর ইউনিয়নের কলমা এলাকায় নারী পোশাক শ্রমিকরা বখাটেদের উৎপাতে অতিষ্ঠ। প্রায়ই তাঁরা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। ঘটছে ধর্ষণ-ছিনতাইয়ের ঘটনাও। এ বখাটেদের সবার বয়স ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। প্রভাবশালীদের ভয়ে তাঁরা থানায় অভিযোগও করতে পারছেন না।

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের অন্যতম প্রধান ও সম্ভাবনাময় পোশাক শিল্প খাতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কর্মসংস্থানের একটি বিশাল বাজার। উক্ত পোশাক শিল্পে নারী পোশাক শ্রমিকদের কর্মস্থলে আসা যাওয়ার পথে বখাটেদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন মর্মে কমিশন মনে করে। এমতাবস্থায়, উক্ত ঘটনাটি তদন্তপূর্বক যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা-কে বলা হয়।

অভিযোগ নং- সুয়োমটো ঢা.০৮/২২

২২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ বাংলা ট্রিবিউন পত্রিকায় "অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটে বিধবা রোকেয়ার" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, ষাটোর্ধ্ব রোকেয়া বেগমের স্বামী মারা গেছেন অনেক আগে। বাবার ভিটার জীর্ণ ঘরে একাই থাকেন এই নিঃসন্তান বৃদ্ধা। দুই বেলা দুই মুঠো খাবারও জোটে না তার। এখন পর্যন্ত পাননি সরকারি কোনও সহযোগিতা। ফরিদপুরের সালথা উপজেলার গট্টি ইউনিয়নের মেহেরদিয়া গ্রামের বাসিন্দা রোকেয়া বেগম। তিনি মৃত সোহরাফ মাতুব্বরের স্ত্রী। বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছেন রোকেয়া বেগম।

নিঃসন্তান বিধবা রোকেয়া বেগমের বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্বক তাকে সরকারি সহায়তার আওতায় এনে তার বসবাসের উপযোগী একটি গৃহনির্মাণ ও তাকে বিধবা/বয়স্ক ভাতা কার্ডের ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সালথা, ফরিদপুর-কে বলা হলে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, উপজেলার গট্টি ইউনিয়নের মেহেরদিয়া গ্রামের ষাটোর্ধ্ব রোকেয়া বেগমকে মুজিববর্ষের আশ্রয়ণ প্রকল্পের নির্ধারিত স্থানের ঘর প্রদানের জন্য প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি তার ভিটা ছেড়ে অন্য যায়গায় যেতে অস্বীকার করেন। বর্তমানে নিজ বাড়ীতে ঘর তৈরী করে দেয়ার কোন সরকারি প্রকল্প না থাকায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসন প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর তৈরী করে দেয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। এ বিষয়ে মোস্তাফা মাহমুদ সারোয়ার, উপপরিচালক-১ (বয়স্ক ভাতা শাখা), সমাজসেবা অধিদপ্তর এর সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি অবহিত করেন যে, ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় ৫০ হাজার টাকায় বিধবা রোকেয়ার জন্য ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন গৃহীত হয়। প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযোগ নং- সুয়োমটো ঢা.৩০/২১

গত ৩০ অক্টোবর ২০২১ তারিখে একাত্তর টিভিতে প্রচারিত "অধিকার বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে বিত্তবান পরিবারে জন্ম নেওয়া দুই শিশু" সংক্রান্ত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, অধিকার বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে গাজীপুরে বিত্তবান পরিবারে জন্ম নেওয়া দুই শিশু। তাদের প্রকৌশলী বাবা রেখে গেছেন বিলাসবহুল বাড়ি কোটি টাকার সম্পদ। অথচ ওই বাড়ির ভাড়া তোলেন তাদের চাচা। বাড়ি থেকে হয়েছেন বিতাড়িত, অর্থের অভাবে এরইমধ্যে শেষ হয়ে গেছে তাদের শিক্ষা জীবন। সাত বছরের বোন সোহাকে সাথে নিয়ে গাজীপুর শহরের উত্তর ছায়াবীথি'র নিজ বাড়ীতে থাকতো ১৪ বছরের মাহি। বাবা প্রকৌশলী শহীদুজ্জামান মারা গেছেন গত বছর। ঠিক ওই সময়েই চলছিলো মাহি ও সোহার মা-বাবার বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া। বাবার মৃত্যুর কয়েকদিন পর মারা যান মাহি ও সোহার দাদী। এরপরই চাচা কাজী সুমন তাদেরকে ওই বাড়ি থেকে বের করে দেন। এই মুহূর্তে মাকে সাথে নিয়ে সোহা-মাহির ঠাঁই হয়েছে নানা বাড়িতে। বাবা পর্যাপ্ত সহায়-সম্পত্তি রেখে গেলেও এই দুই শিশুকে চলতে হচ্ছে আত্মীয়- স্বজনদের সহযোগিতায়। বন্ধ হয়ে গেছে লেখাপড়া। আবারো শুরু হবে তেমন লক্ষণও নেই। সোহা ও মাহির মা ইসরাত জাহান মিলি জানান, মারা যাওয়ার এক মাস দশ দিন আগে তালাকের নোটিশ পাঠিয়েছিলেন শিশুদের বাবা কাজী শহীদুজ্জামান। মিলির তালাক কার্যকর না হলেও তালাকের কথা বলেই তার সন্তানদের বাবার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে জানালেন তিনি।

অভিযোগের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, গাজীপুরের নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদন দৃষ্টে, আদালতের রায়ে নাবালক কাজী মাহিদুজ্জামান মাহি ও নাবালিকা কাজী সাফওয়ানা জামান সোহা এর শরীর এবং মামলার দরখাস্তের তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে নাবালকদ্বয়ের প্রাপ্য অংশে তাদের মা ইসরাত জাহান মিলিকে আইনগত অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়। বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করে আদালতের আদেশ কার্যকর করে কমিশনকে অবহিত করতে পুলিশ কমিশনার, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি), গাজীপুর-কে বলা হলে এ বিষয়ে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, গত ইং-১০/০৫/২০২২ তারিখ স্থানীয় ২৮নং

ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব হাসান আজমল ভূঁইয়া এবং অভিযোগকারীর নিয়োজিত আইনজীবী এ্যাডভোকেট জাকির উদ্দিনসহ বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য কাজী নাহিদুজ্জামানকে থানায় আহ্বান করলে সকলের উপস্থিতিতে বিজ্ঞ আদালতের আদেশ কার্যকর করার জন্য স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে আলোচনা হয় এবং পরবর্তীতে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রচেষ্টাসহ থানা পুলিশের আইনগত সহায়তায় অভিযোগকারীর দাবিকৃত বাসার একটি রুমের চাবি বুঝিয়ে দেয়া হয়। পূর্ণ সন্তুষ্টি সাপেক্ষে প্রতিবেদন গৃহীত হয়। প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযোগটি নথিভূক্ত করা হয়।

অভিযোগ নং-সুয়োমটো ঢা.৩১/২১

০২ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ঢাকা পোস্ট অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত "জীবন মিয়ার জীবনে অনেক কষ্ট" সংক্রান্ত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, শারীরিক গঠন দেখে মনে হবে সে এক শিশু। কিন্তু বয়স ১৬ বছর। উচ্চতা মাত্র ৩৫ ইঞ্চি এবং ওজন ৩০ কেজি। নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার রোয়াইলবাড়ি আমতলা ইউনিয়নের কলসহাটি গ্রামের বাসিন্দা শারীরিক প্রতিবন্ধী জীবন মিয়া আর দশটা শিশুর মতো স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে না। করতে পারছে না চলাফেরা। স্পষ্টভাবে বলতে পারছে না কথাও। এ অবস্থায় চরম কষ্টে জীবন কাটছে তার। অসুস্থ এই সন্তানকে নিয়ে মা-বাবার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। অর্থের অভাবে সন্তানের উন্নত চিকিৎসা করাতে পারছে না পরিবারটি। এ ছাড়া তার চলাচলের জন্য কিনে দিতে পারছে না একটি হুইলচেয়ার।

শারীরিক প্রতিবন্ধী জীবন মিয়াকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা-কে বলা হলে এ বিষয়ে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, জীবন মিয়াকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত গত ১২/১২/২০২১ তারিখ একটি হুইল চেয়ার (যার মূল্য-১৪,৫০০) টাকা ও নগদ দুই হাজার টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। পূর্ণ সন্তুষ্টি সাপেক্ষে প্রতিবেদন গৃহীত হয় এবং প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযোগ নং-সুয়োমটো ঢা.০২/২২

গত ১১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে "বিদেশে চাকরি সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি" শিরোনামে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত একটি গণবিজ্ঞপ্তির প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সরকারিভাবে জর্ডানে মহিলা গার্মেন্টস অপারেটর নিয়োগ, হংকং-এ ফিমেল ডোমেস্টিক হেলপার নিয়োগ এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সি স্টেম (ইপিএস) কর্মসূচির আওতায় কর্মী নিয়োগ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়। যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। উল্লেখ্য যে, সরকারিভাবে জর্ডানে মহিলা গার্মেন্টস অপারেটর নিয়োগ এবং সরকারিভাবে হংকং-এ ফিমেল ডোমেস্টিক হেলপার নিয়োগে নির্বাচিত কর্মীদের বিমানভাড়া ও অন্যান্য ব্যয় উল্লেখ থাকলেও দক্ষিণ কোরিয়ায় এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম (ইপিএস) কর্মসূচির আওতায় কর্মী নিয়োগ বিষয়ে নির্বাচিত কর্মীদের বিমানভাড়া ও অন্যান্য ব্যয় উল্লেখ নেই যা দক্ষিণ কোরিয়াগামী কর্মীদের সর্বসাকুল্যে খরচের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য বহন করে না। এতে কর্মীরা অসাধু ও প্রতারক চক্রের দ্বারা হয়রানির শিকার হতে পারেন। এমতাবস্থায়, দক্ষিণ কোরিয়াগামী কর্মীদের সর্বসাকুল্যে খরচের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যসহ পুনরায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কমিশনকে অবহিত করতে এবং ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে সর্বসাকুল্যে খরচের বিষয়টি যুক্ত করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)-কে বলা হলে প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ইপিএস কর্মসূচীর অধীনে দক্ষিণ কোরিয়া একটি সফটওয়্যার বেজড রিক্রুটিং সিস্টেমের আওতায় বিশ্বের ১৬ (ষোল) টি দেশ হতে কর্মী সংগ্রহ করে যাচ্ছে। ২০০৮ সাল হতে চুক্তির ভিত্তিতে বোয়েসেল-এর মাধ্যমে শিল্পখাতে উচ্চ বেতনে (মাসিক ১৭৫০ মার্কিন ডলার) এ যাবৎ ২২,১৭৪ জন বাংলাদেশী

কর্মী দক্ষিণ কোরিয়া গমন করেছে। বর্তমানে সঙ্গতকারণে কোভিড-১৯ প্রটোকলজনিত ব্যয় সংযুক্ত হয়েছে। যার মধ্যে বাংলাদেশে ০৭ (সাত) দিনের কোয়ারেন্টাইন বাবদ ২৫,৫০০.০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হচ্ছে। তদুপরি চুক্তি অনুযায়ী সাধারণ কর্মীগণ এক লক্ষ টাকা জামানত দিয়ে থাকেন। বোয়েসেল হতে অভিযোগের বিষয়ে নিম্নরূপ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়:

ক) বিমানভাড়াসহ অন্যান্য ব্যয় প্রায় ১,১৩,৭২৪/- টাকা উল্লেখ করে বিদ্যমান গণবিজ্ঞপ্তি বিতরণ করা হচ্ছে।

খ) ভবিষ্যতে পুন:মুদ্রণ অথবা নতুন গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হবে।

পূর্ণ সন্তুষ্টি সাপেক্ষে প্রতিবেদন গৃহীত হয় এবং প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযোগ নং-সুয়োমটো ঢা.০৩/২২

১১ জানুয়রি ২০২২ তারিখ আরটিভিতে "শাহজালালে চরম হয়রানি-ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন প্রবাসীরা" শিরোনামে প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রচারিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসা-যাওয়ার পথ প্রতিনিয়ত হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন প্রবাসীরা। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যগামী যাত্রীদের ভোগান্তি এখন চরমে। ট্রলি সংকটে মাথায় করে লাগেজ টানতে হচ্ছে তাদের। সঙ্গে মশার উৎপাত বেড়ে যাওয়ায় অতিষ্ঠ সবাই। এ জন্য বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সে যেখানে দেশের অর্থনীতির চাকা সক্রিয় রয়েছে সেখানে বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি, অবহেলা ও ভোগান্তি চরম উদ্বেগজনক। এমতাবস্থায়, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ট্রলীর সংখ্যা বৃদ্ধি, মশার নিয়ন্ত্রনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও যাত্রী হয়রানি বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশন-কে অবহিত করতে চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)-কে বলা হলে এবিষয়ে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (হশাআবি) তে যাত্রীদের আসা-যাওয়ার পথে হয়রানি বন্ধে এভিয়েশন সিকিউরিটি (এভসেক) কর্তৃক ২৪ ঘন্টা তদারকির মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, বিমানবন্দরে সেবাদানকারী অন্য সংস্থা যেমন:- ইমিগ্রেশন, কাস্টমস ও অন্যান্য সরকারি সংস্থাকে যাত্রী হয়রানি বন্ধে ও যাত্রীদের ভোগান্তি লাঘবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে ২৪ ঘন্টায় প্রায় ১০০টি দেশি-বিদেশি ফ্লাইট যাওয়া/আসা করে থাকে। কিন্তু সিডিউল পরিবর্তনের কারণে গত ০৯/১২/২০২১ তারিখ রাত ১২টা হতে সকাল ৮টা পর্যন্ত প্রতিদিন ৮ ঘন্টা রানওয়ে বন্ধ থাকায় সমস্ত ফ্লাইট দিনের বেলায় ও রাত ১২টা পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে। ফলে হঠাৎ করে সাময়িক সময়ের জন্য ট্রলির সংকট দেখা দিয়েছিল। এছাড়াও, UAE-গামী যাত্রীদের কোভিড-১৯ টেস্ট করার জন্য হশাআবি'র বহুতল কারপার্কিং এর ২য় তলায় আরটি পিসিআর ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ফলে UAE-গামী যাত্রীরা বিদেশ গমনের ৬ ঘন্টা পূর্বে বিমানবন্দরে এসে টেস্ট রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত তাদের লাগেজগুলো ট্রলির উপর রেখে ট্রলিগুলো নিজেদের দখলে রাখে। এতে সাময়িকভাবে ট্রলির সংকট হয়। সংকট নিরসনে ও অপারেশনাল কার্যক্রম সচল রাখার জন্য ইতোমধ্যে বেবিচক কর্তৃক ৭০জন ট্রলিম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং ৪০০ (চারশত) ট্রলি মেরামত করে সচল করা হয়েছে। বর্তমানে হশাআবিতে ট্রলির কোন সংকট নেই। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে মশক নিয়ন্ত্রণ ও নিধনে রুটিন অনুযায়ি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে প্রতিদিন মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় হশাআবি'র টার্মিনাল বিল্ডিং এর অভ্যন্তরে বর্তমানে মশার উপদ্রব নেই এবং টার্মিনাল বিল্ডিং এর বাহিরে পূর্বের তুলনায় মশার উপদ্রব অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় চিহ্নিত অধিক ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ ও বেবিচক এর আবাসিক এলাকাস্থ ডিএনসিসি খাল পরিষ্কারকরণ, মশকের লার্ভা ও বিস্তার রোধকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর পত্র দেওয়া হয়। একইভাবে মশক প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণ/নিধন বিষয়ে

প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বরাবর পত্র দেওয়া হয়। বেবিচক এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে উল্লিখিত সংস্থাসমূহ তাদের স্ব-স্ব কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত করলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অচিরেই মশার উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হবে।

প্রতিবেদন গৃহীত হয়। প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ হয়রানি ও ভোগান্তি লাঘবে দ্রুততার সাথে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কমিশনের আদেশের প্রেক্ষিতে দ্রুততার সাথে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযোগ নং-সুয়োমটো ঢা.০১/২১

১৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে দৈনিক সমকাল পত্রিকায় "খাই চাইয়া, চেয়ারম্যান চায় ৫ হাজার টেহা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন মতে "বছর পাঁচেক আগে স্বামী ফয়েজ উদ্দিন মারা গেছেন। এখন স্ত্রী ময়ূরীর জীবন প্রদীপও নিভুনিভু করছে। এ অবস্থায় পাহাড়ের পাদদেশে জঙ্গলের ভেতর একাকী বাস করেন তিনি। সম্প্রতি লাঠি ভর দিয়ে হেঁটে বয়স্ক ভাতা কার্ডের জন্য চেয়ারম্যানের কাছে গিয়েছিলেন তিনি। চেয়ারম্যান নাকি পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছেন। প্রাপ্যতার দিক থেকে কোনো কমতি নেই, তবুও সরকারি কোনো ভাতা ময়ূরীর ভাগ্যে জোটেনি।

অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৃহীত ব্যবস্থা কমিশনকে অবহিত করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল কে বলা হলে এবিষয়ে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, তদন্তকালে ভূক্তভোগী মহিলা ময়ূরীকে না পেয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার মোঃ ফারুক সিকদারের সাথে এ ব্যাপারে কথা হয়। তিনি বলেন, ময়ূরী ইতোমধ্যে বয়স্ক ভাতা কার্ড পেয়েছেন এবং তিনি ১ম কিস্তির ১৫০০/- (পনের শত) টাকা উত্তোলন করেছেন। আর ময়ূরীর কাছে ৫ হাজার টাকা চাওয়ার ব্যাপারে চেয়ারম্যানের নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, তার কাছে টাকা চাওয়ার প্রশ্নই আসেনা বরং তিনি নিজে তাকে বয়স্ক ভাতা বই করে দিয়েছেন এবং ময়ূরী ভাতার টাকাও পেয়েছেন। উল্লেখ্য ০১/০৭/২০২০ খ্রি. হতে উক্ত বৃদ্ধা মহিলা বয়স্ক ভাতার অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন এবং তিনি বয়স্ক ভাতার বরাদ্দ অনুযায়ী জুলাই ২০২০খ্রি. হতে সেপ্টেম্বর ২০২০খ্রি. পর্যন্ত ৩ মাসের মোট ১৫০০/- (পনের শত) টাকা উত্তোলন করেছেন। প্রতিবেদন গৃহীত হয়। পূর্ণ সন্তুষ্টি সাপেক্ষে প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযোগ নং-সুয়োমটো ঢা.১০/২২

গত ৩০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ চ্যানেল টুয়েন্টিফোর টেলিভিশনে "মামলা নেই, তবু আসামি হয়ে কারাবন্দি" শিরোনামে প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, মামলা নেই, তবু আসামি হয়ে কারাবন্দি ময়মনসিংহের এক যুবক। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বরগুনার অস্ত্র মামলার আসামি তিনি। কিন্তু সেখানকার থানা ও আদালত বলছেন, তার নামে এমন কোনো মামলা নেই। এদিকে মুক্তি মিলছে না, অটোরিকশা চালক বুলবুলের। কিন্তু ভুয়া মামলা হওয়ায় কোনো কূল কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না তারা। বরগুনা জেলার যে মামলায় বুলবুলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সেই মামলার কোনো অস্তিত্ব নেই বলে স্বীকার করেছে বরগুনা সদর থানার পুলিশ। এমনকি মামলার কোনো তথ্য নেই আদালতেও।

বুলবুল ইসলামের বিরুদ্ধে জারীকৃত সাজানো মিথ্যা ওয়ারেন্ট থেকে শুরু করে পুরো প্রক্রিয়ায় যে বা যারা জড়িত তাদেরকে খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন দিতে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় -কে বলা হলে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, সদর কোর্ট, ময়মনসিংহকে অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, সদর কোর্ট, ময়মনসিংহ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা

যায় উক্ত বুলবুল ইসলাম বুলু অটো চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং এলাকায় নিরীহ হিসেবেই পরিচিত। তবে তার সাথে পার্শ্ববর্তী হারুন ও হাসেমদের বাড়ীর সীমানা নিয়ে মনোমালিন্য ও বিরোধ চলে আসছে। সেই বিরোধের সূত্র ধরে উক্ত মোঃ হারুন ও হাসেম ভুয়া ও জাল/জালিয়াতির মাধ্যমে গ্রেফতারী পরোয়ানা তৈরীর সাথে জড়িত থাকতে পারে মর্মে ধারণা পোষণ করেন। কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, সদর কোট, ময়মনসিংহ-এর দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অফিসার ইনচার্জ, ত্রিশাল থানা, ময়মনসিংহ এর নিকট প্রতিবেদনটি প্রেরণ করা হয়। প্রতিবেদন গৃহীত হয়। প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

৩.৭ অন্যান্য অভিযোগসমূহের কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য

অভিযোগ নং- ঢা.৫৫/২১

জনাব 'গ' জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তাঁর ছেলে মো: মাসুম মিয়া (১৬) কে গত দুই বছর ধরে পাওয়া যাচ্ছিল না। গত ২৮/১২/২০২০ তারিখে ভারতের দেওরিয়া (উত্তর প্রদেশ) হতে ডাকযোগে একটি পত্রের মাধ্যমে জানতে পারেন তাঁর ছেলে স্টেট চিলড্রেন হোম (বালক), দেওরিয়া, উত্তর প্রদেশ, ভারতে রয়েছে। অভিযোগকারী মোবাইল ফোনে তাঁর ছেলের সাথে কথা বলেছেন। এমতাবস্থায়, অভিযোগকারী তাঁর ছেলেকে দেশে ফিরিয়ে এনে পরিবারের নিকট পৌছে দিতে কমিশনে আবেদন করেন।

অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে নিউ দিল্লি, ভারতে নিযুক্ত মান্যবর হাইকমিশনার, বাংলাদেশ হাইকমিশন-কে বলা হয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আদেশের অনুলিপি সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে প্রেরণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ভারতে আটক বাংলাদেশি নাগরিক জনাব মোঃ মাসুম মিয়া, ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তায় বাংলাদেশে ইতোমধ্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং বর্তমানে তাঁর পরিবারের সাথে বসবাস করছেন। পূর্ণসন্তুষ্টি সাপেক্ষে প্রতিবেদন গৃহীত হয়। প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযোগ নং- ঢা.৬৭/২১

জনাব 'ক' জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তিনি ১৭/০৪/২০১০ থেকে বেক্সিমকো এ্যাপারেল লিঃ (পরবর্তী নাম এস্কর্প এ্যাপারেল লিঃ), সেকশন কাটিং পদে চাকরি করেন। গত ১৪/১১/২০২০ তারিখে অভিযোগকারীকে অহেতুক চাকরি থেকে বহিষ্কার করে আইডি কার্ড রেখে বের করে দেন। অভিযোগকারীকে তার জিপিএফ এর টাকা ও অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ করেনি। অভিযোগকারীর আইডি কার্ড রেখে দেওয়ায় তিনি অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করতে পারছেন না। অফিসে ফোন করলে ফোনও রিসিভ করেন না। এমতাবস্থায়, অভিযোগকারী তাঁর পিএফ ও অন্যান্য পাওনাদি দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য কমিশনে আবেদন করেন।

এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বেক্সিমকো এ্যাপারেলস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে বলা হলে বেক্সিমকো এ্যাপারেলস লিঃ এর পক্ষ থেকে জনাব 'খ' মুঠোফোনে অবহিত করেন যে, অভিযোগকারীর প্রভিডেন্ট ফান্ড ও অন্যান্য সুবিধাদির টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে একটি মানি রিসিট ইমেইলের মাধ্যমে কমিশনে প্রেরণ করেন। টাকা প্রাপ্তির বিষয়ে অভিযোগকারীর বক্তব্য জানার জন্য মুঠোফোনে কথা হলে অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যে তিনি তার সকল পাওনাদি বুঝে পেয়েছেন। এমতাবস্থায়, অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযোগ নং- ঢা.১৬২/২১

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিযোগকারী জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তিনি Joint venture SDRB & SINOHYDRO, চাইনিজ কোম্পানিতে কর্মরত রয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি তার নিজস্ব নিয়ম "COVID-19 Management Policy" দ্বারা করোনা ভাইরাস শুরুর প্রথম থেকেই সকল বাংলাদেশীদের অবরুদ্ধ করে রেখেছে। উক্ত কোম্পানির সকল কর্মীদের কোম্পানির নিজস্ব বাসায় থাকার ব্যবস্থা করেছে। কোম্পানির কর্মীদের নিজেদের প্রয়োজনে বাইরে যাওয়া বা কারও সাথে দেখা করা সম্পূর্ণ নিষেধ। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় অভিযোগকারীসহ সকলে নিজেদের বাসা থেকে অফিস করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করলে তা অগ্রাহ্য হয়। বিনা অনুমতিতে বাইরে গেলে কোম্পানি বেতন থেকে ৭,৪০০ টাকা করে কেটে রাখে। তারা এভাবে পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কষ্টকর জীবনযাপন সহ্য করতে পারছেন না। এছাড়াও অন্য কোথাও চাকরির পরীক্ষাতে অংশগ্রহণেরও সুযোগ পাচ্ছেন না। এমতাবস্থায়, উক্ত বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী কমিশনে আবেদন করেন।

অভিযোগের বিষয়ে মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। গত ২৪/০৪/২০২২ তারিখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীতে সিদ্ধান্ত হয় যে, এক মাসের মধ্যে কর্মচারীদের জন্য ভাড়াকৃত ডর্মেটরী ছেড়ে দিবেন ও কর্মচারীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন এবং কর্মচারীদের বাসা থেকে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। এ প্রেক্ষিতে গত ৩০/০৫/২০২২ তারিখে পুনরায় সরেজমিনে প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন-কালে প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত বাংলাদেশী ৫ জন শ্রমিকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় ও কোম্পানীর ম্যানেজমেন্টের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, কোম্পানী তাদের শ্রমিকদের জন্য ভাড়াকৃত ডর্মেটরী গত ৩০/০৪/২০২২ইং তারিখ থেকে ছেড়ে দিয়েছে এবং ০১/০৫/২০২২ তারিখ থেকে শ্রমিকরা তাদের নিজের ভাড়াকৃত বাসা থেকে অফিস করছে। শ্রমিকদের এ বিষয়ে আর কোন অভিযোগ নেই। প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাই করতে অভিযোগকারীর মুঠোফোনে কথা হলে তিনি বর্তমানে বাসায় থেকে অফিস করছেন, তার এ বিষয়ে আর কোন অভিযোগ নেই মর্মে জানান। প্রতিবেদন গৃহীত হয়। প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযোগ নং- চ.৪২/১৯

এস এম রেজাউল করিম, পরিচালক ও উপদেষ্টা, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ অনলাইন দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় "অঙ্ক না পারায় শাস্তি, ছাত্রী অসুস্থ" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, অঙ্ক না পারায় নবম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রীকে ক্লাসের বাইরে গিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি দেন এক শিক্ষক। প্রচন্ড রোদের তাপ সহ্য করতে না পেরে এক ছাত্রী কাছের একটি গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়। কিন্তু সেখান থেকে তাকে আবার রোদে এনে দাঁড় করানো হয়। একপর্যায়ে মেয়েটি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এখন সে অস্বাভাবিক আচরণ করছে। বারবার মূর্ছা যাচ্ছে। জ্ঞান ফিরলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আবার চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মেয়েটি মানসিক 'ভারসাম্যহীন' হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেছে তার পরিবার। সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার রাশিদ আলী মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুলে এ ঘটনা ঘটেছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে,গত ২২/০৯/২০১৯ তারিখে রাশিদ আলী মেমোরিয়াল গালর্স স্কুলের শিক্ষক জনাব বিমল সরকার কর্তৃক নবম শ্রেণীর ছাত্রী মোছাঃ হুমায়রা খাতুনকে শারীরিকভাবে শাস্তি প্রদানের ঘটনাটি ঘটে। পরবর্তীতে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নির্দেশে গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে শাস্তিস্বরূপ শিক্ষক জনাব বিমল সরকারকে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয় এবং সালিশেই সকলের উপস্থিতিতে উক্ত টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে ছাত্রীর পিতার নিকট

প্রদান করা হয়। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০/১০/২০১৯ তারিখে রাশিদ আলী মেমোরিয়াল গালর্স স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের গুরুত্বপূর্ণ সভায় অভিযুক্ত শিক্ষক জনাব বিমল সরকারকে স্কুল থেকে স্থায়ীভাবে বহিস্কার করা হয়। তার অপরাধের শাস্তি হিসেবে অভিযুক্ত শিক্ষককে ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড করা হয়।

অভিযুক্ত শিক্ষককে অর্থদন্ড প্রদান করায় এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক স্কুল থেকে স্থায়ীভাবে বহিস্কার করায় অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযোগ নং- সুয়োমটো খু. ১৪/২১

যমুনা টেলিভিশনে প্রচারিত 'খোলা আকাশের নিচে বৃদ্ধ দম্পতির কষ্টের সংসার, খোঁজ নেয় না মেয়েরা' শীর্ষক সংবাদ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, মাগুরার শালিখা উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামের ৮৪ বছর বয়সী খলিল শেখ বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান না থাকায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্ত্রীকে নিয়ে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছেন। জীবিকার তাগিদে ভ্যান টেনে ফেরি করছেন দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে আক্রান্ত বৃদ্ধ খলিল শেখ। অসহায় এ পিতা-মাতার কোনো খোঁজ রাখেন না তাদের চার বিবাহিত কন্যা সন্তান। ইতোপূর্বে তিনি বয়স্ক ভাতার কার্ড পেয়েছেন, কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভাতার টাকা তার অ্যাকাউন্টে আসে কিনা, তা জানেন না। সংবাদ প্রতিবেদনে এই প্রবীণ দম্পতির মানবেতর জীবন-যাপনের বিষয়টি গোচরীভূত হবার পরপরই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সুয়োমটো অভিযোগটি গ্রহণ করে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে,

ক) এ দম্পতির পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ কমিশনকে অবহিত করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শালিখা, মাগুরা-কে বলা হয়।

খ) উক্ত দম্পতিকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা এবং হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচীর মাধ্যমে সুচিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ কমিশনকে অবহিত করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শালিখা, মাগুরা এবং উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, শালিখা, মাগুরা-কে বলা হয়।

এ বিষয়ে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মতে, কমিশনের নির্দেশনাক্রমে বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করে ইতোমধ্যে বৃদ্ধ দম্পতিকে আর্থিক সহায়তা বাবদ ৬১,০০০/- (একষট্টি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে, যা ভুক্তভোগী মোঃ খলিলুর রহমানের নামে জনতা ব্যাংকে খোলা সেভিংস একাউন্টে গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া তাদের খাদ্য সহায়তা প্রদানসহ সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শালিখা, মাগুরা নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছেন।

এছাড়াও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, শালিখা এর সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসহ বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ, প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী ও শীত বস্ত্র প্রদান এবং অটো ভ্যানের জন্য ব্যাটারী লাগিয়ে দেয়া হয়। তিনি বর্তমানে বাগেরহাট জেলাধীন ফকিরহাট উপজেলার সুভদিয়া ইউনিয়নের সুভদিয়া গ্রামে অবস্থান করছেন। সেখানে এলাকাবাসীর সহায়তায় তাকে পাকা ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। তিনি সেখানে ভালো আছেন এবং সেখানেই থাকতে ইচ্ছুক। এ সময় তিনি সীমাখালীতে তার জন্য নির্মিত ঘরটি অন্য কোনো দুস্থ ব্যক্তিকে প্রদানের অনুরোধ করেন।

অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের জন্য জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ অন্যান্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সুয়োমটো অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

অভিযোগ নং- ব. ০৬/২১

জমির (ছদ্মনাম) এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মানের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করার ফলে তার বাড়ি-ঘর, গাছপালা, পুকুর ও মাছের ঘের ক্ষতিগ্রস্থ হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কর্তব্যরত কর্মকর্তারা প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে তিনি জেলা প্রশাসকের নিকট অভিযোগ করেন। জেলা প্রশাসক হতে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ ঢাকা-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হলেও কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেনি।

অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে জেলা-প্রশাসক, পটুয়াখালী-কে বলা হলে পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মানের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করার ফলে অভিযোগকারী জমির ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পটুয়াখালী কর্তৃক পরিচালিত তদন্তে সত্যতা পাওয়া যায়। সে প্রেক্ষিতে তাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য বলা হয়। পরবর্তীতে প্রশাসনিক কার্যক্রম শেষে অভিযোগকারীর প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০ লক্ষ ০৫ হাজার টাকার চেক, পূনর্বাসনের জন্য ০৭ শতাংশ জমিতে একটি ০১ তলা পাকা বাড়ি এবং ০১ টি দোকান ঘর পেয়েছেন। বিষয়টি তিনি মুঠোফোনে নিশ্চিত করেন এবং কমিশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ অবস্থায়, অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযোগ নং-ঢা.১২৫/২২

অভিযোগকারী সাদিয়া (ছদ্মনাম), জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তার দুই বছর বয়সে পিতা মারা যান। পিতার মৃত্যুর পর বড় চাচা জনাব এসএমএ কাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করলেও ছোট চাচা গত প্রায় আট মাস আগে তাদেরকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে ঘরে তালা লাগিয়ে দেয়। জমির বাটোয়ারা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সালিশের পর কিছু জমি দিলেও বাড়িসহ আরও কিছু জমির দখল তার ছোট চাচা দিচ্ছে না। ঘরে তালা লাগিয়ে দেওয়ার কারণে নিত্যপন্য ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র আটকে যাওয়ায় অভিযোগকারীগণ মানবেতর জীবনযাপন করছে। এতে তার পড়াশোনা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এমতাবস্থায়, তদন্তপূর্বক গৃহে প্রবেশের সুযোগ করে দিতে অভিযোগকারী কমিশনে আবেদন করেন।

অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সখিপুর, টাঙ্গাইল-কে বলা হলে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বাদী বিবাদীগণ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বসত ভিটার ৩০ শতাংশ জায়গা ম্যাপ অনুযায়ী সমান ভাগে ভাটোয়ারা করে নিয়েছে এবং তদন্তকালে মাপ অনুযায়ী যাকে যে অংশে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে সে সেই অংশে থাকতে ইচ্ছুক মর্মে জানান। কিন্তু বাদী সাদিয়া বিবাদীর দখলীয় অংশে অবস্থিত ঘরে থাকতে চায় বিধায় এই অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্তকালে বাদীকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান যে, পূর্বের ভাগ বাটোয়ারা অনুযায়ী তার অংশ বুঝিয়ে দিলে তার সেই ঘর ছেড়ে দিতে কোন আপত্তি নেই তবে সেই ঘরের তার প্রাপ্য অংশ তার চাই, যেহেতু ঘরটি তার দাদার ঘর এবং সে সেখানে থাকতো এবং এখন তাকে সেই ঘরে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ জানান। তৎপ্রেক্ষিতে সার্বিক অবস্থা বিবেচনায়, সরকারি সার্ভেয়ার দিয়ে তাদের পূর্বের ভাগ ভাটোয়ারাকৃত ভূমি পুনরায় পরিমাণ করে বুঝিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। দখলীয় জায়গায় অবস্থিত দুটি ঘর সকলের সম্মতিতে বিক্রি করে প্রাপ্যতা অনুযায়ী সকল ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য বাদী সাদিয়াকে সেইদিনই ঘরে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত ২৪/০৭/২০২২ খ্রিঃ তারিখে সার্ভেয়ার, উপজেলা ভূমি অফিস, সখিপুর কর্তৃক সকলের উপস্থিততে জমি মেপে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী ০১ (এক) মাসের মধ্যে তারা নিজেরা ঘর দুটি বিক্রির ব্যবস্থা করবে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সখিপুর, টাঙ্গাইল এর উপস্থিতিতে প্রাপ্য অংশ সকল অংশীদারদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমানে তাদের মধ্যে বর্ণিত অভিযোগ নিয়ে কোন বিরোধ নেই। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সখিপুর, টাঙ্গাইল এর প্রতিবেদন গৃহীত হয়। প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

৩.৮ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মায়ের জানাজায় হাতকড়া ও ডাণ্ডা বেড়ি পড়ানোর ঘটনায় নিন্দা

গণমাধ্যমে প্রকাশিত গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাতকড়া ও ডাণ্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় মায়ের জানাজা পড়ানোর ঘটনায় নিন্দা জানায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। গণমাধ্যম সুত্রে জানা যায়, আলী আজমের মা সাহেরা বেগম বার্ধক্যজনিত কারণে গত ১৮ ডিসেম্বর মারা যান। শেষবার মায়ের মরদেহ দেখতে এবং জানাজায় অংশ নেওয়ার

সুযোগ পেতে আইনজীবীর মাধ্যমে ১৯ ডিসেম্বর জেলা প্রশাসক বরাবর প্যারোলে মুক্তির আবেদন করেন আলী আজম। গত ২০ ডিসেম্বর তিন ঘণ্টার জন্য তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তিনি তাঁর মায়ের জানাজায় উপস্থিত থাকার সুযোগ পান। প্যারোলের পুরোটা সময় হাতকড়া ও ডাণ্ডাবেড়ি পড়া অবস্থায় ছিলেন তিনি। এমনকি, জানাজা পড়ানোর সময় তাঁর হাতকড়া ও ডাণ্ডাবেড়ি খুলে দেওয়ার অনুরোধ করা হলেও, তা খুলে দেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

কমিশন মনে করে, ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক প্যারোলে মুক্তি দেয়ার পরও একজন বন্দীকে মায়ের জানাজায় ডাণ্ডা বেড়ি পরিয়ে নিয়ে যাওয়া কেবল অমানবিকই নয় বরং বাংলাদেশের সংবিধান ও মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বিচার বা দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডাণ্ডাবেড়ি পরানো বিষয়ক উচ্চ আদালতের যে নির্দেশনা রয়েছে সেটাও এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়নি, যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েনসহ যথাযথ নজরদারির অন্যান্য পদক্ষেপ নেয়া সমীচীন ছিল কিন্তু ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে মায়ের জানাজায় অংশগ্রহণ করানো অত্যন্ত অমানবিক। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য এ ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও ভবিষ্যতে এধরনের কাজে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণে যত্নবান হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে কমিশন।

সিলেট, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রামসহ বন্যাকবলিত স্থানসমূহে মানবিক বিপর্যয়

সিলেট, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রামসহ বন্যাকবলিত স্থানসমূহে মানবিক বিপর্যয় মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ আরো কার্যকর ও দ্রুত বাস্তবায়নের পাশাপাশি এসকল কার্যক্রমের মূলে মানবাধিকার সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, এত বড় বিপর্যয়ের মাঝে সবাইকে যেখানে মানবিকতার সাথে এগিয়ে আসা প্রয়োজন পানিবন্দি মানুষকে উদ্ধার করার জন্য, সেখানে নৌকার কিছু অসাধু মালিক ও মাঝিরা নৌকার ভাড়া ৮০০ টাকার পরিবর্তে ৫০০০০ টাকা চাচ্ছেন। মারুফ আহমেদ নামের এক ব্যক্তির বরাত দিয়ে গণমাধ্যমে উল্লেখ করা হয় যে, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে গ্রামের বাড়ি থেকে সিলেট শহরে নিয়ে আসতে গিয়ে গতকাল শুক্রবার বিকেলে এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তিনি। ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি হলেও নৌকার মাঝি রাজি হননি।

অন্যদিকে বিদ্যুৎ না থাকায় মোমবাতির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ৫ টাকার মোমবাতি ৫০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে মর্মে জানা যায়। সর্বকালের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় সকলে মানবিক আচরণ করবে এটাই কাম্য। এ ধরনের অমানবিকতা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এটি অন্যায়। এক্ষেত্রে সার্বিক নজরদারি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিলেট জেলা প্রশাসনকে পত্র প্রেরণ করা হয়।

বন্যাকবলিত স্থানসমূহে খাদ্য, পানি, বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলায় ও পানিবন্দি মানুষকে দ্রুত উদ্ধার করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানায় কমিশন। পাশাপাশি এসকল কার্যক্রমে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ও আশ্রয়কেন্দ্রে এসকল মানুষের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বিশেষত পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও নারীদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়।

নড়াইলে সাম্প্রদায়িক হামলা

গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'মহানবীকে কটূক্তির অভিযোগে লোহাগড়ায় হিন্দুদের দোকানপাট ভাঙচুর, মন্দিরে অগ্নিসংযোগ' সংক্রান্ত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নড়াইলের লোহাগড়ায়

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে উত্তেজিত জনতা স্থানীয় একটি বাজারের ৬টি দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট এবং একটি মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে মর্মে প্রকাশিত সংবাদ মারফত জানা যায়। এছাড়া ৪টি বাড়িঘর ও এর আসবাবপত্র ভাঙচুর করে নগদ টাকাসহ স্বর্ণের গহনা লুট করার অভিযোগ উঠে। উক্ত ঘটনায় তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি।

কমিশন মনে করে, বাংলাদেশের মত একটি অসাম্প্রদায়িক দেশে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে কোন ধর্মকে অবমাননা করার অধিকার যেমন কারো নেই তেমনি আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে মন্দির ও বাড়িঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট করার অধিকারও কাউকে দেয়া হয়নি। কমিশন মনে করে, দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এ ধরণের ঘৃণ্য অপরাধ বারবার সংঘটিত হচ্ছে। কেউ ধর্মকে অবমাননা করলে তাকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করা সমীচীন। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে,

ক) উক্ত ঘটনায় মহানবী (সাঃ) কে কটুক্তির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দ্রুততার সাথে গ্রেফতার করে অনাকাঙ্খিত হামলা ও লুটপাটের পরিস্থিতি এড়ানোর ক্ষেত্রে কারো গাফিলতি আছে কী-না; এবং

খ) হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির ও বাড়িঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট নিবৃত্ত করার বিষয়ে পুলিশের যথাযথ ভূমিকা ছিল কী-না;

উল্লিখিত বিষয়গুলো তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে পত্র প্রেরণ করা হয়।

বিএম ডিপোতে অগ্নিকাণ্ড

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণে শ্রমিক, ফায়ারসার্ভিস ও পুলিশের সদস্য হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি এক শোকবার্তায় নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। একইসাথে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতিও গভীর সমবেদনা জানান।

এটি মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বিধায় সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এ ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ উদঘাটন করে জড়িতদের কঠোর শাস্তির আওয়ায় আনা প্রয়োজন বলে মনে করে কমিশন। অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের প্রত্যেক পরিবারকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে উপযুক্ত সহায়তা প্রদান সুনিশ্চিত করতে এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুলিপি দেয়া হয়।

কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান বিএম ডিপো'র অগ্নিকান্ডে দগ্ধদের দেখতে শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে যান

খাদ্য ও সুপেয় পানির অভাবে তিনটি গ্রামের মানুষ

গত ২৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে সংঘটিত বান্দারবানের লামা উপজেলার লংকম কারবারিপাড়া, রেংয়েন কারবারিপাড়া ও জয়চন্দ্র ত্রিপুরা কারবারিপাড়ার প্রায় ৩৫০ একর জুমচাষের প্রাকৃতিক বন পুড়িয়ে দেয়া, পানির ঝর্ণা বিনষ্ট করা এবং পরবর্তীতে এর ফলে সৃষ্ট খাদ্য ও সুপেয় পানির অভাবে তিনটি গ্রামের মানুষের অত্যাধিক কষ্টে জীবন যাপনের বিষয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও অংশীজন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের প্রতি কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। খাদ্য সংকটের কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ গাছের লতাগুল্ম খেয়ে রয়েছেন বলেও জানা যায়। উক্ত প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড দীর্ঘদিন থেকে উক্ত এলাকার ম্রো এবং ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদের চেষ্টা করছে। এছাড়া স্থানীয়দের নামে বিভিন্ন সময় মামলা দিয়ে দেশ ছাড়া করার চেষ্টা করা হচ্ছে মর্মেও উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সংগৃহিত তথ্যেও এসব অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

জুম চাষের জমি পোড়ানো এবং এর কারণে স্থানীয়দের খাদ্য ও সুপেয় পানির অভাব সৃষ্টি তথা একটি জনগোষ্ঠীতে জীবন ও জীবিকার সংকট সৃষ্টি মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং এবিষয়ে অতি দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি মর্মে কমিশন মনে করে। এবিষয়ে কমিশন নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করেঃ

১। স্থানীয়ভাবে ত্রাণ বিতরণ হচ্ছে মর্মে অবহিত হলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলেই প্রতীয়মান হয়। ক্ষতিগ্রস্থ সকল পরিবারকে পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গৃহ নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সচিব, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে বলা হয়।

২। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে যাতে কোনভাবেই কোন হয়রানি করা না হয় এবং অগ্নিকান্ডের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বলা হয়।

৩। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে যাতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোন অবনতি না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভুক্তভোগীরা যাতে কোন হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ সুপার, বান্দরবানকে বলা হয়।

৪। উক্ত ঘটনার বিষয়ে সার্বিক তদন্তপূর্বক প্রকৃত অবস্থা প্রতিবেদন আকারে কমিশনের নিকট দাখিলের জন্য জেলা প্রশাসক, বান্দরবানকে বলা হয়।

৫। বিষয়টি সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশের অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার চট্রগ্রামকে দেয়া হয়।

বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গবেষণা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রবীণ অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটি জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)-এর হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রামের সহায়তায় বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে। এ গবেষণায় মূলত প্রবীণ জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিক সেবাসুবিধাসমূহের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনার বিষয়টি উঠে এসেছে। বর্ণিত গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রবীণ জনগোষ্ঠির মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হয়-

- মেডিক্যাল একাডেমিক কারিকুলামে ‘জেরিয়াট্রিক মেডিসিন’ অন্তর্ভুক্ত করা;
- মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসমূহে ‘জেরিয়াট্রিক মেডিসিন’ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা;
- ‘জেরিয়াট্রিক মেডিসিন’ ও এ সংক্রান্ত থেরাপির বিষয়ে, চিকিৎসা সেবার সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- পাবলিক ও প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা প্রবীণদের অগ্রাধিকার দেয়া এবং তাদের

জন্য আলাদা কাউন্টারের ব্যবস্থা রাখা; প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সেবা নিশ্চিতকরণে ৫% সিট বরাদ্দ রাখা;

- দেশের সকল প্রবীণের জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালু করা; অতি বৃদ্ধদের জন্য হাসপাতালগুলোতে প্যালিয়েটিভ কেয়ার সার্ভিস চালু করা;
- পাঠ্যবইয়ে প্রবীণদের অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। পাশাপাশি, সরকারিভাবে প্রবীণ জনগোষ্ঠির অধিকার নিয়ে গবেষণা, যাতে তাঁদের কল্যাণের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণ সহজ হয়।

নির্বাচন কমিশনের সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের হতে নিষ্পত্তি পর্যন্ত প্রক্রিয়া দ্রুত সময়ে এবং সহজ, সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য কমিশন ডিজিটাল অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সফটওয়্যার বা ডিজিটাল কমপ্লেইন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রস্তুত করেছে। উক্ত সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রতিকার প্রার্থীদের দ্রুত সময়ে সেবা প্রদান এবং তৎক্ষণাৎ অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম সুসম্পন্ন করার নিমিত্তে সেবা প্রার্থীদের আবেদন দাখিলে জাতীয় নম্বর প্রদান আবশ্যক। সেই প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনে সংরক্ষিত জাতীয় পরিচিতি নম্বর ও তথ্য-উপাত্তসমূহ কমপ্লেইন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে প্রতিপাদনের নিমিত্ত নির্বাচন কমিশনের সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করা হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে সচিব জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষে পরিচালক (নিবন্ধন ও প্রবাসী) জনাব মোঃ আব্দুল মোমিন সরকার চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

নির্বাচন কমিশনের সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

মানবাধিকার বিষয়ক অনলাইন কোর্স:

নতুন প্রজন্মের মাঝে সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের মানবাধিকারের শিক্ষা জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে কমিশন একটি মানবাধিকার বিষয়ক অনলাইন কোর্স তৈরি করেছে। বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ ই-লার্নিং প্লাটফর্ম 'মুক্তপাঠের' মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের দেশের সকল শিক্ষার্থীরা এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কোর্সটিতে অংশগ্রহণের জন্য প্রযোজ্য কোন ফি নেই, সম্পূর্ণ বিনা খরচে এটিতে অংশগ্রহণ করা যাবে এবং সকল পাঠ এবং কুইজ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি ইলেকট্রনিক সার্টিফিকেট অংশগ্রহণকারীর নামে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হয়ে যাবে। যা পরবর্তীতে ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করা যাবে।

৩.৯ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদনের জন্য চাহিত অভিযোগ সমূহের বিবরণী

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদনের জন্য চাহিত অভিযোগ সমূহের বিবরণী: অপেক্ষমান ও নিষ্পত্তিকৃত (২০১২ সাল হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত দাখিলকৃত অভিযোগ)

ক্রমিক	বিবরণ	ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ	চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ	খুলনা ও বরিশাল বিভাগ	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ	মোট
০১	কমিশন হতে প্রতিবেদন চাওয়া হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ হতে মহাপুলিশ পরিদর্শককে প্রতিবেদনের জন্য দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগের সংখ্যা	২০	০৩	০৩	০৩	**২৯**
০২	কোন উত্তর পাওয়া যায়নি এমন অভিযোগের সংখ্যা	০৬	০৩	০২	০২	**১৩**
০৩	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সন্তোষজনক হওয়ায় নথিভুক্ত	০৯	০৫	০৬	০৪	**২৪**
০৪	প্রাপ্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন সন্তুষ্ট না হওয়ায় পুনরায় প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে।	১৫	০৬	০৫	০৬	**৩২**
০৫	অন্যান্য	০	০	০৩	০	**৩**
	(অভিযোগ প্রত্যাহার, প্রতিকার প্রাপ্তির সংবাদ সাপেক্ষে নথিভুক্ত, বেঞ্চে উপস্থাপনের জন্য অপেক্ষমান, ও প্রতিবেদনের আলোকে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সুপারিশ প্রেরণ সাপেক্ষে চলমান ইত্যাদি)					
০৬	**মোট অভিযোগের সংখ্যা**	**৫০**	**১৭**	**১৯**	**১৫**	**১০১**

- প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে ৭৪টি (ক্রমিক ০১, ০২ ও ০৪ দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে ক্রমিক ০২ এ উল্লিখিত ১৩টি অভিযোগের বিষয়ে কোন প্রকার উত্তর পাওয়া যায়নি।

৩.১০ বেঞ্চ মূল্যায়ন

২০২২ সালের ফুলবেঞ্চ, বেঞ্চ-১, বেঞ্চ-২ এবং আপোষ বেঞ্চ এর সভার বিবরণ

ফুল বেঞ্চ ২০২২ এর হিসাব

মোট অনুষ্ঠিত বেঞ্চ	মোট অভিযোগ	প্রতিবেদন/ বক্তব্য চাওয়া হয়েছে	আপোষ বেঞ্চে প্রেরণ	প্রাথমিক পর্যায়ে নথিভুক্ত	প্রতিবেদন/ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি	বেঞ্চে মোট নিষ্পত্তি	চলমান
০৪টি	২০টি	১৫টি	০টি	০টি	০৩টি	০৩টি	১৭টি

* ফুল বেঞ্চ- মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে কমিশনের সকল সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ

বেঞ্চ-১ : ২০২২ এর হিসাব

(ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ)

মোট অনুষ্ঠিত বেঞ্চ	নতুন অভিযোগ	পূর্বের চলমান অভিযোগ (সুয়োমটো সহ)	মোট অভিযোগ (সুয়োমটো সহ)	প্রতিবেদন/ বক্তব্য চাওয়া হয়েছে	ফুল বেঞ্চে প্রেরণ	আপোষ বেঞ্চে প্রেরণ	প্রাথমিক পর্যায়ে নথিভুক্ত	প্রতিবেদন/ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি	বেঞ্চে মোট নিষ্পত্তি	চলমান
৩৩	৩০৪	৪১৮	৭২২	৩৩১	০১	২৪	১৪২	২০৭	৩৪৯	৩৭৩

* বেঞ্চ ১- মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট বেঞ্চ।

বেঞ্চ-২ : ২০২২ এর হিসাব

(চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ)

মোট অনুষ্ঠিত বেঞ্চ	নতুন অভিযোগ	পূর্বের চলমান অভিযোগ (সুয়োমটো সহ)	মোট অভিযোগ (সুয়োমটো সহ)	প্রতিবেদন/ বক্তব্য চাওয়া হয়েছে	ফুল বেঞ্চে প্রেরণ	আপোষ বেঞ্চে প্রেরণ	প্রাথমিক পর্যায়ে নথিভুক্ত	প্রতিবেদন/ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি	বেঞ্চে মোট নিষ্পত্তি	মোট চলমান
১৮	১৮৬	১২৫	৩৩১	৮৪	০১	০৫	১২৭	৯৬	২২৩	৮৪

* ফুল বেঞ্চ এ প্রেরিত নথিসমূহ বেঞ্চ-০২ এ চলমান রয়েছে মর্মে পরিগণনা করা হয়েছে।

আপোষ বেঞ্চের হিসাব ২০২২

মোট সভা	পূর্বের চলমান	গৃহীত অভিযোগ	মোট অভিযোগ	শুনানিঅন্তে নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন
২৫	০৮	৩১	৩৯	৩৮	০১

৩.১১ গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের তুলনামূলক চিত্র

ক্রম	মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরণ		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট
০১	ধর্ষণ (১৮বছর-তদূর্ধ্ব)		৫৭	৪৯	৬৫	৩৮	৩৫	৫১	৬৭	৪৮	৩৬	৩১	৩৪	৪০	৫৫১
	মামলা হয়েছে		৪২	৩১	৪১	২৯	২২	৩৭	৩৯	২৭	১৯	২৬	২৭	২৩ ৩৭২	
	মামলা হয়নি		১৫	১৮	২৪	০৯	১৩	১৪	২৭	২১	১৭	০৫	০৭	০৮ ১৭৯	
০২	শিশু ধর্ষণ (অনূর্ধ্ব-১৮)		৪৮	৩৪	২৫	৪৮	২২	৪২	৩৫	২৯	৩৮	২১	১৭	২৩	৩৮২
	মামলা হয়েছে		৩৪	২৫	২১	৩২	০৯	৩১	১৭	১৪	২১	০৯	১১	১৫ ২৩৯	
	মামলা হয়নি		১৪	০৯	০৪	১৬	১৩	১১	১৮	১৫	১৭	১২	০৬	০৮ ১৪৩	
০৩	ধর্ষণের পর হত্যা	শিশু (অনূর্ধ্ব-১৮)	০৩	০২	০১	০৫	০৩	০২	০৩	০১	০৪	০২	০২	০১ ৩০	৪৩
		(১৮বছর-তদূর্ধ্ব)	০১	--	০১	--	০২	--	--	০১	--	--	--	০১ ০৬	
		বয়স উল্লেখ নেই	--	০২	--	--	--	০১	--	০১	--	--	০১	০২ ০৭	
০৪	ধর্ষণের পর আত্মহত্যা		০২	--	--	০১	--	০১	০৩	--	০১	--	--	০১	০৮
০৫	নারীর প্রতি সহিংসতা		০৭	১৩	২১	০৯	০৬	০৩	০৮	১২	১৭	০৫	১১	০৯	১২১
০৬	নারীর প্রতি সহিংসতা (যৌন নির্যাতন)		০২	০৬	০২	০৯	১৪	০৫	১৩	২০	১৩	০৯	০১	০৪	৯৮
০৭	নারীর প্রতি সহিংসতা (পারিবারিক)		২৬	৩১	১৩	১৯	২৭	২৯	১১	১৫	১২	২৭	১৭	১১	২৩৮
০৮	শিশু নির্যাতন		০৮	১৫	১১	২৭	১৭	২১	১৯	১০	১৮	২৩	১৪	০৭	১৯০
০৯	গুম		--	--	--	--	০১	--	০১	--	--	--	--	--	০২
১০	হেফাজতে মৃত্যু		--	০২	--	০১	০২	--	০১	০২	০৫	--	--	০১	১৪
১১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তি		০১	০২	০৪	০২	০৩	--	০২	০১	--	--	০২	০৩	২০
১২	নিখোঁজ		১৭	০৪	১০	১৩	০৭	১৯	১১	২৫	১৭	২৪	০৬	০৫	১৫৮
১৩	শ্রমিক মৃত্যু		০৬	১১	০৭	১০	০৪	০৩	০৩	০৯	০৭	০৫	০৯	০৫	৭৯
১৪	বন্দুক যুদ্ধে নিহত		--	০১	--	--	--	--	--	--	০১	--	--	০২	০৪
১৫	অ্যাসিড নিক্ষেপ		০২	--	০১	০২	০১	০১	--	০১	--	০২	০১	০২	১৩

তথ্য সূত্রঃ প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ইত্তেফাক, ঢাকা ট্রিবিউন, কালের কণ্ঠ, সমকাল, বাংলাদেশ প্রতিদিন, বিডিনিউজ২৪, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক জনকণ্ঠ, নিউ এজ, ডেইলি অবজারভার, ভোরের কাগজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, নয়া দিগন্ত (অনলাইন ভার্সন)

অধ্যায়ঃ ৪

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০২২ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০২২ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

৪.১ সভা/ সেমিনার

যথাযথ মর্যাদায় মানবাধিকার দিবস উদযাপন

মানবাধিকার দিবস ২০২২- এর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব আনিসুল হক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির- এর সঙ্গে নবগঠিত কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা এবং সদস্যবৃন্দ

১০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজনে যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও গুরুত্ব সহকারে মানবাধিকার দিবস ২০২২ উদযাপন করা হয়। এবছর মানবাধিকার দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে নবনিযুক্ত ষষ্ঠ কমিশন যাত্রা শুরু করে। "মানব- মর্যাদা, স্বাধীনতা আর ন্যায়পরায়ণতায়, দাঁড়াবো সবাই মানবাধিকার সুরক্ষায়"- প্রতিপাদ্য নিয়ে স্থানীয় এক হোটেলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির। সভাপতিত্ব করেন কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নবনিযুক্ত সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা। অনুষ্ঠানে কমিশনের নবনিযুক্ত অবৈতনিক সদস্য জনাব আমিনুল ইসলাম, জনাব কংজরী চৌধুরী, ড. বিশ্বজিৎ চন্দ, ড. তানিয়া হক, জনাব কাওসার আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় বক্তারা মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। গুম, খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ সকল প্রকার মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে নিরপেক্ষ ও জোরালো পদক্ষেপ নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, "বাংলাদেশে যে বা যারাই মানবাধিকার লঙ্ঘন করবে তাকে আইনের আওতায় এনে বিচার করা হবে। আমরা বঙ্গবন্ধুর হত্যাসহ সকল বড় বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার করেছি। আমরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে কাজ করছি। মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। অথচ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেউ কেউ আমাদেরকে নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করছে।" বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়ন সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমরা খুব শীঘ্রই বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছি, এটি এখন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নিকট পরীক্ষাধীন অবস্থায় আছে।"

বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ মইনুল কবির বলেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। মন্ত্রনালয় থেকে তাদের বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০০৯ সালে যখন কমিশন গঠিত হয় তখন বাজেট ছিল মাত্র ১ কোটি ৭৮ লক্ষ আর বর্তমানে ১২ কোটি টাকা। স্বল্প সময়ে কমিশন এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের সদস্য নিযুক্ত হয়েছে এবং বি স্ট্যাটাস পেয়েছে। বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হল বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ । আশা করি আমরা খুব শীঘ্রই আইনটি বলবৎ করতে পারবো।

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, "২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছিল। তাই, এই দিনটি স্মরণীয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের উদ্ভব হয়েছে অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ফসল হিসেবে। আর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমাদের মহান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি শোষণমুক্ত সংগ্রামের সুচনা করেছিলেন। বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ পাঁচবার জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করে, যার ফলে মানবাধিকার প্রশ্নে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্ব দরবারে উজ্জ্বল হয়েছে। মানবাধিকারের দর্শন হল বৈষম্যহীন জীবন। বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়েই আমরা আমাদের কাজ করে যাব"।

কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা বলেন, "দেশ ও দেশের বাইরের সুশীল সমাজ এবং স্টেকহোল্ডরদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্যারিস নীতির আলোকে নারী-পুরুষ, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের আলোকে ভারসাম্যপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এক দশক আগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে দেশব্যাপী মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা। তাইতো যেখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সেখানেই আছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন"। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বর্তমান কমিশন কাজ করবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সরকারের সচিবগণের সাথে মানবাধিকার বিষয়ক মতবিনিময় সভা

"জাতিসংঘ প্রণীত 'Handbook on National Human Rights Plans of Action' এর আলোকে বাংলাদেশের মানবাধিকার সুরক্ষা, উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে খুব শীঘ্রই মানবাধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। পাশাপাশি, কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। "- ০৪ জুন ২০২২ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত সরকারের সচিবগণের সাথে মানবাধিকার বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সিনিয়র সচিব, সচিব, অতিরিক্ত সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি। বক্তব্য রাখেন কমিশনের তৎকালীন সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ ও সদস্য জেসমিন আরা বেগম এবং সরকারের সচিবগণ।

নাছিমা বেগম, এনডিসি বলেন, "জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের মানবাধিকার সুরক্ষা, উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ, সুরক্ষা ও উন্নয়ন এবং জনমানুষের অধিকার নিশ্চিত হবে বলে প্রত্যাশা করে কমিশন"। পাশাপাশি, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights- 2011 (UNGPs) আলোকে 'ব্যবসা ও মানবাধিকার' বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে প্রাকপ্রস্তুতি সভা হিসেবে উক্ত মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। এছাড়া, সম্প্রতি নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ ও হামলার ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি উত্তোরণের জন্য ধর্ষণের কারণ চিহ্নিতকরণসহ তা নিরসনের উপায়সমূহ খুঁজে বের করার জন্য কমিশন কর্তৃক গঠিত "ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটি" সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি।

মানবাধিকার বিষয়ক মতবিনিময় সভায় মাননীয় প্রধান অতিথির সাথে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ

"বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসন: প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ ০৮ জুন ২০২২ তারিখ, বুধবার সকাল ১১ ঘটিকায় সিরডাপ মিলনায়তনে "বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসন: প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ। প্যানেলিস্ট হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মিয়ানমার উইং এর মহাপরিচালক জনাব মিয়া মোঃ মাইনুল কবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল। সভায় আইওএম, ইউএনএইচসিআরসহ জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধি, এনজিও/ সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ মতামত উপস্থাপন করেন।

নাছিমা বেগম, এনডিসি বলেন, বাংলাদেশে কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের অবস্থানের কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠির জীবন ও জীবিকা নির্বাহ ঝুকিঁর মুখে রয়েছে। তিনি বলেন, এ সংকট নিরসনে ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিসরে রোহিঙ্গা সংকটে কমিশন তাদের

ভূমিকা বজায় রাখবে। তিনি আরও বলেন,বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের তৃতীয় কোনো দেশে প্রত্যাপর্ন বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে ভিন্ন মতামত থাকতে পারে। তৃতীয় কোনো দেশে প্রত্যাপর্ন করা হলেও তাদের আত্মমর্যাদা ও জাতিগত পরিচয় সংকটের বিষয়টি মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। মিয়ানমার আমাদের প্রতিবেশী দেশ। তাদের সাথে কুটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের মানবিক মর্যাদা ও মানবাধিকারসহ মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করার উদ্যোগ নেয়া সমীচীন। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ বিশেষত ইউএনএইচসিআর-এর এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

"বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসন: প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক"

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কালে অধাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের ভেতরেই রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান রয়েছে। কফি আনান কমিশনের সুপারিশে রোহিঙ্গা সংকটের একেবারে মূলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। রোহিঙ্গা সংকটের শুরু করেছে মিয়ানমার, এর সমাধানও মিয়ানমারকেই করতে হবে। মিয়ানমারের সামরিক জান্তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দরকষাকষি করার প্রয়োজন হবে।

প্যানেল আলোচনায় অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, ঐতিহাসিক পথপরিক্রমায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি বাঙ্গালী জনগোষ্ঠির সাথে মিলে যাচ্ছে। তাদের আলাদা করার প্রয়োজন আছে। মিয়ানমারের নাগরিকত্ব আইন পরিবর্তন বা সংশোধনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির নাগরিকত্বের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ তাঁর প্যানেল আলোচনায় জানান, রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতন সুস্পস্টভাবে জেনোসাইড। এছাড়াও দুর্ভাগ্যজনকভাবে রোহিঙ্গারা চরমপন্থা, মাদক ও অস্ত্র ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ার ঝুকিঁও রয়েছে। ফলতঃ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ অবস্থা তুলে ধরে নিরাপদ প্রত্যার্পণ নিশ্চিত করতে হবে।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গঠিত ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটির খসড়া প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন

৯মার্চ, ২০২২ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, আগারগাঁও, ঢাকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০২২ এর প্রতিপাদ্য, "টেকসই আগামীর জন্য, জেন্ডার সমতাই অগ্রগণ্য" কে সামনে রেখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটির খসড়া প্রতিবেদন এর সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আনিসুল হক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, সিনিয়র সচিব (বর্তমান মুখ্য সচিব), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সুদীপ্ত মুখার্জী, তৎকালীন আবাসিক প্রতিনিধি, ইউএনডিপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন নাছিমা বেগম, এনডিসি, তৎকালীন চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, তৎকালীন সার্বক্ষণিক সদস্য,জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কমিশন কর্তৃক গঠিত ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটির নির্বাহী সারসংক্ষেপ উপস্থাপন অনুষ্ঠান

ইনকোয়ারির খসড়া প্রতিবেদনের ধারনাপত্র উপস্থাপন করেন ড. আবুল হোসেন, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটি। খসড়া প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন কমিশনের সদস্য জেসমিন আরা বেগম। অনুষ্ঠানে প্যানেলিস্ট হিসেবে বক্তব্য রাখেন রোকেয়া কবির, নির্বাহী পরিচালক, বিএনপিএস, ডা: মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, তাসলিমা ইয়াসমীন, সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মাননীয় আইন মন্ত্রী বলেন, ইসলাম ধর্মই প্রথম নারীর অধিকার দিয়েছে। কোন ধর্মই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব নারীপুরুষ উভয়কেই পরিবর্তন করতে হবে। বৈষম্য আর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হলে প্রয়োজন সচেতনতা। এই সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য তিনি কমিশনকে আহবান জানান। তিনি আরও বলেন, আমরা অনেক আইন করেছি। এগুলোর মনিটরিং প্রয়োজন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধন করা হয়েছে। তারপরও ধর্ষণ কমেনি। আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্ষণ কমবে।

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, একজন নারী সহিংসতার শিকার হলে, ধর্ষণের শিকার হলে এর সীমাহীন প্রভাব রয়েছে। অনাকাঙ্খিত গর্ভপাত, মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াসহ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এর পাশাপাশি সাইবার ক্রাইমের বিষয়টি নিয়েও আমাদের ভাবা দরকার।

নাছিমা বেগম এনডিসি বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রশমনের জন্য আমরা এই ইনকোয়ারি করছি। ধর্ষককে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হলে নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ কমে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সকলের পরামর্শ নিয়ে আমরা ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটির প্রতিবেদন চূড়ান্ত করতে পারব।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, নারীরা চরম বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এই অসমতা দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি হল ন্যাশনাল ইনকোয়ারি। তিনি আরও বলেন, নারীবান্ধব আইনের ঘাটতি রয়েছে আমাদের দেশে। তবে আশার কথা হল বৈষম্য বিলোপ আইন হতে যাচ্ছে।

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে গঠিত গোপালগঞ্জের জেলা মানবাধিকার কমিটি এর সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা

কমিশনের দেশব্যাপি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কার্যাবলীর অংশ হিসেবে দেশের প্রতিটি জেলায় ফোকাল ডেস্ক গঠন করা হয়। একই সাথে মানবাধিকারের কাজকে বেগবান করার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় জেলা মানবাধিকার কমিটি গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

১৩ই ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ গোপালগঞ্জের জেলা মানবাধিকার কমিটি এর সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক কাজী মাহবুবুল আহমেদ। মতবিনিময় সভার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। এসময় কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা, কমিশনের অবৈতনিক সদস্যগণ এবং কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে গঠিত গোপালগঞ্জের জেলা মানবাধিকার কমিটি এর সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে গঠিত পাবনার জেলা মানবাধিকার কমিটি এর সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা এবং পাবনা জেলা কারাগার পরিদর্শন

পাবনা জেলা কারাগার পরিদর্শন এবং মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে গঠিত পাবনার জেলা মানবাধিকার কমিটি এর সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে পাবনা জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা প্রশাসক বিশ্বাস রাসেল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা। এছাড়াও, তিনি পাবনা জেলা কারাগার পরিদর্শন করেন।

সিলেট বিভাগের সকল জেলার মানবাধিকার বিষয়ক ফোকাল ডেস্ক এবং জেলা মানবাধিকার কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা

সিলেটে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা ও মানবাধিকার বিষয়ক গাইডলাইন প্রদান

কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি ১৪ মার্চ, ২০২২ তারিখ সিলেটের রোজভিউ হোটেলে সিলেট বিভাগের সকল জেলার মানবাধিকার বিষয়ক ফোকাল ডেস্ক এবং সিলেট জেলার জেলা মানবাধিকার বিষয়ক কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জনাব ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন। এছাড়াও, সিলেট জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সহ সিলেট জেলার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও সিলেট বিভাগের অন্যান্য জেলার মানবাধিকার বিষয়ক ফোকাল ডেস্ক কর্মকর্তাসহ জেলা এবং পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। জেলার সিভিল সোসাইটির সদস্যবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি। এছাড়াও, কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ও ইউএনডিপি হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রামের কর্মকর্তাবৃন্দও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা

৫ই মার্চ ২০২২ তারিখ কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি'র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সিলেটের এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করা হয়। হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে পরিচালক, সিলেট এমএজি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, অধ্যক্ষ সিলেট এমএজি মেডিকেল কলেজ এবং হাসাপাতালের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের নিয়ে একটি

এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা

মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চিকিৎসা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক এবং রোগীদের চিকিৎসা সেবার বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়। কর্তব্যরত ডাক্তারগণ তাদের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রে ফরেনসিক ডাক্তারগণ নিজেরাই ঘটনাস্থলে যেয়ে আলামত সংগ্রহ করেন মর্মে উল্লেখ করে বাংলাদেশে এ বিষয়টি চালু করা গেলে মামলার সুবিচার প্রতিষ্ঠায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ-এর নিকট নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হয়-

ক) সিলেট এমএজি হাসপাতালে শূণ্য পদে দ্রুত পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

খ) হাসপাতালটি ৯০০ শয্যার হলেও সেখানের জনবল কাঠামো পূর্বের ৫০০ শয্যার মর্মে উল্লেখ করার হাসপাতালের জনবল কাঠামো ৯০০ শয্যার সমানুপাতিক করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ) সিলেটসহ প্রতিটি বিভাগীয় শহরে পূর্ণাঙ্গ ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ) বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির সময় রোগী প্রতি খাদ্যের জন্য যে বরাদ্দ রয়েছে তা অপ্রতুল মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় দৈনিক বরাদ্দ সময় উপযোগী করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা নিরীক্ষা কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের যথার্থতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে আয়োজিত জাতীয় পরামর্শ সভা

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮.৩ অনুচ্ছেদ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-র মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং ব্র্যাকের মধ্যকার সাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের নিরীখে ঢাকা শহরের বিভিন্ন গণস্থাপনায় প্রবেশগম্যতা নিরীক্ষা এবং সে সকল স্থাপনায় প্রতিবন্ধিবান্ধব অবকাঠামো নিশ্চিতকল্পে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রেরণের লক্ষ্যে ব্র্যাকের সহায়তায় সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট সম্প্রতি প্রবেশগম্যতা নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ০৭ জুন ২০২২ তারিখ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে "প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের প্রবেশগম্যতা নিরীক্ষা কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের যথার্থতা যাচাই" এর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ ও উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণে জাতীয় পর্যায়ে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, নগর পরিকল্পনাবিদ (অঃদাঃ), ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন; আরমা দত্ত , মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। সভাপতিত্ব করেন জনাব নাছিমা বেগম এনডিসি, তৎকালীন চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নারায়ণ চন্দ্র সরকার, সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেএএম মোর্শেদ, ঊর্ধ্বতন পরিচালক, ব্র্যাক।

প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা নিরীক্ষা কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের যথার্থতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে আয়োজিত জাতীয় পরামর্শ সভায় বক্তব্য রাখছেন কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২২-২০২৬ প্রণয়ন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২২-২০২৬ প্রণয়ন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২২-২০২৬ এর একটি খসড়া পর্যালোচনার বিষয়ে গত ২৪ আগস্ট ২০২২ তারিখ প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও, ঢাকায় কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান, নাছিমা বেগম, এনডিসি'র সভাপতিত্বে সভা হয়েছে। উক্ত সভায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সম্মানীত সদস্য জেসমিন আরা বেগমসহ কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন এবং উক্ত কৌশলগত পরিকল্পনার বিষয়ে তাদের মতামত প্রদান করেছেন। তদপ্রেক্ষিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২২-২০২৭ এর সংশোধন করা হয়েছে যা ৯৯ তম কমিশন সভায় অনুমোদন করা হয়। উল্লেখ্য, ইউএনডিপি-এইচআরপি কর্তৃক নিয়োগকৃত পরামর্শক দ্বারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২২-২০২৭ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়।

৪.২ থিমেটিক কমিটির সভা

প্রবীণ অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রবীণ অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটির দ্বিতীয় সভা গত ০৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ভার্চুয়াল এ সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি। সভায় বাংলাদেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতিঃ প্রচলিত শিক্ষাকার্যক্রম এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উপর একটি সমীক্ষা পরিচালনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি, 'মেন্টাল ক্যাপাসিটি এ্যাক্ট (Mental Capacity Act)'; প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বিল পাস; পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন- ২০১৩ এবং জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা- ২০১৩ এর যথাযথ বাস্তবায়নের বিষয়েও আলোচনা হয়।

দলিত, হিজড়া ও অন্যান্য মূলধারা বহির্ভূত সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটির সভা

১১ আগস্ট ২০২২ দলিত, হিজড়া ও অন্যান্য মূলধারা বহির্ভূত সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ও উক্ত কমিটির সভাপতি নাছিমা বেগম, এনডিসি। সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তরকে হিজড়া ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনের খসড়া প্রস্তুত সম্পন্ন হলে উক্ত খসড়া কমিশনের সাথে শেয়ার করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হবে।

খ) হিজড়াদের লিঙ্গ নির্ধারনের জন্য ডাক্তারি পরীক্ষা বন্ধের বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হবে।

গ) কোন হিজড়া ব্যক্তির আচার-আচরণ অবলোকন করে যদি যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে ওই হিজড়া ব্যক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোন লিঙ্গ বিশেষজ্ঞ (Gender Expert) ও মনোস্তত্ত্ববিদের (Psychologist) উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল হাসপাতালের ডাক্তার দ্বারা সনাক্ত করার জন্য কমিশন হতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে সুপারিশ প্রেরণ করা হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অটিজম বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা

০৩ এপ্রিল ২০২২ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অটিজম বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি। সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১। ডঃ আনোয়ার উল্ল্যাহ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এনডিডি ট্রাস্ট, জনাব ফরিদা ইয়াসমীন, নির্বাহী পরিচালক, ডিআরআরএ এবং জনাব মোঃ মারুফ হাসান, লিড-পলিসি এন্ড পার্টনারশিপ, এএসসি, ব্র্যাক ইতোমধ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সম্পন্ন অভিগম্যতা অডিট/গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে একটি প্রতিবেদন ২০ এপ্রিল, ২০২২ তারিখের মধ্যে মাননীয় সভাপতির নিকট দাখিল করবেন। সে মোতাবেক "Situation Analysis on Accessibility for People with Disabilities in Bangladesh" শীর্ষক গবেষণার বাজেট পুনর্নির্ধারণ করে কমিশনে দাখিল করবেন।

২। Country Action Plan on Human Rights এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে অভিগম্যতাকে বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এবং সদস্য সচিব হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অটিজম বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সদস্য সচিব দায়িত্ব পালন করবেন। উক্ত কমিটি অভিগম্যতা বিষয়ে একটি কর্ম পরিকল্পনা (Action Plan) প্রস্তুত করতঃ মাননীয় সভাপতির নিকট দাখিল করবে।

৪.৩ আন্তর্জাতিক ফোরামে কমিশন

Commonwealth Forum of National Human Rights Institutions (CFNHRI)- এর দ্বিবার্ষিক সভা

১৬-১৭ জুন ২০২২ তারিখ Commonwealth Forum of National Human Rights Institutions (CFNHRI)-এর দ্বিবার্ষিক সভা রুয়ান্ডার কিগালি শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এ দ্বিবার্ষিক সভায় কমনওয়েলথ দেশসমূহের মানবাধিকার ফোরামের একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি এবং পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব জনাব কাজী আরফান আশিক অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি, ১৯-২২ জুন ২০২২ তারিখ Commonwealth Youth Forum, Commonwealth

Commonwealth Forum of National Human Rights Institutions (CFNHRI)- এর দ্বিবার্ষিক সভা

Women's Forum এবং Commonwealth People's Forum এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। Commonwealth Women's Forum সেশনে কমিশন চেয়ারম্যান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ প্রতিরোধে গঠিত জাতীয় ইনকোয়ারি কমিটির কার্যক্রম ও সরকারের নারী ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে সেটি তুলে ধরেন। পাশাপাশি, রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসন ও রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে এগিয়ে আসার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান মাননীয় চেয়ারম্যান।

এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের ২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের ২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি, তৎকালীন সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, অবৈতনিক সদস্য জেসমিন আরা বেগম, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক। সভায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশকে GANHRI কর্তৃক 'এ স্ট্যাটাস' প্রাপ্তিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন কমিশনের চেয়ারম্যান।

Enhancing Cooperation Between the United Nations and Regional Mechanisms for the Promotion and Protection of Human Rights, with a Focus on Business and Human Rights শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

১৮-১৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত International Workshop on Enhancing Cooperation Between the United Nations and Regional Mechanisms for the Promotion and Protection of Human Rights, with a Focus on Business and Human Rights এ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে সচিব জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার অংশগ্রহণ করেন।

19th Regular Session of the OIC Independent Permanent Human Rights Commission

২২-২৬ মে ২০২২ তারিখ সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত 19th Regular Session of the OIC Independent Permanent Human Rights Commission এ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) জনাব মোঃ আশরাফুল আলম অংশগ্রহণ করেন।

২০২২ পার্টনারশিপ প্রোগ্রাম ফর হিউম্যান রাইটস অফিসার

০৭-১১ই নভেম্বর ২০২২ তারিখ দক্ষিন কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ২০২২ পার্টনারশিপ প্রোগ্রাম ফর হিউম্যান রাইটস অফিসার এ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব কাজী আরফান আশিক অংশগ্রহণ করেন।

দক্ষিন কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ২০২২ পার্টনারশিপ প্রোগ্রাম ফর হিউম্যান রাইটস অফিসার

বিশ্ব মানবাধিকার সিটি ফোরামের ১২ তম সম্মেলন

১২ই অক্টোবর ২০২২ তারিখ দক্ষিন কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত 12th World Human Rights City Forum জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে উপপরিচালক জনাব মোঃ তৌহিদ খান অংশগ্রহণ করেন এবং ঢাকার গণপরিবহনে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের প্রবেশগম্যতা বিষয়ক পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন।

বিশ্ব মানবাধিকার সিটি ফোরামের ১২ তম সম্মেলন

৪.৪ প্রকাশনা

এবছর নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গঠিত ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কমিশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদির সংকলন, প্যারিস প্রিন্সিপালের বাংলা অনুবাদ, প্যানেল আইনজীবীদের নির্দেশিকা, কমিশনের পঞ্চ বার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা বুকলেট আকারে প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি, কমিশনের নিয়মিত প্রকাশনা বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ এবং নিউজলেটার প্রকাশ করা হয়।

৪.৫ গণমাধ্যমে প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
মায়ের জানাজায় হাতকড়া ও ডাণ্ডা বেড়ি পড়ানোর ঘটনায় নিন্দা	২০২২-১২-২২
যথাযথ মর্যাদায় মানবাধিকার দিবস পালন	২০২২-১২-১১
বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গবেষণা	২০২২-০৯-০৮
‘মহানবীকে কটুক্তির অভিযোগে লোহাগড়ায় হিন্দুদের দোকানপাট ভাঙচুর, মন্দিরে অগ্নিসংযোগ’	২০২২-০৭-১৭
সিলেট, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রামসহ বন্যাকবিলিত স্থানসমূহে মানবিক বিপর্যয় মোকাবেলায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পদক্ষেপ	২০২২-০৬-১৮
বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসন: প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়-শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক	২০২২-০৬-০৮
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণে শ্রমিক, ফায়ারসার্ভিস ও পুলিশের সদস্য হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।	২০২২-০৬-০৫
জাতিসংঘ প্রণীত এর আলোকে বাংলাদেশের মানবাধিকার সুরক্ষা, উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে খুব শীঘ্রই মানবাধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।	২০২২-০৬-০৪

অধ্যায়ঃ ৫

কমিশনের বর্তমান প্রতিবন্ধকতা ও আগামীর পথচলা

কমিশনের বর্তমান প্রতিবন্ধকতা ও আগামীর পথচলা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এক-দশক বয়সী একটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যান্য মানবধিকার কমিশনের তুলনায় এটি এখনও একটি নবীন কমিশন। এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে বহুবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও এখনো অনেক কিছুই অসম্পন্ন রয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনবল বৃদ্ধি এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কমিশনকে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষণ সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিভাগীয় জেলা, উপজেলা অফিস স্থাপনে যে সকল সমস্যাদি রয়েছে তা নিরসন এবং কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন ও প্রয়োজনীয় ভৌতকাঠামো নির্মাণ বিষয়সমূহকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি বলতে এটিও বোঝায় যে কমিশনের চাকুরি অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং নিয়োগপ্রাপ্তরা মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠানিক গৌরব নিয়ে চাকুরি করবে। ফলে একটি দক্ষ জনশক্তি হিসেবে কমিশন পরিচালিত হবে। কমিশনকে আর্থিক সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে নেয়ার সক্ষমতা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন এবং উন্নয়ন সহযোগিদের পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন বা কমিশনের অর্থ-প্রবাহে কোন ঝুঁকি থাকলে তা যথাসময়েই নিরুপণ করে এর নিরসন করা প্রয়োজন।

অবশ্য সরকারের সুদৃষ্টি কমিশনের প্রতি রয়েছে; সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার ইচ্ছা ব্যক্ত করছে এবং দেশের মানুষের মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় একটি প্রধান সংস্থা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে কমিশনও সুন্দরভাবে এগিয়ে চলছে। সঙ্গত কারণেই মানুষের মনে এ আশাবাদ জেগে উঠেছে যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জনগণের অধিকার সুরক্ষায় আরও দৃশ্যমানভাবে অনেক অবদান রাখতে পারবে। সে পর্যায়ে পৌঁছনোর পূর্বে কমিশনকে কতকগুলো সুস্পষ্ট বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে।

বিদ্যমান ৪৮জন জনবল ছাড়াও এবছর আরও ৪০জন জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তথাপি কমিশনের জন্য এখনও প্রথম এবং প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কমিশনের জনবল বৃদ্ধি করা। জনবল বৃদ্ধির পথে কতিপয় সুনির্দিষ্ট অন্তরায় রয়ে গেছে। মূখ্য অন্তরায় হচ্ছে নিয়োগপ্রাপ্তদের স্বল্প সময় চাকুরিতে থাকা।

কমিশনের এখনও কোন স্থায়ী অফিস ভবন নাই। একটি স্থায়ী অফিস ভবন থাকলে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল একটি কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত হতো এবং তাদের মধ্যে অফিসের প্রতি একটি মমত্ববোধ বা মালিকানা-বোধ সৃষ্টি হতো এবং ফলস্বরূপ কমিশনের ভাবমূর্তি ও সম্মানকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতো। একখন্ড জমি অধিগ্রহণ করা এবং একটি অফিস ভবন নির্মাণ করা কমিশনের জন্য এখন একটি চ্যালেঞ্জ। কমিশন এলক্ষ্যে সরকারের সাথে যোগাযোগ চলমান রয়েছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। আশা করা যায় যে শীঘ্রই এর একটি সমাধান পাওয়া যাবে।

২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করলেও Global Alliance For National Human Rights Institutions (GANHRI) বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনকে 'বি স্ট্যাটাস' দিয়েছে। সংস্থাটির মতে, প্যারিস নীতিমালার শর্তাদি পূরণে কমিশনের এখনো ঘাটতি রয়েছে। কারণ, ২০০৯ সালের যে আইনটির মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিষ্ঠা লাভ সে আইনের বিশেষ কয়েকটি শর্ত পূরণ না হওয়ার দায় কমিশনের ওপর বর্তায় না। প্রায় একইরকম আইন হওয়া সত্ত্বেও ভারতের মানবাধিকার কমিশনকে 'এ স্ট্যাটাস' আর বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনকে 'বি স্ট্যাটাস' দেয়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতি বৈষম্যমূলক বলে কমিশন মনে করে।

কমিশন জনগণের ক্ষোভ ও অভিযোগের বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায়। তবে, বাস্তবে জনবলের স্বল্পতার কারণে সকল অভিযোগ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমলে নেওয়া বা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না। অধিকন্তু, ই-ফাইলিংসহ তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হলেও কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এখনো পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় বা ডিজিটাল করা যায়নি। আশা করা যায়, আগামী বছরের মধ্যে এ বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি আমরা দেখতে পাব।

কমিশনের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) অনুযায়ী সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে কমিশন দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টিমূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছে। এছাড়াও, কমিশন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইন ও নীতিমালা সংস্কারে অগ্রণি ভূমিকা পালন করছে এবং আরব্ধ কাজ দ্রুততার সাথে সম্পাদনের স্পৃহা ব্যক্ত করছে। খসড়া বৈষম্য-বিলোপ আইন প্রণয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে এ উদ্দেশে যে আইনটি প্রণীত হলে নারী ও অন্যান্যদের প্রতি বৈষম্যের মাত্রা কমে আসবে কারণ এখনো বাল্য বিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ, বহু-বিবাহ ইত্যাদি সমাজে রয়েই গেছে, যা নারীর সমান অধিকার প্রাপ্তিকে থামিয়ে দেয়। একটি বৈষম্য-বিরোধী আইন প্রণয়নের অত্যাবশ্যকীয়তা অনুধাবন সম্পর্কে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং কর্তব্য-সম্পাদনকারীদের মনে গতিশীলতা সৃষ্টি করা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের প্রয়োগ বাস্তবায়ন আবশ্যক।

বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতাসমূহ রয়েছে তার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমি-অধিকারসহ অন্যান্য পরিস্থিতির ওপর গবেষণা, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও নৃ-গোষ্ঠীর অধিকারসমূহ সুরক্ষা, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার বাস্তবায়নে আইন ও নীতিমালার প্রয়োগ, আইএলও কনভেনশন ও শ্রম-অধিকার, সর্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং অবশ্যই রোহিঙ্গা সমস্যা যা অনেক মানবিক সমস্যারই জন্ম দিয়েছে এগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। এসকল বিষয়ের ওপর প্রচুর গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। কিন্তু যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা অবশ্যই একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের সকল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, নীতি ও রূপকল্প - যেমন, ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১, ভিশন-২১০০ বা ডেল্টা-পরিকল্পনা-২১০০ এর সাথে এসডিজিসমূহ অর্জনকে একীভূত করা হয়েছে যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সরকারের দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞাই পরিচয় বহন করে। যদি এসডিজি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় তাহলে দারিদ্র এবং ক্ষুধা দূরীভূত হয়ে যাবে, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত হবে, সাধারণ মানুষের সুস্বাস্থ্য ও ভালো থাকা নিশ্চিত হবে, সুশিক্ষার বিস্তার বহাল থাকবে, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জিত হবে, শোভন কর্ম সুযোগের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অটুট থাকবে। শুধু এগুলোই নয়, ২০৩০ এজেন্ডার সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মধ্যে এমন শক্তি নিহিত আছে যে Equity বা ন্যায্য-বন্টনের নীতিমালার আওতায় সকল মানুষের সম-সুযোগ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করে দেওয়া সম্ভব হবে। এছাড়া, এও বোধগম্য যে, এসডিজির সফল বাস্তবায়ন আমাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় অধিকতর সামর্থ্যবান করবে। পরিবেশ দূষণ ও এর ক্ষতিসাধনের মাত্রা কমে আসবে বা বন্ধ হয়ে যাবে। এসডিজি-১৬ এর অঙ্গীকার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা; এবং তা হবে সকলের জন্য ন্যায়-বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করে আইনের শাসন, শান্তি, সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তার মানে এই যে এসডিজির বাস্তবায়ন একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে সহায়তা করবে যেখানে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বা হিজড়া, ধর্মীয় ও নৃ-গোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু, দলিত, হরিজন, বেদে, মুচি ইত্যাদি সকল নাগরিক সমাজের মূলধারায় অভিষিক্ত থাকবে এবং কাউকেই পেছনে ফেলে রাখা হবে না। এভাবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের উদ্দেশ্য পূরণ হবে, রূপকল্পের সোনার বাংলা বাস্তবে রূপায়িত হবে এবং স্থায়ীভাবে মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পথ/ক্ষেত্র পাকাপোক্ত হবে।

সংযুক্তি : ০১

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য ও অবৈতনিক সদস্যদের নাম, টেলিফোন এবং ই-মেইল এর তালিকাঃ

ক্রঃ নং	ছবি	নাম ও পদবী	টেলিফোন নম্বর	বিভাগ/জেলার নাম
০১		ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান	৫৫০১৩৭১৩	chairman@nhrc.ogr.bd Knz2005@gmail.com
০২		মো: সেলিম রেজা সার্বক্ষণিক সদস্য	৫৫০১৩৭১৫	ftm@nhrc.org.bd
০৩		মো: আমিনুল ইসলাম অবৈতনিক সদস্য	৫৫০১৩৭২৬-২৮	Judgeaminul12@gmail.com
০৪		কংজরী চৌধুরী অবৈতনিক সদস্য	৫৫০১৩৭২৬-২৮	Kongchy777@gmail.com
০৫		ড. বিশ্বজিৎ চন্দ অবৈতনিক সদস্য	৫৫০১৩৭২৬-২৮	bchandalaw@gmail.com
০৬		ড. তানিয়া হক অবৈতনিক সদস্য	৫৫০১৩৭২৬-২৮	tania14bd@yahoo.com
০৭		কাওসার আহমেদ অবৈতনিক সদস্য	৫৫০১৩৭২৬-২৮	ahmed.kawser00@gmail.com

সংযুক্তি : ০২

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তাদের নাম, টেলিফোন এবং ই-মেইল এর তালিকাঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	টেলিফোন নম্বর	বিভাগ/জেলার নাম
০১	**নারায়ণ চন্দ্র সরকার** সচিব	৫৫০১৩৭১৬	secretary@nhrc.org.bd nsarkar64@gmail.com
০২	**মোঃ আশরাফুল আলম** পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	৫৫০১৩৭১৯	director.complaint@nhrc.org.bd liptonbjs@gmail.com
০৩	**কাজী আরফান আশিক** পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	৫৫০১৩৭২২	director.admin@nhrc.org.bd ashik.nhrc@gmail.com
০৪	**মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন** উপপরিচালক	৫৫০১৩৭২৪	gaji.complaint@nhrc.org.bd gaji_salauddin@yahoo.com
০৫	**এম. রবিউল ইসলাম** উপপরিচালক	৫৫০১৩৭২১	rabiul.complaint@nhrc.org.bd robinnhrc@gmail.com
০৬	**সুস্মিতা পাইক** উপপরিচালক	৫৫০১৩৭২০	susmita.complaint@nhrc.org.bd paiksusmita@gmail.com
০৭	**ফারজানা নাজনীন তুলতুল** উপপরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	৫৫০১৩৭২৬-২৮	ad.counseling@nhrc.org.bd farjanatultul@gmail.com
০৮	**মোঃ আজহার হোসেন** উপপরিচালক	৫৫০১৩৭২৬-২৮	ad.training@nhrc.org.bd azahar.sociology@gmail.com
০৯	**মোহাম্মদ তৌহিদ খান** উপপরিচালক	৫৫০১৩৭২৬-২৮	ad.it@nhrc.org.bd abir9813@gmail.com
১০	**মোঃ জামাল উদ্দিন** উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	৫৫০১৩৭২৬-২৮	ad.finance@nhrc.org.bd mjamal.nhrc@yahoo.com
১১	**ফারহানা সাঈদ** উপপরিচালক ও চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	৫৫০১৩৭২৩	pro@nhrc.org.bd farhana.syead@gmail.com
১২	**জেসমিন সুলতানা** দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, খুলনা ও গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়	০২৪৭৭৭২৩৮৮৫-খুলনা ০২৪৭৮৮২১৩৪১-গোপালগঞ্জ	ad.mediation@nhrc.org.bd jesmintani35llb@gmail.com
১৩	**মো: রবিউল ইসলাম** দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয়	০২৩৩৩৩৪৬৭১৩-কক্সবাজার ০২০৩৫১৬৩৯৮৩-রাঙামাটি	ps.chairman@nhrc.org.bd rabiduens@gmail.com
১৪	**মোঃ জুম্মান হোসেন** সহকারী পরিচালক (অর্থ) (চলতি দায়িত্ব)	০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮	jumman13@gmail.com
১৫	**মোঃ জুলফিকার শাহিন** প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮	titulig00@gmail.com
১৬	**মোঃ আবু সালেহ্** প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮	nikhil.bd2009@gmail.com

সংযুক্তি : ০৩

কমিশনের অর্গানোগ্রাম

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

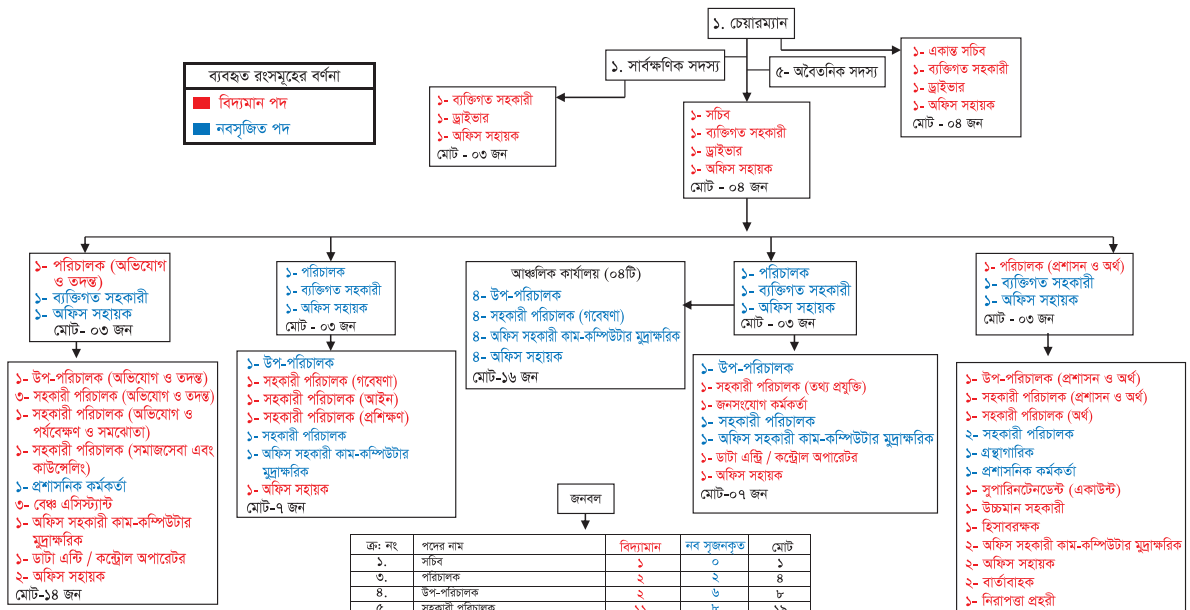

ক্রঃ নং	পদের নাম	বিদ্যমান	নব সৃজনকৃত	মোট
১.	সচিব	১	০	১
৩.	পরিচালক	২	২	৪
৪.	উপ-পরিচালক	২	৬	৮
৫.	সহকারী পরিচালক	১১	৮	১৯
৬.	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১	০	১
৭.	একান্ত সচিব	১	০	১
৮.	গ্রন্থাগারিক	০	১	১
১০.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০	২	২
১১.	সুপারিনটেনডেন্ট (একাউন্ট)	১	০	১
১২.	ব্যক্তিগত সহকারী	৩	৪	৭
১৩.	উচ্চমান সহকারী	১	০	১
১৪.	হিসাবরক্ষক	১	০	১
১৫.	বেঞ্চ এসিস্ট্যান্ট	৩	০	৩
১৬.	ডাটা এন্ট্রি / কেন্ট্রাল অপারেটর	২	০	২
১৭.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউপার মুদ্রাক্ষরিক	৩	৬	৯
১৮.	ড্রাইভার	৩	১	৪
১৯.	নিরাপত্তা প্রহরী	১	২	৩
২০.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১	১	২
২১.	বার্তাবাহক	২	০	২
২২.	অফিস সহায়ক	৯	৮	১৭
মোট		৪৮	৪১	৮৯

যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি

(ক) যানবাহন

ক্রঃ নং	সরঞ্জামের নাম	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
১	জিপ	০০	০৩
২	কার	০০	০৩
৩	মাইক্রোবাস	০১	০২
৫	মোটর সাইকেল	০০	০২
৬	পিকআপ	০০	০১

(ক) অফিস সরঞ্জামাদি

ক্রঃ নং	সরঞ্জামের নাম	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
১	ফটোকপি মেশিন	০১	০৫
২	কম্পিউটার (আনুষংগিক যন্ত্রাংশসহ)	১০	৫০
৩	লেজার প্রিন্টার	০৬	২৫
৪	রঙ্গিন প্রিন্টার	০০	০৫
৫	ফ্যাক্স	০০	০৫
৬	মোবাইল সেট	০০	০৪
৭	টেলিফোন সেট	০০	৩৪
৮	এয়ারকন্ডিশনার	০০	১২
৯	ফ্রিজ	০০	০৩
১০	টেলিভিশন	০০	০৩
১১	স্ক্যানার	০০	১১
১২	প্রজেক্টর	০০	০২
১৩	নিরাপত্তা ফটক	০০	০১
১৪	শব্দ ব্যবস্থা (মিলনায়তন কক্ষের জন্য)	০০	০১
১৫	ক্যামেরা	০০	০২
১৬	ফ্রাংকিং মেশিন	০০	০২

সংযুক্তি : ০৪

বিষয় ভিত্তিক কমিটির তালিকা

ক্রঃ নং	কমিটি	নাম ও পদবি	সদস্য সচিব
০১.	অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির বিষয়ে সুপারিশ প্রদান	(ক) ড.কামাল উদ্দিন আহমেদ- সভাপতি কমিশনের সকল সম্মানিত সদস্য- সদস্য	মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন উপপরিচালক
০২.	Committee on Dalit, Hijra, Religious, Ethnic, Non-citizen and other excluded minorities' rights	(ক) ড.কামাল উদ্দিন আহমেদ- কমিশনের সকল সম্মানিত সদস্য- সদস্য	এম. রবিউল ইসলাম উপপরিচালক
০৩.	Committee on Persons with Disability and Autism	(ক) মোঃ আমিনুল ইসলাম -সভাপতি (খ) ড.বিশ্বজিৎ চন্দ- সদস্য (গ) ড.তানিয়া হক-সদস্য	ফারজানা নাজনীন তুলতুল উপপরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
০৪.	Committee on Child Rights and Child Labor	(ক) ড.বিশ্বজিৎ চন্দ- সভাপতি (খ) কংজরী চৌধুরী- সদস্য (গ) ড. তানিয়া হক- সদস্য	এম. রবিউল ইসলাম উপপরিচালক
০৫.	Committee on Business and Human Rights and CSR (Corporate Social Responsibility)	(ক) ড.কামাল উদ্দিন আহমেদ- সভাপতি (খ) কংজরী চৌধুরী- সদস্য (গ) কাওসার আহমেদ- সদস্য	মোহাম্মদ তৌহিদ খান উপপরিচালক
০৬.	Committee on Climate Change, Environment and Disaster Management	(ক) ড.কামাল উদ্দিন আহমেদ- সভাপতি (খ) ড.বিশ্বজিৎ চন্দ- সদস্য (গ) ড.তানিয়া হক- সদস্য	মো. আজহার হোসেন উপপরিচালক
০৭.	Committee on Migrant Worker's Rights and Anti Trafficking	(ক) মোঃ সেলিম রেজা- সভাপতি (খ) মোঃ আমিনুল ইসলাম-সদস্য (গ) কাওসার আহমেদ- সদস্য	মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন উপপরিচালক
০৮.	মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত করার লক্ষ্যে ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত কমিটি	(ক) ড.কামাল উদ্দিন আহমেদ- সভাপতি (খ) মোঃ সেলিম রেজা-সদস্য (গ) মোঃ আমিনুল ইসলাম-সদস্য (ঘ) কংজরী চৌধুরী- সদস্য	মোঃ জামাল উদ্দিন উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
০৯.	Committee on CHT Affairs	(ক) কংজরী চৌধুরী-সভাপতি (খ) মোঃ আমিনুল ইসলাম-সদস্য (গ) ড.বিশ্বজিৎ চন্দ- সদস্য	মোঃ রবিউল ইসলাম দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটি আঞ্চলিক কার্যালয়
১০.	Committee on Elderly People's Rights	(ক) মোঃ সেলিম রেজা- সভাপতি (খ) ড.বিশ্বজিৎ চন্দ- সদস্য (গ) ড.তানিয়া হক-সদস্য	মো.আজহার হোসেন উপপরিচালক
১১.	Committee on Violence against Women and Children	(ক) ড. তানিয়া হক- সভাপতি (খ) ড.বিশ্বজিৎ চন্দ- সদস্য (গ) কাওসার আহমেদ- সদস্য	সুস্মিতা পাইক উপপরিচালক
১২.	Committee on Economic, Social, Cultural, Civil and Political Rights	(ক) কাওসার আহমেদ- সভাপতি (খ) কংজরী চৌধুরী- সদস্য (গ) ড.বিশ্বজিৎ চন্দ- সদস্য	ফারহানা সাঈদ উপপরিচালক

সংযুক্তি : ০৫

পূর্বতন কমিশনারবৃন্দ

২০০৮ হতে ২০১০

চেয়ারম্যান	বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরী	২০০৮ হতে ২০১০
সার্বক্ষণিক সদস্য	নিরু কুমার চাকমা	২০০৮ হতে ২০১০
সদস্য	মনিরা খানম	২০০৮ হতে ২০১০

২০১০ হতে ২০১৬

চেয়ারম্যান	অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
সার্বক্ষণিক সদস্য	কাজী রিয়াজুল হক	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
সদস্য	নিরু কুমার চাকমা	জুন ২০১০ - জুন ২০১৩
	নিরুপা দেওয়ান	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
	ফৌজিয়া করিম ফিরোজ	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
	আরমা দত্ত	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
	সেলিনা হোসেন	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
	প্রফেসর মাহফুজা খানম	জুন ২০১৩ - জুন ২০১৬

২০১৬ হতে ২০১৯

চেয়ারম্যান	কাজী রিয়াজুল হক	আগস্ট ২০১৬ - জুন ২০১৯
সার্বক্ষণিক সদস্য	মোঃ নজরুল ইসলাম	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯
সদস্য	বেগম নূরুন নাহার ওসমানী	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯
	এনামুল হক চৌধুরী	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯
	অধ্যাপক আখতার হোসেন	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯
	অধ্যাপক মেঘনা গুহ ঠাকুরতা	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯
	বাঞ্ছিতা চাকমা	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯

২০১৬ হতে ২০২২

চেয়ারম্যান	নাছিমা বেগম, এনডিসি	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - সেপ্টেম্বর ২০২২
সার্বক্ষণিক সদস্য	ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - সেপ্টেম্বর ২০২২
সদস্য	এডভোকেট তৌফিকা করিম	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - সেপ্টেম্বর ২০২২
	চিংকিউ রোয়াজা	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - সেপ্টেম্বর ২০২২
	জেসমিন আরা বেগম	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - সেপ্টেম্বর ২০২২
	মিজানুর রহমান খান	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - সেপ্টেম্বর ২০২২
	ড. নমিতা হালদার, এনডিসি	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - সেপ্টেম্বর ২০২২

সংযুক্তি : ০৬

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জেলা কার্যালয়সমূহ

রাঙামাটি রাজবাড়ী রোড, রাঙামাটি সদর, রাঙামাটি - ৪৫০০ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফোনঃ ০৩৫১৬৩৯৮৩ মোবাইলঃ ০১৩১৭৩৫৮৯৩৫ ই-মেইলঃ rabiduens@gmail.com	**কক্সবাজার** এসএম ম্যানশন, (গ্রাউণ্ড ফ্লোর) সিরাজ আহমেদ নাজির রোড, বাহারছড়া কক্সবাজার সদর। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফোনঃ ০২৩৩৩৩৪৬৭১৩ মোবাইলঃ ০১৩১৭৩৫৮৯৩৫ ই-মেইলঃ rabiduens@gmail.com
খুলনা ৬এ (লিফট ৫), শিকদার-গাফফার টাওয়ার ৮নং পি সি রায় রোড, খুলনা। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোবাইলঃ ০১৭৪৬২০৮০৪৯ ফোনঃ ০২৪৭৭৭২৩৩৮৮৫ ই-মেইলঃ ad.mediation@nhrc.org.bd	**গোপালগঞ্জ** হোল্ডিং নং- ৪৬২, গ্রাম- পাঁচুরিয়া ডাকঘর- গোপালগঞ্জ, থানা- গোপালগঞ্জ সদর জেলা- গোপালগঞ্জ। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোবাইলঃ ০১৭৪৬২০৮০৪৯ ফোনঃ ০২৪৭৮৮২১৩৪১ ই-মেইলঃ ad.mediation@nhrc.org.bd

সংযুক্তি : ০৭

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০১৩৭২২ মোবাইলঃ +৮৮-০১৫৫২৩৩০০৯৫ ই-মেইলঃ director.admin@nhrc.org.bd কার্যালয়ঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নবম তলা, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ওয়েবসাইটঃ www.nhrc.org.bd
আপীল কর্মকর্তা	সচিব জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০১৩৭১৬ মোবাইলঃ +৮৮-০১৭১১২০১৩৩২ ই-মেইলঃ secretary@nhrc.org.bd কার্যালয়ঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নবম তলা, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ওয়েবসাইটঃ www.nhrc.org.bd

সংযুক্তি : ০৮

ফটো গ্যালারি

মহান বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের শ্রদ্ধা নিবেদন

জাতীয় শোক দিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টে সকল শহীদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের শ্রদ্ধা নিবেদন

ফটো গ্যালারি

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত "Promotion and Protection of Human Rights: Bangladesh Perspective" শীর্ষক সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

কাতারের জাতীয় মানবাধিকার কমিটির মহাসচিব সুলতান বিন হাসান আল জামালি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় জনাব সুলতান বিন হাসান আল জামালি দুই দেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তাব দিলে কমিশন তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

ফটো গ্যালারি

১৭ আগস্ট ২০২২ তারিখ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল ব্যাচলেট জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সাথে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। এসময় কমিশন চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন।

3rd UN South Asia Forum on Business and Human Rights *শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্য। উক্ত সম্মেলনে ভারত, মালদ্বীপ ও কোরিয়ার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন*

ফটো গ্যালারি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত সভায় অংশগ্রহণকারী মাননীয় সংসদ সদস্যদের একাংশের সাথে কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ও সদস্য

ফটো গ্যালারি

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি আয়োজিত মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের আইনি সেবা সংক্রান্ত পরামর্শ সভায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনার ওপর প্রকাশিত শ্বেতপত্র কমিশনের তৎকালীন সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের নিকট উপস্থাপন করেন।

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫

ওয়েবসাইট: **www.nhrc.org.bd**, পিএবিএক্স: ০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮

ই-মেইল: **info@nhrc.org.bd**, হেল্পলাইন: ১৬১০৮